

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ১৯৯৬ শিক্ষাবর্ষ
থেকে ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষা

ষষ্ঠ শ্রেণী

রচনা

আলেকজান্ডার রোজারিও
রেভা. পল শিশির সরকার
অঞ্জলী রোজারিও

সম্পাদনা

ব্রাদার সিলভেস্টার মৃধা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম মুদ্রণ: জানুয়ারি, ১৯৯৬

সংশোধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ : নভেম্বর, ২০০০

পরিমার্জিত সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০০৮

পুনর্মুদ্রণ :

কম্পিউটার কম্পোজ

ফাইন ডট লিঃ

প্রচ্ছদ

মোঃ পারভেজ

চিত্রাঙ্কন

মাফরুহা বেগম

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ কথা

শিক্ষার উন্নয়ন ব্যতীত জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারায় জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনপ্রবাহ যাতে পাঠ্যপুস্তকে প্রতিফলিত হয়, সেই লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটির সুপারিশক্রমে আশির দশকের প্রারম্ভে প্রবর্তিত হয় নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন পাঠ্যপুস্তক। দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় ধরে এই পাঠ্যপুস্তকগুলো প্রচলিত ছিল।

উন্নয়নের ধারায় ১৯৯৪ সালে নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম সংস্কার, পরিমার্জন ও বাস্তবায়নের জন্য “শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত টাস্কফোর্স” গঠিত হয়। ১৯৯৫ সালে নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। সময়ের সাথে সাথে দেশ ও সমাজের চাহিদা পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ২০০০ সালে নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের প্রায় সকল পাঠ্যপুস্তক উচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা যৌক্তিক মূল্যায়নের মাধ্যমে পুনরায় সংশোধন ও পরিমার্জন করা হয়। ২০০৮ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত শিক্ষা বিষয়ক টাস্কফোর্সের সুপারিশে প্রচ্ছদ প্রণয়ন, বানান ও তথ্যগত বিষয় সংশোধনসহ পাঠ্যপুস্তক আকর্ষণীয় করা হয়েছে। আশা করা যায়, পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর নিকট আরো গ্রহণযোগ্য ও সমায়োপযোগী বলে বিবেচিত হবে।

শিক্ষাক্রমের আলোকে মূল্যায়নকে আরো ফলপ্রসূ করার জন্য দেশের সুধীজন ও শিক্ষাবিদগণের পরামর্শের প্রেক্ষিতে সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিটি অধ্যায় শেষে বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন সংযোজন করা হয়েছে। প্রত্যাশা করা যায়, এতে শিক্ষার্থীর মুখস্থনির্ভরতা বহুলাংশে হ্রাস পাবে এবং শিক্ষার্থী তার অর্জিত জ্ঞান ও অনুধাবন বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে বা যে কোনো বিষয়কে বিচার-বিশ্লেষণ অথবা মূল্যায়ন করতে পারবে।

খ্রিস্টধর্ম শিক্ষা বিষয়ে শ্রেণীভিত্তিক যে শিখনফলসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে শিক্ষার্থীরা যেন সেগুলো অর্জন করতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য শিখনফলভিত্তিক পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হয়েছে। ষষ্ঠ শ্রেণীর খ্রিস্টধর্ম শিক্ষা পাঠ্যপুস্তকের উদ্দেশ্য হচ্ছে খ্রিস্টীয় আদর্শের বুনিয়াদ গড়ে তোলা। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়মের বিশিষ্ট পিতৃগণের জীবন আলোচনা করা হয়েছে। প্রাত্যহিক জীবনে খ্রিস্টীয় জীবনধারার বাস্তবতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আমরা জানি, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং এর ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। কাজেই পাঠ্যপুস্তকের আরো উন্নয়নের জন্য যেকোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হবে। ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে প্রত্যাশিত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার নিরন্তর প্রচেষ্টার সজ্জী হিসেবে শিক্ষার্থীদের সুষ্ঠু বিকাশে বর্তমান সংস্করণে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস ও চেতনা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে পরিমার্জিত পাঠ্যপুস্তকগুলো প্রকাশ করতে গিয়ে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণে পাঠ্যপুস্তকগুলো আরো সুন্দর, শোভন ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

যাঁরা এ পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন, সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন, তাঁদের জানাই ধন্যবাদ। যাদের জন্য পাঠ্যপুস্তকটি প্রণীত হল, তারা উপকৃত হবে বলে আশা করি।

প্রফেসর মোঃ মোস্তফা কামালউদ্দিন

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
প্রথম	ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্ক	১
দ্বিতীয়	মানুষের জীবনে পাপের ফল	৮
তৃতীয়	আব্রাহামের মনোনয়ন ও আহ্বান	১৯
চতুর্থ	শমুয়েল	২৫
পঞ্চম	যিশাইয়ের দর্শনলাভ	৩২
ষষ্ঠ	ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি পালন	৩৯
সপ্তম	প্রভু যীশুর ঐশী শক্তির প্রকাশ	৫৪
অষ্টম	যীশুর শিষ্যদের মনোনয়ন ও মণ্ডলী স্থাপন	৬৫
নবম	মানুষের মুক্তির জন্য যীশুর জীবনদান	৭৮

প্রথম অধ্যায়

ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্ক

ঈশ্বর পৃথিবী ও মানুষ সৃষ্টি করলেন

(আদি পুস্তক ১ অধ্যায়)

“সমস্ত পৃথিবী সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে গীত গাও। কেননা সদা প্রভু মহান ও অতি কীর্তনীয়। সদাপ্রভু আকাশ মণ্ডলের নির্মাতা।” গীত ৯৬:১-৫

শৈশবে চোখ মেলেই আমরা দেখি সুন্দর পৃথিবী। আকাশ, বাতাস, গাছপালা, নদী, সাগর, পাহাড়, পশুপাখি এবং মানুষ এক অপূর্ব সৃষ্টি। নিশ্চয়ই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, এ সুন্দর পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন? সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ কোথেকে এল? কে সে ক্ষমতাবান, যিনি এসব সৃষ্টি করেছেন? এমন অনেক প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবে আমাদের মনে এসে ভিড় জমায়।

এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে আমরা জানতে পারি সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরকে। আগের শ্রেণীতে নিশ্চয়ই তোমরা সৃষ্টির বিবরণ সম্পর্কে কিছু জেনেছ। এখন আরও বিশদভাবে আমরা জানব।

তোমরা হয়ত বিজ্ঞানের আলোকে সৃষ্টির বিবর্তন সম্পর্কে জেনে থাকবে। ধর্মশাস্ত্র ও বিশ্বাস ব্যতিরেকে স্পষ্ট করে সৃষ্টির রহস্য উদ্ঘাটন একেবারেই অসম্ভব। তাই সব ধর্মে এ বিষয়ে কিছু বিশ্বাস তুলে ধরেছে। পবিত্র বাইবেলের আলোকে খ্রিস্টান ধর্ম বিশ্বাসে সৃষ্টির বিষয়ে অনেক সুন্দর উত্তর রয়েছে। যেখানে সৃষ্টির গভীর রহস্য ও তার পেছনে যে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ইচ্ছা ও শক্তি রয়েছে, তা বুঝতে পারি। কত ভালোবাসায় ঈশ্বর এ পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন! কি মহান উদ্দেশ্যে তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন! পবিত্র বাইবেল তা সুন্দরভাবে আমাদের বুঝতে সাহায্য করে। সে সজ্ঞো প্রেমময় ঈশ্বরের প্রতি আমাদের বিশ্বাসকে আরো গভীর করে তোলে। এমনকি বিজ্ঞানী ও সাহিত্যিকরাও ঘুরে ফিরে এসে মহান সৃষ্টিকর্তাকে স্বীকার করে নিয়েছেন। কবি নজরুল রচনা করেছেন—

“খেলিছ এ বিশ্ব লয়ে
বিরিট শিশু আনমনে
প্রলয় সৃষ্টি তব পুতুল খেলা
নিরঞ্জে প্রভু নিরঞ্জে।”

কবির এ কবিতার মধ্যে কতখানি সত্যতা আছে সেটা বড় ব্যাপার নয়, কিন্তু সৃষ্টিকর্তা যে সর্বশক্তিমান, তাই তিনি তুলে ধরেছেন। পবিত্র বাইবেল বলে—“আদিতে ঈশ্বর আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করলেন” (আদি পুস্তক ১:১ পদ)।

চিন্তা কর

ঈশ্বর কত মহান ও সর্বশক্তিমান। এ সুন্দর পৃথিবীর সব কিছুর মধ্যে যেন তাঁর সেই ক্ষমতার ও ভালোবাসার পরিচয় প্রকাশ পায়। তাঁর এ ক্ষমতাকে ও ভালোবাসাকে স্বীকার করে তাঁর কাছে আমরা মাথা নত করি।

ঈশ্বর পৃথিবী সৃষ্টি করলেন

বাইবেলের আদি পুস্তকে আছে, “পরে ঈশ্বর বললেন, দীপ্তি হোক; তাতে দীপ্তি হল।” (আদি ১:৩) কি আশ্চর্য! ঈশ্বর বললেন, আর অমনি সৃষ্টির কাজ শুরু হল। হ্যাঁ কোন কিছু ছাড়াই, শুধু মুখের কথা দিয়ে একের পর এক তিনি পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করলেন। ভাবতে পার কি, ঈশ্বর কত শক্তিমান? তাঁর মুখের কথায় কত ক্ষমতা? তাই বলে ভেবো না যে, ঈশ্বর কোন যত্ন এবং ভালোবাসা ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন। না, তিনি খুব শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে সৃষ্টির কাজ করেছেন। তিনি গভীর ভালোবাসা আর অনেক যত্ন দিয়ে এসব সৃষ্টি করেছেন।

এক একদিন এক একটি সৃষ্টির কাজ তিনি করেছেন। একেবারে প্রথমেই ঈশ্বর ঘোর ও শূন্য পৃথিবীতে আলোর প্রয়োজন উপলব্ধি করলেন। তাই তিনি প্রথম দিন আলো ও অন্ধকার পৃথক করে সৃষ্টি করলেন। আলোর নাম রাখলেন দিন, আর অন্ধকারের নাম রাখলেন রাত। দ্বিতীয় দিন তিনি জল থেকে আকাশ মন্ডলকে পৃথক করে সৃষ্টি করলেন। তৃতীয় দিন তিনি জল থেকে স্থলভাগ পৃথক করলেন। স্থলভাগে তিনি নানারকম গাছপালা, ফসল, ঘাস, ইত্যাদি দিয়ে ভরে দিলেন। চতুর্থ দিনে তিনি দিনের জন্য সূর্য ও রাত্রির জন্য চন্দ্র এবং অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্র সৃষ্টি করলেন। পঞ্চম দিনে তিনি আকাশে পাখি, জলে মাছ দিয়ে ভরে দিলেন এবং স্থলের জন্য বিভিন্ন প্রকার জীবজন্তু ও কীটপতঙ্গ সৃষ্টি করলেন। ষষ্ঠ দিনে তিনি মানুষ সৃষ্টি করলেন। সমস্ত সৃষ্টির দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, সমস্তই উত্তম। সপ্তম দিনে ঈশ্বর আপনার সমস্ত কাজ শেষ করে বিশ্রাম নিলেন এবং সেই দিনটিকে আশীর্বাদ করে পবিত্র করলেন।



ঈশ্বর পৃথিবী সৃষ্টি করলেন

তোমরা যখন কোনো সুন্দর ছবি আঁক, খেলনা বা কোনো কিছু তৈরি কর, তা যখন শেষ হয়, নিশ্চয় খুব ভালো লাগে। তখন তোমরা সেই তৈরি জিনিসটি খুব ভালোবেসে ফেল এবং তা যত্ন করে তুলে রাখ। ঈশ্বরও তেমনি সব সৃষ্টি দেখে খুশি হলেন এবং নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে অতি যত্নে সব কিছু রক্ষা করলেন। তাইতো আমরা প্রকৃতির নিয়ম-শৃঙ্খলা দেখে, ঋতুচক্রের আবর্তে অবাক হয়ে ভাবি কে এসবের সৃষ্টিকর্তা? না জানি তিনি কত শক্তিমান এবং কত যত্নে ও ভালোবাসায় সবকিছু পরিচালনা করে চলেছেন।

ঈশ্বর যেন একবিশ্ব-কারিগর। কোনো কারিগর যেমন অনেক চিন্তা ভাবনা করে, পরিকল্পনা করে কোনো কিছু তৈরি করেন, ঈশ্বরও তেমনি তাঁর পরিকল্পনা মতো যত্ন করে এ পৃথিবীর সব কিছু সৃষ্টি করলেন এবং একটি সুন্দর নিয়মে বেঁধে দিলেন।

মনে রেখ

এই সুন্দর জগত ও জীবন সৃষ্টির মধ্যে আমরা ঈশ্বরের অসীম ক্ষমতার পরিচয় পাই। সকল সৃষ্টির মধ্যে আমরা অদৃশ্য ঈশ্বরকে দেখতে পাই এবং সেজন্যই আমাদেরকেও শুধু ভোগ না করে পশুপাখি, গাছপালা, নদনদী ইত্যাদির যত্ন করা উচিত। সকল সৃষ্টির মধ্যে রয়েছে এক অভিন্ন বন্দন ও নিয়ম। সৃষ্টির যত্ন ও রক্ষা না করলে সে সব নষ্ট হয়ে যাবে। সৃষ্টি ধ্বংস হবে এবং আমরাও সৃষ্টির একটি অংশ হিসেবে ধ্বংস হয়ে যাব। সকল সৃষ্টির যত্ন ও তত্ত্বাবধান করে আমরা সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের আনুগত্য প্রকাশ করি।

ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করলেন

মানুষকে আমরা বলি সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। তোমরা কি জান, কেন মানুষ শ্রেষ্ঠ হল? হ্যাঁ, মানুষের আছে জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিবেক। মানুষ তার অনেক গুণ, যোগ্যতা ব্যবহার করে অনেক কিছু করতে পারে। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হল মানুষের আত্মা। আত্মা, ভালো ও মন্দ বুঝার বিবেচনা শক্তিই মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছে। ঈশ্বর মানুষকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা দিয়ে তাঁর আপন করে সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে বিবেক ও আত্মা দিয়েছেন। তাই মানুষ তাঁর

প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। মানুষের প্রতি ঈশ্বরের এ গভীর ভালোবাসার সম্পর্ক বুঝাতেই আমরা বলি, মানুষ ঈশ্বরের সন্তান। পবিত্র বাইবেলে আছে, “পরে ঈশ্বর তাঁর আপন প্রতিমূর্তিতে মানুষ সৃষ্টি করলেন।” (আদি পুস্তক ১:২৭ পদ)।

মনে রেখ

আত্মা দিয়ে আমরা যেমন ঈশ্বরকে উপলব্ধি করে, তাঁর সাথে সম্পর্ক তৈরি করি, তেমনি তাঁর দেয়া যোগ্যতা, গুণ ও বিবেচনা শক্তি ব্যবহার করে, আমরা তাঁর প্রশংসা করি ও মানুষের মঙ্গল করি।

মাদার তেরেসা দীন দরিদ্র ও অসহায় মানুষের মাঝে ঈশ্বরকে দেখে যেমন নিঃস্বার্থ সেবা করেছেন তেমনি পৃথিবী ও মানুষের মধ্যে আমরা ঈশ্বরকে দেখি। তাঁর অপার শক্তি ও ভালোবাসার পরিচয় পাই।

আমাদের জন্য শিক্ষা

(ক) মহান সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও তাঁর প্রসংশা ও গৌরব করা।

(খ) জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষকে ভালোবাসা ও তাদের সেবা করা।

(গ) প্রকৃতি ও পশুপাখি শুধু ভোগের জন্য যথেষ্টভাবে ব্যবহার না করে তার যত্ন ও রক্ষা করা।

আদম ও হবা

(আদি পুস্তক ৩ অধ্যায়)

তোমরা নিশ্চয় ঈশ্বরের সৃষ্টি প্রথম মানুষ আদম ও হবার কথা শুনছ। আমাদের পূর্ব পুরুষের প্রতীক তারা। ঈশ্বর আদম হবাকে সকল সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব করে সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি সকল জগতকে ও সৃষ্টিকে মানুষের কাছে দিলেন। মানুষ তা ভোগ করবে, তাঁর যত্ন করবে এবং ঈশ্বরের গৌরব করবে। আদম হবাকে তাই তিনি সবচেয়ে সুখে রাখলেন। তিনি তাঁদেরকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন বলেই তাঁদের এদেন উদ্যানে রাখলেন। কিন্তু ভালোবাসার মানে কী? তুমি যা ইচ্ছা তাই করবে? না, ভালোবাসা মানে প্রশ্ন দেয়া নয় যে, তুমি অন্যায় করলে কিছু বলা যাবে না। প্রকৃত ভালোবাসার মধ্যে শাসন থাকে। শাসন থাকে তোমার মঙ্গলের জন্য।

ঈশ্বর আদম হবাকে সুখ শান্তি দিলেও তাঁদের সাবধান করে দিলেন। তাঁরা যেন কোন ভুল বা অন্যায় না করে। তিনি বললেন, “তোমরা সদসদ্ জ্ঞানদায়ক বৃক্ষের ফল খাবে না।” সাধারণত মানুষকে যা বারণ করা হয়, তাই সে করে। আদম হবার ক্ষেত্রে তাই ঘটল। সাপ হবাকে সদসদ্ জ্ঞানদায়ক বৃক্ষের ফল খেতে বলল, তখন হবার অন্তরে প্রলোভন এলো এবং ভাবলেন ঐ বৃক্ষের ফল নিশ্চয়ই খুব সুস্বাদু! সাপ শয়তানের প্রতীক। সে আদম হবার অন্তরে নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার প্রলোভন সৃষ্টি করল। আদম হবা ঈশ্বরের অব্যাহত হয়ে সেই ফল খেলেন।

ফলে কী হল? তাঁদের মধ্যে পাপ প্রবেশ করল এবং তাঁদের মধ্যে উলঙ্ঘিত প্রবেশ করল। যে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে ঈশ্বর সৃষ্টি করেছিলেন, তা হারিয়ে ফেলল। ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি ধ্বংস হয়ে গেল। তাঁরা অন্য সৃষ্টির যেমন; পশু পাখির থেকে আর পৃথক রইলো না। কেন এমন হল? ঈশ্বরের কথা তাঁরা শোনেনি, তাই। সেই থেকে মানুষের পাপের পথে যাত্রা শুরু। ঈশ্বরের পথ থেকে মানুষ দূরে চলে গেল। স্বর্গীয় সুখ শান্তি আর থাকলো না। একে অন্যকে হিংসা করে ভালোবাসা নষ্ট করে দিল। তুমি আমি সকলে আজও সে পাপের ফল বহন করে চলছি।

মনে রেখ

সকল মানুষের জীবনেও ঠিক এমনটি হয়, নয় কি? যেমন বাবা-মা, শিক্ষক বা গুরুজনেরা তোমাদের স্নেহ করেন, ভালোবাসেন। তাঁরা তোমাদের অনেক কিছু করতে বলেন এবং অনেক কিছু করতে বারণ করেন। কিন্তু তোমরা কী

কর? অনেক সময় বারণ করা জিনিসের দিকেই এগিয়ে যাও। মনে মনে ভাব, না জানি ওতে কত মজা বা আনন্দ। বুঝতে পার না যে, কীভাবে অমঙ্গলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছ। যার পরিণতি হয় খুব খারাপ। সেখান থেকে আর সুন্দর জীবনে ফিরে আসা সম্ভব হয় না। জীবনটা নষ্ট হয়ে যায়। সকলের জন্য দুঃখের কারণ হয়ে উঠতে হয়।

গল্প শোন

যাকোবের বাবা যাকোবকে প্রায়ই বলতেন, “বাবা, টিফিনের পয়সা দিয়ে ভালো ফল বা খাবার কিনে খাবে।” তিনি বারণ করতেন, কখনও যেন বিড়ি, সিগারেট খেও না। কিন্তু যাকোবের স্কুলের এক বন্ধু তাকে বোঝাল, সিগারেট খেতে নাকি খুব মজা, অনেকেই খায়। সে যাকোবকে স্কুলের পথে সিগারেট খেতে দিল। যাকোব লুকিয়ে লুকিয়ে বন্ধুর কথা মতো সিগারেট খাওয়া শিখল। সে লুকিয়ে লুকিয়ে টিফিনের পয়সা দিয়ে খাবার না খেয়ে সিগারেট খেত। সিগারেটের নিকোটিন ধীরে ধীরে তার ফুসফুস আক্রমণ করল। তারপর একদিন অল্প বয়সেই তার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ল। জ্বর, কাশি ও রক্ত বমি হতে লাগল। ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করে দেখলেন, যে তার মারাত্মক অসুখ হয়েছে। সে অসুখ হল ক্যান্সার। শুনে তার বাবা-মা ভয়ে শিউরে উঠল। যাকোব সিগারেট খেয়ে কী মারাত্মক ভুলই না করেছে। এখন আগের সেই সুন্দর স্বাস্থ্য সে কি আর ফিরে পাবে?

আদম হবার অবস্থাও তাই হল। সদসদ্ জ্ঞানদায়ক গাছের ফল খেয়ে তারা ভুল করল। পথ খুঁজে পেল না কী করে সে ভুল শোধরান যায়। তারা বুঝতে পারলেন যে, এই অবাধ্যতার জন্য ঈশ্বর তাদের মারাত্মক শাস্তি দেবেন।

অবাধ্যতা ও পাপ

আদম হবা ঈশ্বরের অবাধ্য হলেন। এভাবে তাঁরা পাপ করলেন। ঈশ্বর তাঁদের উপর অসন্তুষ্ট হলেন, খুব দুঃখ পেলেন। বাবা-মা'র অবাধ্য হয়ে যেমন যাকোব মারাত্মক অসুখে পড়ল, তাতে বাবা-মা দুঃখ পেলেন। ঠিক তেমনি ঈশ্বর আদম হবার অবাধ্যতায় দুঃখ পেলেন। পাপ অবাধ্যতার একটি করুণ পরিণতি, অসুখ হওয়ার মতো। পাপ কাজ করলে দেহ ও মনে সুখ থাকে না। ঈশ্বর খুব দুঃখ পেলেন। তিনি তাই অবাধ্যতার জন্য আদম হবাকে শাস্তি দিলেন। দুঃখ কষ্টে তাঁদের জীবনযাপন করতে হল। স্বর্গীয় সুখ ও শান্তি থেকে তারা বঞ্চিত হল।

তাহলে নিশ্চয় বুঝতে পারছ পাপ কী? ঈশ্বরের অবাধ্যতাই পাপ। প্রত্যেক মানুষের জীবনেই দুটি পথ আছে। একটি অবাধ্যতার পথ অর্থাৎ পাপের পথ। অন্যটি বাধ্যতার পথ, মুক্তির পথ। ঈশ্বরের বাক্য, তাঁর শিক্ষা ও আদেশ মেনে না চললে, আমাদের খেয়াল খুশি মতো চললে, আমরা তাঁর অবাধ্য হই।

একটি বিষয় মনে রেখ আমরা অনেক সময় আদম হবার মতো দোষ করে একে অন্যের উপর তা চাপিয়ে দিতে চাই। আদম হবা নিষিদ্ধ ফল খেয়ে নিজেদের উলজাতা বুঝতে পারল। তাঁরা ডুমুরের পাতা দিয়ে লজ্জা ঢেকে পালিয়ে রইল। ঈশ্বর তাঁদের খুঁজে পেলেন এবং অবাধ্যতার জন্য তিরস্কার করলেন। তখন আদম কি করল জান? সে বলল, হবা আমাকে খেতে দিয়েছে। হবা বলল, সাপ বেশে শয়তান তাকে খেতে বলেছে। কিন্তু ঈশ্বর কাউকে বাদ দিলেন না। আদম, হবা ও সাপ সকলকেই অভিশাপ দিলেন। তেমনি অন্যায় করে, অবাধ্য হয়ে আমরা অন্য কাউকে দোষ দিলে চলবে না। ঈশ্বর আমাদের বিবেক বৃদ্ধি দিয়েছেন। আমরা ভালো মন্দ বুঝতে পারি। আমাদের নিজেদেরই সতর্ক থাকতে হবে। ঈশ্বরের বাধ্য হয়ে তাঁর ইচ্ছামত জীবনযাপন করতে হবে। ঈশ্বরের ইচ্ছা রয়েছে বাইবেলের শিক্ষায়। গুরুজনেরা, বাবা-মা ও শিক্ষক শিক্ষিকারা আমাদের ঈশ্বরের বাক্য অনুযায়ী শিক্ষা দেন। আমাদের মঙ্গলের জন্য পরামর্শ দেন। তাঁদের বাধ্য হয়ে থাকলেই আমরা ঈশ্বরের বাধ্য থাকি।

পাপের ফল

তাহলে তোমরা দেখেছ অবাধ্যতা কখনোই ভালো নয়। যখনই আমরা অন্যায় করি, তার ফল ভালো হয় না। পাপের ফল খুব মারাত্মক হয়। আমরা খারাপ কোনো কিছু বলি বা করি তা অবাধ্যতারই পরিচয় দেয়। ভালো কিছু বলি বা করি, তা বাধ্যতার পরিচয় দেয়। সে জন্যই খারাপ কিছু বলা বা করাই হচ্ছে পাপ করা। আদম হবা ভেবেছিলেন, তারা ঐ নিষিদ্ধ ফল খেয়ে আরো জ্ঞানী হবে, বড় হবে, ঈশ্বরের মতো হবে। তাঁদের এ স্বার্থপরতা ও অহংকারবোধ থেকেই

পাপ তাদের মনে প্রবেশ করেছে। আমরা যখনই নিজেদের স্বার্থকে বড় করে দেখি এবং অহংকার আমাদের মধ্যে প্রবেশ করে, তখনই পাপের পথে অগ্রসর হই এবং আগে হোক বা পরে হোক এ পাপের ফল ভোগ করি।

আদম হবার ক্ষেত্রে ঈশ্বরের শাস্তির মধ্যেই রয়েছে তাঁদের পাপের করুণ পরিণতি বা ফল। ঈশ্বর তাঁদের কী শাস্তি দিলেন? ঈশ্বর প্রথমে হবাকে বললেন, তোমার দুঃখ কষ্ট আমি বাড়িয়ে দেব। যন্ত্রণার মধ্যে তুমি সন্তান প্রসব করবে, স্বামীর প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং সে তোমার উপর প্রভুত্ব করবে। শেষে আদমকে বললেন, তুমি মাটি চাষ করবে। সে মাটি অভিশপ্ত, তোমার জন্য কাঁটা জন্মাবে। অতি কষ্টে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তুমি মাটি থেকে তোমার খাদ্য সংগ্রহ করবে এবং একদিন যে মাটি থেকে জন্মেছে সে মাটিতে মিশে যাবে। তারপর তিনি এদেনের উদ্যান থেকে তাঁদের তাড়িয়ে দিলেন।

ঈশ্বরের এ শাস্তির মধ্যে পাপের ফল যে কত ভয়ানক হতে পারে আমরা তা বুঝতে পারি। পাপ কাজের পরিণতি সব সময়ই খুব খারাপ। আমরা কথায় বলি—“লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু”, সত্যিই তাই। বিভিন্ন প্রলোভন থেকে আমরা পাপ করি এবং পরে তার জন্য শাস্তি ভোগ করি। এ শাস্তি অনেক সময় চোখে দেখা যায় না কিন্তু অন্তরে অনুভব করা যায়। পাপের শাস্তি পেতেই হয়। মনে রাখতে হবে ঈশ্বর অবশ্যই আমাদের ভালোবাসেন। তিনি চান আমরা যেন মন পরিবর্তন করি ও ক্ষমা চাই।

সাধু পৌল বলেন, ‘পাপের পরিণাম মৃত্যু।’ এ মৃত্যু দৈহিক নয় আত্মিক মৃত্যু। অর্থাৎ ঈশ্বরের ও মানুষের সঙ্গে সম্পর্কহীন জীবনে সুখ বা শান্তি থাকে না। ঈশ্বর যে অনন্ত জীবন আমাদের জন্য রেখেছেন তা থেকেও বঞ্চিত হই।

চিন্তা করে দেখ, আদম হবার পাপগুলো কী? তাঁরা ঈশ্বরের সমান হতে চাইল—বড় হবার অহংকার।

তাঁরা সুন্দর ফল খাবার জন্য লোভ করল। তাই তাঁরা ঈশ্বরের অবাধ্য হল। এ পাপের ফল কি হল। তাঁরা ঈশ্বরের ভয়ে পালিয়ে রইল। ধরা পড়ে একে অন্যকে দোষ দিল। তাঁরা অশান্তির জীবন পেল।

আদম হবার পাপ ও আমাদের পাপ থেকে ঈশ্বর আমাদের মুক্তি দিতে চান। তাই তিনি প্রভু যীশুকে আমাদের মুক্তির জন্য জগতে পাঠালেন। তিনি আমাদের মুক্তি এনে দিলেন। ঈশ্বরের বাধ্য থেকে যীশুর পথে চলে আমরাও পরিত্রাণের অংশীদার হতে পারি। এ বিষয়ে আমরা পরে জানতে পারব।

মনে রেখ

পাপ করা যত সহজ, তার থেকে মুক্তি পাওয়া সহজ নয়। পাপের ফল এ জীবনে এবং পরকালের জীবনেও ভোগ করতে হবে। তাই পাপ না করে ঈশ্বরের ও বাবা-মা, গুরুজনদের বাধ্য থাকাই হল খ্রিস্টান জীবনের সবচেয়ে প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। পাপের বিষয়ে এ গানটি জান কি?

কেননা পাপের বেতন মৃত্যু (৩)

হায়, পাপী আজও জাননা!

কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহদান (৩)

প্রভু খ্রিস্টে অনন্ত জীবন।

—(ধর্ম সংগীত) রোমীয় ৬:২৩ পদ

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. ছোট ছেলে থিওডর খুব যত্ন করে মাটি দিয়ে কয়েকটি খেলনা বানাল। প্রায়ই খেলনাগুলো নিয়ে সে খেলতো। এগুলো ছিল তার খুবই প্রিয়। একদিন খেলার সময় একটি খেলনা ভেঙে গেলে থিওডর কাঁদতে শুরু করে। থিওডরের মা এসে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, কেঁদো না বাবা, নিজের সৃষ্টি সবার কাছেই প্রিয়। যেমন তুমিও ঈশ্বরের কাছে প্রিয়। ঈশ্বর তাঁর ভালোবাসা ও মমতা দিয়ে আপন প্রতিমূর্তিতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। মায়ের কথা শুনে থিওডর শান্ত হয়ে কান্না বন্ধ করল।
 - ক. পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন ?
 - খ. ঈশ্বরকে বিশ্ব-কারিগর বলা হয় কেন ?
 - গ. মায়ের কথা শুনে কেন থিওডরের কান্না থেমে গেল? ব্যাখ্যা কর।
 - ঘ. ‘ঈশ্বর তাঁর আপন প্রতিমূর্তিতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন’-উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর।
২. রোমেল বাবা-মার একমাত্র সন্তান। সে ঢাকার একটি নামী স্কুলের ছাত্র। বাবা-মা তাকে খুবই স্নেহ করেন। ইদানীং রোমেল কয়েকজন দুর্ঘট ছেলের সাথে বন্ধুত্ব করেছে। এই বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে সে মাঝে মাঝেই স্কুল ফাঁকি দিয়ে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। বার্ষিক পরীক্ষায় ফলাফল খারাপ হওয়ায় রোমেলকে স্কুল থেকে বের করে দেওয়া হয়। আমাদের খ্রিস্টধর্ম শিক্ষায় আমরা পাই পাপের ফল ভালো নয়। এ প্রসঙ্গে সাধু শৌল বলেন, ‘পাপের পরিণাম মৃত্যু।’
 - ক. ঈশ্বরের সৃষ্টি প্রথম মানুষ কে ?
 - খ. প্রথম মানব কেন ঈশ্বরের অবাধ্য হয়েছিল ?
 - গ. রোমেল কীভাবে স্কুল হতে বহিষ্কার হওয়া থেকে রক্ষা পেতে পারত ?
 - ঘ. ‘পাপের পরিণাম মৃত্যু।’ - উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মানুষের জীবনে পাপের ফল

কয়িন ও হেবল (আদি ৪ঃ১-১৬)

তোমরা জেনেছ যে, আমাদের আদি পিতামাতা আদম ও হবা এদেন উদ্যানে অবাধ্যতার পাপ করেছিলেন। তাই পিতা ঈশ্বর তাঁদের এদেন উদ্যান থেকে বের করে দেন এবং তাঁদের এ পৃথিবীতে পাঠান। এখানে তাঁরা কঠোর পরিশ্রম ও অনেক দুঃখ-দুর্দর্শার মধ্য দিয়ে জীবনযাপন করেছেন। অর্থাৎ পাপের ফলে আদম হবার সুখময় স্বর্গীয় জীবনের পতন ঘটেছে।

আমরা এও জানি যে পাপ হল ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করা। ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করলে বা পাপ করলে ঈশ্বর অত্যন্ত দুঃখ পান আর আমাদের জীবনেও অনেক অমঙ্গল নেমে আসে। এ অমঙ্গল থেকে রক্ষা পাওয়া ও ঈশ্বরের সঙ্গে পুনরায় পিতা ও সন্তানের সম্পর্ক ফিরে আসার একমাত্র উপায় হল পাপের জন্য অনুতাপ, অনুশোচনা ও প্রায়শ্চিত্ত করা। সুতরাং পাপ করে আমরা যেন নিজের আত্মা কলুষিত না করি, মনে শান্তি না হারাই এবং নিজেদের অমঙ্গল ডেকে না আনি, সে বিষয়ে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। যে কোন অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকলেই আমরা পাপ থেকে রক্ষা পাব। ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের পিতাপুত্র সম্পর্কও ঠিক থাকবে। আমাদের জীবনেও কোনো অমঙ্গল দেখা দেবে না, আর মনে থাকবে অফুরন্ত শান্তি।

আরও মনে রাখবে : আমরা কিন্তু পাপ করি তিনভাবে। যেমন (১) চিন্তার পাপ, (২) কাজ দ্বারা পাপ এবং (৩) কথার পাপ।

(১) চিন্তার পাপ—মনে মনে অন্যের ক্ষতি বা অপকার চিন্তা করা, অন্তরে হিংসা অহংকারের মনোভাব স্থান দেওয়া, কারো জিনিস চুরি করার চিন্তা বা কোনো কিছুতে লোভ করার ইচ্ছা পোষণ করা পাপ।

(২) কাজ দ্বারা পাপ—অন্যায় কাজ করে আমরা পাপ করছি, আবার ভালো কাজ না করেও আমরা অবহেলার পাপ করছি। চুরি করা, ডাকাতি করা, ঘুষ দেওয়া ও গ্রহণ করা, অন্যকে ঠকানো, প্রতারণা করা, মারামারি, নর হত্যা, গুরুজনদের অবাধ্য হওয়া ইত্যাদি কাজ দ্বারা পাপ।

(৩) কথার পাপ—মিথ্যা কথা বলা, ঝগড়া, গালাগালি করা, অভিশাপ দেওয়া, খারাপ পরামর্শ দেওয়া, অন্যায়ের প্রতিবাদ না করে সম্মতি দেওয়া ইত্যাদি কথার পাপ।

এছাড়াও আমরা কথা, কাজ ও চিন্তার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন কাজে ও দায়িত্বে অবহেলা করে পাপ করি। এখন নিশ্চয়ই তোমরা পাপ ও পাপের ফল কি সে বিষয়ে যথেষ্ট বুঝেছ?

মনে রেখ : পাপ থেকে রক্ষা পাবার কতগুলো নৈতিক গুণ ও কতগুলো ঐশ্বরিক বা আধ্যাত্মিক গুণ রয়েছে। এগুণগুলো জীবনে অনুশীলন বা ব্যবহার না করলে আমাদের পাপে পড়তে হয়।

নৈতিক গুণগুলো হল—ধর্মানুশীলন, সংযম, চরিত্র বল, বিবেকের নির্দেশ মানা অর্থাৎ বিচার বিবেচনা করে চলা ও ন্যায় কাজের চিন্তা। আর ঐশ্বরিক গুণগুলো হল : ঈশ্বরে বিশ্বাস, আশা, ভক্তি ও ভালোবাসা। এ গুণগুলো যদি তোমার থাকে তাহলে তুমি পাপে পড়বে না, তোমার পতনও ঘটবে না। তোমার জীবনে থাকবে অনাবিল শান্তি ও আনন্দ। অন্য মানুষেরও করতে পারবে মঙ্গল।

মনে রেখ

“মানুষ যদি সমস্ত জগত লাভ করেও নিজের আত্মা হারায়, তবে তার কোনো লাভ নাই।” (মথি ১৬:২৬)

কয়িন ও হেবল

(আদি ৪:১-১৬ পদ)

তোমরা পবিত্র বাইবেলের কয়িন ও হেবলের গল্পের কথা বহুবার শুনছ; তাই নয় কি? গল্পটি তোমাদের আবারও বলছি; মন দিয়ে শোন :

আদম ও হবা এদেন উদ্যানে ঈশ্বরের অবাধ্য হয়ে শয়তানের প্রলোভনে পড়ে নিষিদ্ধ গাছের ফল খেল। ঈশ্বর তাঁদের এদেন উদ্যান অর্থাৎ স্বর্গ থেকে তাড়িয়ে দিয়ে পৃথিবীতে পাঠালেন। তাঁদের পতন ঘটল। তাঁরা পৃথিবীতে মানুষের মতো পারিবারিক জীবন শুরু করল। পৃথিবীতে তাদের পাপ পুণ্যের মধ্য দিয়ে জীবন কাটাতে হল। আদম ও হবার দুটি ছেলে সন্তান ছিল। বড় কয়িন, ছোট হেবল। কয়িন হিংসুটে ও ঈর্ষাপরায়ণ। কিন্তু হেবল সরল, নম্র, সাদাসিধে ও চরিত্রবান। কয়িন জমি চাষ করত, আর হেবল তার সঙ্গে মাঠে মেষ চরাত। তারা উভয়েই ঈশ্বরে দান উৎসর্গ করার কাজে বিশ্বাস করত। কয়িন কিন্তু সরল মন ও পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে ঈশ্বরে দান উৎসর্গ করত না। তার মনে কুটিলতা ও নানা সন্দেহ বাসা বেঁধে ছিল।

একদিন কয়িন ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে তার ক্ষেতের ফসল উৎসর্গ করল। আর হেবল তার পালের সবচেয়ে হুঁটপুঁট মেষ উৎসর্গ করল। ঈশ্বর হেবলের সরল ও পবিত্রমনের উৎসর্গ গ্রহণ করলেন এবং তাকে অনেক আশীর্বাদ করলেন।

কিন্তু কয়িনের দান গ্রহণ করলেন না। কারণ তার মনে ছিল হিংসা, কুটিলতা ও সন্দেহ।

ঈশ্বর কয়িনের দান গ্রাহ্য না করায় কয়িনের মনে হিংসার ভাব আরও বেশি চাড়া দিয়ে উঠল। অহংকার, ক্রোধ, রাগ ইত্যাদি পাপ তাকে ঝাঁকুড়ে ধরল। তার ভাইয়ের উপর তার ভীষণ আক্রোশ হল।

একদিন তার ভাই হেবলকে ফুঁসলিয়ে দূর মাঠে নিয়ে গেল এবং তাকে হত্যা করল। তখন ঈশ্বর কয়িনকে ডেকে বললেন, ‘কয়িন’, তোমার ভাই কোথায়? কয়িন উত্তর করল, ‘জানিনা’। আমি কি আমার ভাইয়ের রক্ষক?’ ঈশ্বর বললেন, ‘কয়িন, তুমি কি করেছ তা আমি জানি। শোন, তোমার ভাইয়ের রক্ত আমার কাছে কাঁদছে। যেই মাটি তোমার ভাইয়ের রক্ত চুষে নিয়েছে, সেই মাটি অভিশপ্ত। শত চেষ্টা করলেও সেই মাটিতে আর ফসল ফলবে না। তুমি এখন থেকে পৃথিবীময় ঘুরে বেড়াবে। কোথাও শান্তি খুঁজে পাবে না।

তখন কয়িন বলল, ‘এত বড় শাস্তি আমি কীভাবে সহ্য করব, প্রভু? এখন তো যেই আমাকে আমার ভাইয়ের হত্যাকারী বলে চিনবে, সেই আমাকে মেরে ফেলবে। ঈশ্বর তাকে বললেন, ‘না, তা হবে না। যদি তা করে, তবে তার শাস্তি হবে সাতগুণ। পরে কয়িন লজ্জা, ভয় ও অশান্তিতে ঈশ্বরের সম্মুখ থেকে পালিয়ে গেল এবং এদেনের পূর্ব দিকে নোদ দেশে গিয়ে বাস করতে লাগল।

মনে রেখ

আজও কিন্তু অনেক মানুষই অনেক প্রার্থনা, ধ্যান, উপাসনা, দান, খয়রাত ও তীর্থযাত্রা ইত্যাদি করে থাকে। কিন্তু তাদের মনে যদি সৎচিন্তা, সরলতা বা ঈশ্বর প্রেম না থাকে তবে ঈশ্বর কিন্তু কয়িনের উৎসর্গের মতো তাদের উৎসর্গও গ্রহণ করেন না।

আমাদের জন্য শিক্ষা

অহংকার, লোভ, হিংসা-বিদ্বেষ, রাগ প্রতিশোধ নেওয়ার চিন্তা, উগ্রতা অন্তরে পোষণ করা এবং তা প্রকাশ করা পাপ। এগুলো আবার নতুন নতুন আরও বড় অন্যায় কাজ ও পাপের জন্ম দেয়। এর বশবর্তী হয়েই মানুষ নরহত্যা, চুরি, ডাকাতি, প্রতারণা ইত্যাদি পাপ করে এবং নিজের ও অপরের অমঙ্গল ডেকে আনে। এ থেকে বাঁচতে হলে চাই আত্মসংযম, সরলতা, নম্রতা, ন্যায়পরায়ণতা ও বিবেকের নির্দেশ মেনে চলা। আমাদের সবারই এ গুণগুলো সব সময় অনুশীলন করা উচিত।

এসো প্রার্থনা করি

হে পরম করুণাময়, পিতা প্রভু, তুমি আমাকে হিংসা-বিদ্বেষ, রাগ প্রতিশোধের ইচ্ছা, অহংকার ও উগ্রতার পাপ থেকে রক্ষা কর। তুমি আমাকে অন্তরে শুদ্ধ ও পবিত্র কর, যেন আমি সৎ, সরল, পবিত্র জীবনযাপন করতে পারি। আত্মসংযম, বাধ্যতা, নম্রতা, ন্যায়পরায়ণতা এবং প্রজ্ঞা ও বিবেকের নির্দেশ দ্বারা আমি যেন আমার জীবনকে আরও সুন্দর করে গড়ে তুলে মানুষের জন্য মঙ্গলকর কাজের মধ্য দিয়ে তোমার গৌরব করতে পারি, তোমার কাছে এই শিক্ষা চাই প্রভু। আমেন ॥

মুখস্থ কর

(১) সদা প্রভুর ভয় জ্ঞানের আরম্ভ অজ্ঞানের প্রজ্ঞা ও উপদেশ তুচ্ছ করে।

—(হিতোপদেশ ১ঃ৭ পদ)

(২) তিনি সরলদিগের জন্য সূক্ষ্ম বুদ্ধি রাখেন, যারা সিদ্ধাতায় চলে তিনি তাদের ঢাল।

—(হিতোপদেশ ২ঃ৭ পদ)

গান কর

“আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধূলার তলে।

সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে।

নিজেরে করিতে গৌরব দান নিজেরে কেবলি করি অপমান,

আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া ঘুরে মরি পলে পলে ॥

আমারে না যেন করি প্রচার আমার আপন কাজে

তোমার ইচ্ছা করো হে পূর্ণ আমার জীবন মাঝে।”

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নির্দেশিকা

এখানে তোমরা পবিত্র বাইবেলে বর্ণিত গরিব বিধবার দান (মার্ক ১২ঃ৪১-৪৪) এবং একজন ফরীশী ও কর আদায়কারীর উপমা কাহিনী (লুক ১৮ঃ৯-১৪) দুটি পড়বে ও তাদের নম্রতার কথা বুঝতে চেষ্টা করবে।

যোসেফের বাল্যকাল

(আদি ৩৭ঃ১-২০ পদ)

“ঐ দেখ স্বপ্নদর্শক মহাশয় আসছেন, এসো আমরা তাঁকে মেরে ফেলি।” (আদি ৩৭ঃ১৯-২০ পদ)

আদিতে এই সুন্দর পৃথিবীতে কিছুই ছিল না কিন্তু ঈশ্বর ছিলেন। ঈশ্বর একটি মাত্র বাক্য দ্বারা এ সুন্দর পৃথিবীর সব সৃষ্টি করলেন। তাঁর সৃষ্টির সেরা জীব হল মানুষ। তিনি প্রথমে আদমকে সৃষ্টি করেছিলেন পরে তাঁর সঙ্গিনী হিসেবে

সৃষ্টি করেছিলেন হবাকে। তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন, যেন মানুষ তাঁকে ভালোবাসে এবং তাঁর বাধ্য হয়ে তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করে। কিন্তু মানুষ (আদম ও হবা) ঈশ্বরের অবাধ্য হয়ে ঈশ্বর কর্তৃক বিতাড়িত হল এবং এ পৃথিবীতে নেমে আসল। তাঁরা স্বামী-স্ত্রী হয়ে আদিকাল থেকে একত্রে বসবাস করতে লাগল। এভাবে শুরু হল মানুষের পারিবারিক জীবন।

আমরা সকলে মা-বাবা, ভাইবোন নিয়ে একত্রে বসবাস করি। বাবা-মা সব ছেলেমেয়েকেই স্নেহ ও আদর করেন। কিন্তু বিশেষ বিশেষ কারণে তাঁরা সব সময় সব সন্তানকে এক রকম স্নেহ বা আদর করতে পারেন না। কাউকে একটু বেশি, আবার কাউকে একটু কম স্নেহ করেন। আমরাও ভাইবোন সকলে সকলকে সব সময় স্নেহ করতে পারি না। আমরা বাইবেলের তেমনি একটি পরিবারের কথা জানব। তা হল যাকোবের পরিবার।

বৃন্দ যাকোবের বার ছেলে ছিল। যোসেফ ছিল তাঁর বৃন্দ বয়সের সন্তান। তাই তিনি যোসেফকে একটু বেশি স্নেহ করতেন। এ কারণে অন্যান্য ভাইদের মনে হিংসা হতো। তাদের হিংসা আরও বেড়ে গেল, যখন দেখল, তাদের পিতা আদর করে যোসেফকে একটি সুন্দর জামা তৈরি করে দিলেন। আবার একদিন বালক যোসেফ একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি ভাইদের কাছে স্বপ্নের কথা বললেন, “ভাইয়েরা শোন আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি। স্বপ্নটি এরূপ : আমরা শস্য কেটে আঁটি বাঁধছি, আমার আঁটি উঠে দাঁড়াল আর তোমাদের আঁটি আমার আঁটিকে প্রণাম করল। এ স্বপ্নের অর্থ কি হতে পারে?” ভাইয়েরা যোসেফের এই স্বপ্নের অর্থ বুঝার পর তাঁকে আরো হিংসা করতে শুরু করল। এর কিছুদিন পর যোসেফ আরও একটি স্বপ্ন দেখল। এবারও সে বাবা ও ভাইয়ের স্বপ্নের কথা বলল, ‘আমি দেখলাম, সূর্য, চাঁদ এবং এগারটি তারা আমাকে প্রণাম করছে।’ এবার তাঁর স্বপ্নের কথা শুনে বাবা তাঁকে ধমকালেন। স্নেহময় পিতা যাকোব, স্বপ্নের কথা ভুলে গেলেন। কিন্তু বড় ভাইয়েরা তাঁর চাঁদ-সূর্যের স্বপ্নের কথাটাও কিছুতেই ভুলতে পারল না। তারা সুযোগের অপেক্ষায় রইল। একদিন যোসেফের ভাইয়েরা বাড়ি থেকে বহু দূরে পশু চরাতে গেল। পিতা যাকোব যোসেফকে আসতে দেখে, তার ভাইদের ও পশুদের ঝোঁজ খবর আনার জন্য মাঠে পাঠালেন। দূর থেকে ভায়েরা যোসেফকে আসতে দেখে তাঁকে মেরে ফেলার পরিকল্পনা করে। তারা ঠাট্টা করে বলল, “ঐ দেখ, আমাদের স্বপ্ন দর্শক মহাশয় আসছেন।” এসো আমরা সকলে ওকে মেরে গর্তে ফেলে দেই। পরে বাবাকে বলব, কোন হিংস্র পশু তাঁকে খেয়ে ফেলেছে। এভাবে যোসেফের ভাইদের মনে হিংসার পাপ জন্ম নিল। তারা সংযত হতে পারল না বলে তা দিনে দিনে বৃন্দ পেরতে লাগল।

মনে রেখ

তোমরা পরিবারে মা-বাবা, ভাইবোন নিয়ে বাস কর। তেমনি আছে পাড়া প্রতিবেশী। সেখানে থাকে তোমাদের খেলার সাথী। তাদের সঙ্গে তোমরা মিলেমিশে খেলাধুলা কর। আবার অনেক সময় তাদের সঙ্গে ঝগড়া, মারামারিও করে থাক, তাই নয় কি? তোমরা স্কুলে পড়াশুনা কর, সেখানে থাকে পড়ার সাথী। একই শ্রেণীতে নিশ্চয় সকলে এক রকম পড়াশুনা কর না। তাইতো কেউ হও প্রথম, কেউ দ্বিতীয়, কেউ তৃতীয়। আবার কেউ খুব খারাপ করো। বাড়িতে মা-বাবা তাকেই পছন্দ করে যে ঝগড়া বা মারামারি করে না। পাড়ার গুরুজন তাদেরই স্নেহ করে, যাদের আচার ব্যবহার ভালো, যারা ভদ্র। স্কুল শিক্ষক-শিক্ষিকারাও তাকেই স্নেহ করবেন, যে পড়াশুনায়, আচার ব্যবহারে, কথাবার্তায় ভালো। আবার পড়াশুনায় ভালো না হলেও স্নেহ এবং আদর করেন; তাদের পড়াশুনায় ভালো করার জন্য উৎসাহ ও পরামর্শ দেন এবং সাহায্য করেন।

শোন, একটি গল্প বলছি। শেলী ও রেবেকা একই ক্লাসে পড়ে। শেলী লেখাপড়ায় খুবই ভালো। ক্লাসে প্রথম হয়। অন্যদিকে রেবেকা মোটেও পড়াশুনা করে না। ক্লাসের কাজে ও বাড়ির কাজে সে খুব ফাঁকি দেয়। সে প্রায়ই শিক্ষিকাদের বকুনি খায়। ক্লাসে সে ভালো ফল করতে পারে না। শেলীও তাকে বুঝানোর চেষ্টা করে। কিন্তু রেবেকা কথা শোনে না। শেলীকে স্কুলের শিক্ষিকারা খুব আদর করেন। শেলীর প্রতি রেবেকার খুব হিংসা হয়। বাৎসরিক

পরীক্ষার বেশি দেরি নেই। রেবেকা জানে শেলীর নোটগুলো খুব ভালো। তাই সে মনে মনে ঠিক করল কীভাবে শেলীকে জব্দ করা যায়। একদিন টিফিনের সময় শেলী অন্যদের সাথে মাঠে খেলা করতে গেল। আর এদিকে রেবেকা তার ভালো নোটগুলো চুরি করে নিয়ে গেল। শেলী তা দেখেনি। বাড়ি গিয়ে পড়তে বসে তার খেয়াল হল তার একটি নোটও নেই। পরদিন স্কুলে গিয়ে সকলকে নোট হারানোর কথা বলল। কিন্তু কেউই স্বীকার করল না। এখন আর সব বিষয়ে নোট করে পড়াও সম্ভব নয়। রেবেকা খুব খুশি। পরীক্ষা হয়ে গেল। ফল বের হল, দেখা গেল শেলীই প্রথম হয়েছে, আর রেবেকা এবারও ফেলই করেছে। একদিন রেবেকা শেলীকে বলল, ‘বোন আমি তোমার নোটগুলো চুরি করেছিলাম, যার জন্য ঈশ্বর আমাকে শাস্তি দিয়েছেন; আমি ফেল করেছি। এই নাও তোমার নোট।’ স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা এ কথা শুনে রেবেকার জন্য টি-সি লিখলেন। শেলী দেখল রেবেকার পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যাবে, তাই সে প্রধান শিক্ষিকাকে অনুরোধ করল, আপা আমি তো প্রথমই হয়েছি। আমি রেবেকাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। ওকে টি-সি না দিয়ে স্কুলে আসতে অনুমতি দিন। শেলীর দয়া ও ক্ষমার ভাব দেখে প্রধান শিক্ষিকা খুব খুশি হলেন। তিনি রেবেকাকে আবার স্কুলে পড়ার অনুমতি দিলেন।

রেবেকার কি এমনটি করা ঠিক হয়েছে? না, কখনও না। হিংসার বশবর্তী হয়ে রেবেকা শেলীর নোটগুলো চুরি করে নিয়েছিল কিন্তু সে পরিশ্রম ও ঈশ্বরের আশীর্বাদে প্রথমই হয়েছিল। তাই অন্যের প্রতি ঈর্ষা করে তার কোনো ক্ষতি করা কোন মতেই উচিত নয়। ঈশ্বর তা সহ্য করেন না। আর চুরি করে কেউ উন্নতি করতে বা কৃতকার্য হতে পারে না। অনেক জায়গায় দেখা যায় যে, ঈশ্বর তাঁর অনেক ব্যক্তিকে স্বপ্নের মাধ্যমে ভবিষ্যতের কথা বলে দিতেন ও বিশেষ দায়িত্ব প্রদান করতেন। সেই স্বপ্ন একদিন বাস্তবে রূপ নিত। কিন্তু অনেক মানুষ সেই ব্যক্তিটির উপর ঈর্ষা করে তাঁর বিরুদ্ধে অন্যায় কাজ করেও সফল হতে পারেনি। পবিত্র বাইবেলে অনেক জায়গায়ই তার উল্লেখ আছে।

চিন্তা কর

যোসেফের ভাইদের কি ছোট ভাইকে মেরে ফেলার পরিকল্পনা করা উচিত হয়েছিল? কখনো না। আমরাও কি কখনো হিংসার বশবর্তী হয়ে যোসেফের ভাইদের মতো বা রেবেকার মতো ভাইবোন, পড়ার সাথী বা প্রতিবেশীর সঙ্গে হিংসা করে তাদের ক্ষতি করার চিন্তা ভাবনা করব? না, তা করা অন্যায় এবং পাপ। পাপ চিন্তা মানুষের মনে অশান্তির সৃষ্টি করে। পাপ ও অন্যায় আরও অনেক পাপ অন্যায়ের পথ খুলে দেয়। পাপ, অন্যায় কাজ নিজের, পরিবারের, সমাজের ও দেশের অনেক অমঙ্গল ডেকে আনে।

আমাদের জন্য শিক্ষা

আমরা ভাই বোন সকলে হিংসা-দ্বेष ভুলে গিয়ে শান্তিতে এক সাথে বসবাস করব। প্রত্যেকে প্রত্যেকের বিপদে-আপদে এগিয়ে যাব। আমরা বাবা-মার কাজে সাহায্য করব। এভাবেই আমরা প্রত্যেকে একটি শান্তির পরিবার ও সমাজ গড়ে তুলতে সক্ষম হব।

মুখস্থ কর

“আমার অভিযুক্ত জন যারা, তোমরা তাঁদের কোনো

আঘাত করো না।

আমরা প্রবক্তা যারা, তোমরা তাঁদের কোনো অনিষ্ট

করো না।”

(গীত সর্থিতা ১০৫ঃ১৫ পদ)

যোসেফের প্রতি অবিচার

(আদি ৩৭:২১-৩৬)

“তুমি হিংসা হতে তোমার জিহ্বাকে, ছলনার বাক্য থেকে তোমার ঠোঁটকে সাবধান রাখ।”

(গীতসংহিতা ৩৪:১৩ পদ)

তোমরা জেনেছ যে, যোসেফের বড় ভাইয়েরা তাঁকে মেরে ফেলার বড় যত্ন করে। তারা অন্তরে হিংসা পোষণ করল। বড় ভাই রুবেন অন্যান্য ভাইদের হাত থেকে যোসেফকে রক্ষা করার জন্য চালাকি করল কিন্তু প্রকাশ্যে তাদের অন্যায়ের কোনো প্রতিবাদ করতে পারেনি। সে সত্বসাহস তার হল না। ভাই আরও পাপ করল। সুতরাং ‘অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহ্য করে উভয়েই একইভাবে দোষী।’

আমরা এখন যোসেফের প্রতি তাঁর ভাইয়েরা যে অন্যায় করে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করেছে তা জানব।

যোসেফের ভাইয়েরা তাঁকে মেরে ফেলার পরিকল্পনা করল। তখন রুবেন যোসেফকে ভাইদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য তাদের পরামর্শ দিল, তারা যেন যোসেফকে প্রাণে না মেরে গর্তে ফেলে দেয়।



ব্যবসায়ীদের কাছে ভাইয়েরা যোসেফকে বিক্রি করে দিল

রুবেনের ইচ্ছা ছিল যদি তারা যোসেফকে গর্তেও ফেলে দেয়, তাহলে পরে সে যোসেফকে সহজেই বাবার কাছে পাঠাতে পারবে। রুবেনের কথাটি সকলেরই পছন্দ হল। যোসেফ সরল মনে তাদের কাছে এল; তার ভাইয়েরা যোসেফকে ধরে জোর করে বাবার দেয়া সেই সুন্দর ছায়াটি খুলে দিল। তারপর তারা তাঁকে একটি গভীর অন্ধকূপে

ফেলে দিল। যেহেতু কূপটিতে পানি ছিল না, তাই যোসেফ মারা গেল না। কিন্তু সেটা এত গভীর ছিল যে, যোসেফের পক্ষে সেখান থেকে উঠে আসা সম্ভব ছিল না।

নিষ্ঠুর ভাইয়েরা ছোট ভাইটির কথা একটু চিন্তা করল না, এমনকি তাঁর কান্না ও চিৎকারে কেউ কান দিল না। যোসেফ বাড়ি থেকে যে খাবার তাদের জন্য নিয়ে এসেছিল, তারা সেগুলো আরাম করে খেতে শুরু করল। এমন সময় দেখল একদল ইস্রায়েলিয় ব্যবসায়ী উটের পিঠে চড়ে সেদিকেই আসছে। তাদের উটের পিঠে ছিল ব্যবসায়ের সুগন্ধি দ্রব্য, গুলগুলু ও গন্ধরস ইত্যাদি জিনিসপত্র। তারা তাদের এসব দামী জিনিস মিশর দেশে বিক্রি করতে যাচ্ছিল। তখন যোসেফের ভাইয়েরা পরামর্শ করে যোসেফকে আবার সেই গভীর অন্ধ কূপ থেকে টেনে তুলল এবং ঐ ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করে দিল। ব্যবসায়ীরা তাকে মিশর দেশে নিয়ে গেল। রূবেন কিন্তু এ সময় ভাইদের কাছে ছিল না। পরে ফিরে এসে রূবেন গর্তের কাছে গিয়ে দেখল, সেখানে যোসেফ নেই। তখন তার ভাইয়ের জন্য দুঃখ হল। কিন্তু তখনও সে ভাইদের এই নিষ্ঠুর অবিচারের প্রতিবাদ করতে পারল না। পরে তারা একটি ছাগল মেরে যোসেফের সেই সুন্দর জামাটা রক্তে ডুবিয়ে এবং বাড়ি গিয়ে বলল, বাবা আমাদের প্রিয় ভাই যোসেফকে একটি হিংস্র পশু খেয়ে ফেলেছে। আমরা তার এই রক্তমাখা জামাটি পেয়েছি। বাবা তাঁর আদরের সন্তানের জামাটি চিনতে ভুল করলেন না। তিনি ভাবলেন সত্যিই কোন হিংস্র পশু যোসেফকে মেরে ফেলেছে। দুঃখে তার প্রাণ ফেটে যেতে লাগল। তিনি তার ঐ আদরের সন্তানের জন্য দুঃখে চট পরলেন, খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিলেন এবং অনেক দিন পর্যন্ত শোক করলেন। কারও সান্ত্বনায় তাঁর মন মানল না। পিতা যাকোব তাঁর প্রিয় ছেলে যোসেফের জন্য কাঁদতে কাঁদতে মৃতপ্রায় হয়ে পড়লেন।

এদিকে ব্যবসায়ীরা যোসেফকে মিশরে নিয়ে গিয়ে ফরৌন রাজার পাহারাদার এক সেনাপতির নিকট বিক্রি করল। সেই সেনাপতির নাম ছিল পোটিফর। যোসেফ অনেক দিন পোটিফরের কেনা চাকর হয়ে রইলেন। তিনি কোনো মানুষের কাছেই দয়া পেলেন না। তাই ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে, মনিবের ইচ্ছা মতোই চলতে লাগলেন।

চিন্তা কর

তোমরা কি কখনো ভাইবোনদের বিরুদ্ধে কোনো হিংসার ভাব পোষণ করে থাক? যদি এমন মনোভাব কখনো হয়, তবে তা তখনই মন থেকে দূর করে ফেলবে। কারণ, হিংসা করা পাপ। মনে মনে হিংসা পোষণ করলে, একদিন তা বড় অপরাধ করতে উৎসাহিত করবে। তাই আমরা সবাই হিংসা করা থেকে সবসময় দূরে থাকব।

মনে রেখ

তোমরা যখন কোনো অন্যায় কর (যেমন মিথ্যা কথা বলা, চুরি করা, শ্রেণীর পড়া না করা, নকল করে বা বই দেখে লেখা, ছোট ভাইবোনদের সঙ্গে মারামারি করা ইত্যাদি) তখন নিশ্চয় তোমাদের অন্তরে একজন বলে দেয়, ‘এ কাজ করো না; এ কাজ অন্যায়।’ এটা কে বলে জান? বিবেক। বিবেক হচ্ছে ঈশ্বরের দেয়া যুক্তিবোধ বা বিচার করার শক্তি। ঈশ্বর বিবেকের সাহায্যে তাঁর নির্দেশ আমাদের জানান। তাই বিবেক হল আমাদের জীবনে শ্রেষ্ঠ বিচারক ও প্রকৃত চালক। তা আমাদের জীবনযাত্রার সাথী ও পরামর্শদাতা। যোসেফের ভাইদের বিবেকও কি তাদের ছোট ভাইটির প্রতি অন্যায় করতে বাঁধা দেয়নি? নিশ্চয় দিয়েছিল। কিন্তু তারা তো বিবেকের পরামর্শ শুনল না। তাই তারা প্রথমে তাঁকে অন্ধকূপে ফেলে দিল। আবার উঠিয়ে ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করল। তবে দেখ তো ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের এ কত বড় জঘন্য অপরাধ। তা-ই নয় কি?

আমাদের জন্য শিক্ষা

কেউ যদি বিবেকের নির্দেশ অনুসারে না চলে, সে সহজেই অন্যায় করে। মনে রাখবে, আমরা যাই করি না কেন, বিবেক তার সাক্ষী। প্রকৃত বন্ধুর মতো, সে আমাদের ভুল ধরিয়ে দেয়। দোষ বা কোনো খারাপ কাজ করার ইচ্ছা

থাকলে, সে আমাদের আগেই সাবধান করে দেয়। দোষ লুকাবার চেষ্টা করলে বিবেক আমাদের বলে দেয় : “একদিন লুকান দোষ প্রকাশ পাবেই।” এ শিক্ষা মনে রেখে চললে আমরা জীবনে যে কোন অন্যায় কাজ করা থেকে রক্ষা পাব।

মনে রাখবে

“ঈশ্বর ঘৃণা করেন নির্দোষের রক্তপাতকারীর হস্ত, আর অন্যায় ষড়যন্ত্রকারীর হৃদয়।”

মুখস্থ কর

“যারা অনিষ্ট কল্পনা করে, তারা কি ভ্রান্ত হয় না? কিন্তু যারা ভালো কল্পনা করে, তারা দয়া ও সত্য পায়।”

(হিতোপদেশ ১৪৪২২ পদ)।

ধূমপান ও মাদকাসক্তি

“আর সদাপ্রভু ঈশ্বর মাটির ধূলিতে আদমকে (মানুষকে) তৈরি করলেন এবং তার নাকে ফুঁ দিয়ে প্রাণবায়ু প্রবেশ করালেন। তা হতে মানুষ সজীব প্রাণী হল।” (আদি ২ঃ৭)

আমরা প্রথম অধ্যায়েও এ বিষয়ে জেনেছি যে ঈশ্বর আমাদেরকে অনেক ভালোবাসা ও যত্ন দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ আমাদের দেহ ও মনপ্রাণ সব কিছুই ঈশ্বরের সৃষ্টি। আর ঈশ্বর তো সব কিছু পবিত্র করে সৃষ্টি করেন। আর ঈশ্বর যা পবিত্র করেছেন, আমরা তা অপবিত্র করতে পারি না। আমাদের সে অধিকার নেই। কিন্তু বর্তমান জগতে মানুষ ভুলে যেতে বসেছে যে, সে কোথেকে এসেছে? কে তাকে সৃষ্টি করেছে? কত পবিত্র সে! ফলে তাদের মধ্যে জগতের অস্থিরতা, সমস্যা ও হতাশা খুব সহজেই প্রভাব বিস্তার করে। এভাবে বিশেষ করে যুবক-যুবতীরা শারীরিক ও মানসিকভাবে আক্রান্ত হয় বেশি। তাদের মনে শান্তি থাকে না। তখন তারা শান্তি আনন্দের জন্য ভুল পথে পা বাড়ায়। অনেক খারাপ অভ্যাস গড়ে তোলে। এগুলোর মধ্যে ধূমপান ও মাদকাসক্তি সবচেয়ে মারাত্মক ও ক্ষতিকর অভ্যাস। এ অভ্যাস মানুষের সৃষ্ট পবিত্র দেহমনকে অপবিত্র করে ফেলে। ক্রমশ ধ্বংসের দিকে ঠেলে নিয়ে যায়। অনেকের হাতে টাকা পয়সা বেশি থাকে বলে এরকম অভ্যাসের পিছনে তা খরচ করে। অনেকে বন্ধু-বান্ধবের প্ররোচণায় এ অভ্যাসের দাস হয়। অনেকে, আবার বাবা মার কারণে বা জীবনের প্রতিযোগিতায় ব্যর্থতার কারণে এ অভ্যাসের মধ্যে মিথ্যা শান্তি বা আনন্দ খুঁজে বেড়ায় কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক ধূমপান বা মাদকাসক্তি আমাদের জীবনে কোন ভালো ফল দিতে পারে না। জীবনকে উল্টো ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়।

তাই সর্বদা মনে রেখ। আমাদের দেহমন ঈশ্বর পবিত্র করে অনেক ভালোবেসে সৃষ্টি করেছেন। কোন খারাপ অভ্যাস বা মাদকাসক্তির কারণে তার কোনো ক্ষতি করার অধিকার আমাদের নেই। তা ঈশ্বরের চোখে পাপ বলে গণ্য হবে। সাধু পৌল বলেছেন “তোমরা কী একথা জানো না যে, তোমাদের দেহ হল তোমাদের অন্তর নিবাসী সেই পবিত্র আত্মার মন্দির, যাঁদের তোমরা পেয়েছো পরমেশ্বরের কাছ থেকে। তোমরা তো নিজেদের মালিক নও।” (১ম, করি ৩ঃ১৬-১৭)

“আগে তোমাদের সেই অজ্ঞতার দিনে, তোমরা যে সব কামনা-বাসনা অন্তরে পোষণ করতে, তা তো তার প্রভাবে তোমরা আর নিজেদের গড়ে উঠতে দিয়ো না। বরং যিনি তোমাদের আহ্বান করেছেন, তিনি নিজে যেমন পবিত্র, তোমরাও তেমনি তোমাদের সব আচার-আচরণে পবিত্র হয়ে উঠ।” (১ পিতর ১ঃ১৪-১৫)

“মাতাল হয়ো না, কারণ মানুষ যে এতে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়ে; বরং পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় উদ্দীপ্ত হোক তোমাদের মনপ্রাণ।” (ইফিসীয় ৫ঃ১৮)

“আর তুমি যৌবনকালে আপন সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ কর, কারণ দুঃসময় এসে গেছে, এবং সেই বছরগুলো কাছে এসে পড়েছে, যখন তুমি বলবে, এতে আমার আনন্দ নাই।” (উপদেশক ১ঃ২৪১)

‘দ্রাক্ষারস (মদ) নিন্দুক; সুরা কলহকারিণী; যে তাতে ভ্রান্ত হয়, সে জ্ঞানবান নয়।’ (হিতোপদেশ ২০৪১)

‘দ্রাক্ষারসের (মদের) প্রতি দৃষ্টি দিও না, যদিও তা রক্তবর্ণ মহিত তা পাত্রে চক্‌মক্‌ করে, যদিও তা সহজে গলায় নেমে যায়; অবশেষে তা সাপের মতো কামড়ায়, বিষধরের মতো দংশন করে।’ (হিতোপদেশ ২৩৪৩১-৩২)

‘সুতরাং তোমাদের মধ্যে যা কিছু নিতান্তই মর্ত্যলোকের, তা উচ্ছেদ কর, উচ্ছেদ করে ফেল ব্যভিচার, অশুচিতা, দেহলালসা, অসৎ কামনা আর লোলুপতা যা পৌত্তলিকতারই নামান্তর। ঐ সমস্ত পাপের জন্যই তো নেমে আসে পরমেশ্বরের ক্রোধ।’

মাদকাসক্তি থেকে মুক্তি পেয়ে রোমের এক যুবক ফাঃ পিয়েরিনো জেলমিনিকে, যিনি তাকে উদ্ধার করেছিলেন, তাকে লিখেছিলেন, ‘আমি আমার চারিদিকে কত না দুঃখ কষ্টের বীজ বপন করেছি। একথা ভেবে আমার মনে অনুশোচনা আসে। আমি স্মরণ করি আমার পিতামাতার চিন্তাক্রিষ্ট মুখমণ্ডল। ভয় ছিল তাঁদের নিত্য সঙ্গী। তাঁরা সর্বদা একথা ভেবেছিল, আমার ছেলেটি এখন কোথায়? ছেলে কী অবস্থায় রাতে ফিরে আসবে? হে ফাদার, অনেকবার আমি নিজেকে এ প্রশ্ন করেছিলাম যে, কেন আমাকে এমন ব্যবহার করতে হবে। আমার কপালে কি একথাই লেখা ছিল যে, আমাকে মাদকাসক্ত হতে হবে। কিন্তু এখন আমার জন্য পুনরুত্থানের সময় এসে গেছে’।

ধূমপান ও মাদকাসক্তি থেকে মুক্ত থাকার উপায়গুলো

১. প্রত্যেকদিনের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সূচি মেনে চলা।

২. প্রতিদিন প্রার্থনা করা, বাইবেল পাঠ করা, মণ্ডলীর উপাসনা ও অন্যান্য কাজে অংশগ্রহণ করা।

৩. যথেষ্ট সময় পাঠ্যবই অধ্যয়নে এবং অন্যান্য ভাল বই অধ্যয়নে সময় কাটান।

৪. নিয়মিত খেলাধুলা ও ব্যায়াম করা বা শারীরিক পরিশ্রম করা।

৫. পিতামাতা ও অন্যান্য গুরুজনদের বাধ্য থাকা।

৬. অবসর সময় কুসংসর্গ ও আড্ডা ত্যাগ করে সাংস্কৃতিক কাজকর্মে বা শখের কাজে মনোনিবেশ করা। টেলিভিশনের শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানগুলো দেখা।

এ ব্যস থেকে তুমি সংযম শিখতে পার। সংযমী হও এবং বিবেচনা করতে শেখো, আর তুমি দেখবে তাতে কতই না আনন্দ।

‘যারা সুচি তারা ধন্য, কারণ তারা ঈশ্বরের দর্শন পাবে।’ (মথি ৫ঃ৮)

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. পাপ হল এক প্রকার -
 ক. উদারতা
 গ. নম্রতা
 খ. অবাধ্যতা
 ঘ. সংযম করা
২. পাপের ফলে আদম হবার সুখময় স্বর্গীয় জীবনের -
 ক. উন্নতি হয়েছে
 গ. পরাধীনতা এসেছে
 খ. পতন ঘটেছে
 ঘ. মান একই রয়েছে
৩. কয়িন হেবলকে হত্যা করে কিসের পরিচয় দিয়েছিল -
 ক. সাহসিকতার
 গ. ভালোবাসার
 খ. নিষ্ঠুরতার
 ঘ. দয়ার
৪. যোসেফকে তার ভাইয়েরা কোন দেশের ব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রি করেছিল -
 ক. মিসরের
 গ. ইস্রায়েলের
 খ. সিরিয়ার
 ঘ. ইরানের

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

সৌরভ ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র। সে খারাপ বন্ধুদের সাথে মিশে ধূমপান করতে শুরু করল। একদিন তার ধর্মশিক্ষক তা দেখতে পেয়ে ধূমপানের কুফল সম্পর্কে বললেন। এতে সৌরভের মনে হল যে, সে ধূমপান করে অন্যায় করেছে।

৫. সৌরভের মনের পরিবর্তন হওয়ার কারণ-
 ক. অন্যায় বুঝতে পারা
 গ. শিক্ষককে ভয় পাওয়া
 খ. ধূমপান ক্ষতিকর মনে করা
 ঘ. শিক্ষকের কাছ থেকে বেশি নম্বর পাওয়ার
৬. ছাত্রদের ধূমপান থেকে বিরত থাকার জন্য যা করা যায়-
 i. ধূমপানের কুফল গণ মাধ্যমে প্রচার করা
 ii. বাড়ি বাড়ি গিয়ে ছাত্রদের বুঝানো
 iii. ক্ষতির বিষয় পাঠ্যপুস্তকে সংযুক্ত করা

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. ii ও iii |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. গ্রামে কঠোর পরিশ্রম করে সংসার চালাতে না পেরে প্রদীপ পেরেরা পাঁচ ছেলেকে শহরে পাঠায়। সেখানে তারা দালান তৈরির কাজে নিযুক্ত হয়। ছোট ছেলেটি অপেক্ষাকৃত দুর্বল হওয়ায় অন্যান্য ভাইদের মতো সমান শ্রম দিতে পারতো না। বড় ভাইয়ের আপত্তি থাকা সত্ত্বেও অন্য ভাইয়েরা প্রচুর টাকার লোভে এক পাচারকারীর কাছে ছোট ভাইকে বিক্রি করে দেয়। বাড়িতে বাবাকে জানান হয় তাদের ছোট ভাই সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছে। ছোট ছেলের মৃত্যু শোকে প্রদীপ পেরেরা কান্নায় ভেজে পড়েন। বাস্তব জগতে দেখা যায় পাপ ও অন্যায় কাজ নিজের, পরিবারের, সমাজের ও দেশের অনেক অমঙ্গল ডেকে আনে।

- ক. উক্ত অনুচ্ছেদটি তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন গল্পটিকে স্মরণ করিয়ে দেয় ?
 খ. যোসেফকে হত্যার ষড়যন্ত্রে বড় ভাই রুবেন-এর আপত্তি ছিল কেন ?
 গ. ছোট ভাইটিকে বিক্রি না করে প্রদীপ পেরেরার অন্যান্য ছেলেরা কীভাবে নিজেদের পাপ থেকে রক্ষা করতে পারত ?
 ঘ. ‘বর্তমান জগতে মানুষ লোভের বশবর্তী হয়ে ব্যাপকভাবে নিজের ও অন্যের ক্ষতি সাধন করেছে’ -
 উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর।

২. সহজ, সরল, বাধ্য, বিশৃঙ্খল ও বুদ্ধিমান ছেলে অজিত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পড়া শেষ করে উচ্চশিক্ষার জন্য শহরে আসে। সে কিছু দুর্ঘটনাপূর্ণ পাল্লায় পড়ে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। দিনের পর দিন বিভিন্ন মাদকদ্রব্য গ্রহণ করতে থাকে। শারীরিক ও মানসিকভাবে মারাত্মক অসুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে আসলে মা-বাবার আশার স্বপ্ন ভেঙে যায়। ছেলের এ অবস্থা দেখে মা তীব্রভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। ছোট ভাইবোনদের দেখাশোনা বিঘ্ন ঘটে। বাবাও হয়ে পড়েন সম্পূর্ণ অসহায়। এভাবে পরিবারটি ধ্বংসের পথে চলে যেতে থাকে। কেননা ধূমপান ও মাদকাসক্তি মানব জীবনের মারাত্মক ক্ষতিকর দিক।

- ক. মাদকাসক্তি বলতে কী বুঝ ?
 খ. মাদকাসক্তি থেকে মুক্ত থাকার একটি উপায় বর্ণনা কর।
 গ. অজিত কীভাবে মাদকাসক্তি থেকে মুক্ত থাকতে পারত ?
 ঘ. ‘ধূমপান ও মাদকাসক্তি মানবজীবনের সবচেয়ে মারাত্মক ও ক্ষতিকর’-খ্রিস্টধর্মের আলোকে উক্তিটির মূল্যায়ন কর।

৩. সম্মানিত পিতার দুই ছেলে অজয় ও বিজয়। বড় ছেলে অজয় হিংসুটে বদরাগী এবং ছোট ছেলে বিজয় নম্র, শান্ত ও ঈশ্বর ভক্ত। সন্তান হিসেবে মা-বাবা দুইজনকে ভালোবাসলেও আত্মীয় স্বজন ও এলাকার সবাই ছোট ছেলেকে বেশি ভালোবাসে। তা বুঝতে পেরে বড় ভাই হিংসা করে সকলের অজান্তে ছোট ভাইকে বিভিন্নভাবে আঘাত করে থাকে। একবার এক বড়দিনে তাদের মামা উপহার দিলে ছোট ভাইয়ের উপহার সুন্দর বলে বড় ভাই রেগে গিয়ে ছোট ভাইকে কঠিন আঘাত করে। এতে ছোট ভাই জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। উক্ত ঘটনায় অজয়কে পুলিশ ধরে নিয়ে যায়। হিংসা ও প্রতিশোধ মানুষকে এভাবেই ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়।

- ক. উপরের অনুচ্ছেদটি তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন ঘটনার সাথে মিল আছে ?
 খ. কয়ন কেন তার ভাইয়ের প্রতি অন্যায় আচরণ করত ?
 গ. অজয় কীভাবে তার ছোট ভাইয়ের প্রতি ভালো ব্যবহার করতে পারত ?
 ঘ. হিংসা ও প্রতিশোধ মানুষকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়’ - বাক্যটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর।

তৃতীয় অধ্যায়

আব্রাহামের মনোনয়ন ও আহ্বান

আদি-১২ঃ১-৮ পদ

আদি ১৫ঃ৬-৯ পদ

আদি ১৭ঃ১-৮ পদ

“আমি তোমা হতে এক মহা জাতি উৎপন্ন করব এবং তোমাকে আশীর্বাদ করে তোমার নাম মহৎ করব, তাতে তুমি আশীর্বাদের আকর হবে।” (আদি ১২ঃ২ পদ)

“আহ্বান” কথার অর্থ হল ডাক। ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন এক মহান উদ্দেশ্য নিয়ে। আর তিনি সকলকেই এই পৃথিবীতে বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে তাঁর এই মহৎ উদ্দেশ্যকে পরিপূর্ণ করার জন্য ডাকেন। তাই আমাদের কর্তব্য কাজগুলোকে ঈশ্বরের আহ্বান মনে করে তা সুষ্ঠুভাবে পালন করে প্রতিনিয়ত ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দেওয়া।

আদিকালে ঈশ্বর প্রত্যক্ষভাবে তাঁর কাজ করার জন্য ভাববাদীদের আহ্বান করতেন ও তাঁদের সাথে কথা বলতেন। বাইবেল পাঠ করলেই আমরা দেখতে পাব, ঈশ্বরের সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ যখনই ঈশ্বরকে ভুলে গিয়ে পাপে পতিত হল, তখনই তিনি মানুষকে উদ্ধার করার জন্য বিভিন্ন ভাববাদীদের মনোনীত করলেন।

আজ আমরা আব্রাহাম বা আব্রাহামকে কেন ঈশ্বর ডাকলেন তা জানব। আব্রাহামের নাম ছিল আব্রাম বা অব্রাম—এর অর্থ মহাপিতা। কিন্তু পরে ঈশ্বর আব্রামকে বহু জাতির পিতা মনোনীত করলেন আর তাঁর নাম দিলেন আব্রাহাম, যার অর্থ হল বহু জাতির পিতা। (আদি ৩৭ঃ৫ পদ)

একদিন ঈশ্বর আব্রাহামকে বললেন, “তুমি তোমার দেশ, আত্মীয়স্বজন ও বাবার বাড়ি ছেড়ে আমি তোমাকে যে দেশ দেখাব সে দেশে যাও। আমি তোমা হতে এক মহা জাতি উৎপন্ন করব। তোমাকে আশীর্বাদ করে মহৎ করব। তোমার মধ্য দিয়ে সকল জাতি আমার আশীর্বাদ লাভ করবে। ঈশ্বরের কথা মতো আব্রাহাম তাঁর আত্মীয়স্বজন নিয়ে ঈশ্বরের নির্দেশিত কনান দেশে গেলেন। সেখানে তিনি ঈশ্বরের নির্দেশে যজ্ঞবেদী নির্মাণ করলেন।”

এই ঘটনার অনেক দিন পর ঈশ্বর আব্রাহামকে আবার দেখা দিয়ে বললেন, “ভয় কর না, আমিই তোমার ঢাল ও তোমার পুরস্কার।” আব্রাহাম উত্তর দিলেন, “হে প্রভু, তুমি আমাকে কি দিবে? আমি তো নিঃসন্তান। এর উত্তরে ঈশ্বর আব্রাহামকে একটি পুত্র সন্তান দানের প্রতিশ্রুতি দিলেন। আর ঈশ্বর আব্রাহামকে আকাশের তারা দেখিয়ে বললেন, “তোমার বংশধরদের সংখ্যা আকাশের তারার মতো অসংখ্য হবে।” তখন তিনি নম্রতার সঙ্গে ঈশ্বরের কথায় বিশ্বাস করলেন।

ঈশ্বর আব্রাহামের নিকট যা প্রতিজ্ঞা করলেন তা তিনি রক্ষা করলেন। আব্রাহামের নিরানব্বই বৎসর বয়সে ঈশ্বর তাঁকে বললেন, “আমি তোমার সঙ্গে একটি সন্ধি স্থাপন করছি। তুমি বহু জাতির পিতা হবে। তোমার নাম আব্রাম (মহাপিতা) আর থাকবে না কিন্তু তোমার নাম আব্রাহাম (বহু জাতির পিতা) হবে। এক বৎসর পর আব্রাহাম বৃদ্ধ বয়সে এক পুত্র সন্তান লাভ করলেন তিনি তার নাম রাখলেন ইসহাক।”

চিন্তা কর

আমরা আব্রাহামের গল্প থেকে কি শিক্ষা পেলাম? বাধ্যতা, নম্রতা ও ঈশ্বরের বিশ্বাস—প্রধানত এই তিনটি গুণের কথা জানলাম। হ্যাঁ, আব্রাহাম তো সারা জীবনই নম্রতার সঙ্গে ঈশ্বরের আদেশ পালন করলেন। আর ঈশ্বর আব্রাহামকে প্রচুরভাবে তাঁর আশীর্বাদ দান করেছেন আর তাঁকে কথামতো বহু জাতির পিতা করেছেন।

নম্রতার সঙ্গে ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতা আর বিশ্বাসের জন্যই আজ বাইবেলে তাঁর কথা লেখা হয়েছে। শাস্ত্রে বলে, “বাধ্য মানুষ জয় লাভের কথা ঘোষণা করে।” এর আসল অর্থ হল : সে প্রত্যেক কাজে কৃতকার্য হয়। তেমনি আব্রাহামও ঈশ্বরের বাধ্য হয়েছিলেন বলেই ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন। আর ঈশ্বরের কথা বিশ্বাস করেছিলেন বলেই এত বৃদ্ধ বয়সেও পুত্র সন্তান লাভ করেছিলেন। তাঁর এই পুত্র সন্তানের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর আব্রাহামের বংশবৃদ্ধি করেছিলেন।

আরও শোন

এক বীর সেনাপতি ছিলেন (আর্জেসিলস)। তিনি পারস্য ও অন্যান্য দেশের সাথে যুদ্ধ করে প্রতিটি যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করেছিলেন। একদিন শত্রুদের প্রায় হটিয়ে দিয়েছেন। এমন সময় দেশের শাসনকর্তা সেনাপতিকে যুদ্ধ বন্ধ করতে বললেন এবং বন্দীদের ছেড়ে দিতে বললেন। সেনাপতি এ সম্মুখে বলেছেন, “যুদ্ধে জয়ী হওয়ার চেয়ে বাধ্যতাই হল সেনাপতির সবচেয়ে বড় কর্তব্য।”

আব্রাহামের মতো ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেককেই আহ্বান করেন। নম্রতার সঙ্গে আমরা যদি ঈশ্বরের বাধ্য হয়ে ও বিশ্বাস রেখে সঠিকভাবে তাঁর ডাকে সাড়া দেই, তাহলে তিনি আমাদের প্রত্যেককেই তাঁর আশীর্বাদ দান করেন। ঈশ্বরের নির্দেশের বাধ্য থাকা ও তাঁর উপর বিশ্বাস রাখা প্রত্যেক খ্রিস্ট বিশ্বাসীরই প্রধান কর্তব্য। সে সম্পর্কে আরও একটি গল্প বলছি শোন :

ব্রাজিলের ফুটবল খেলোয়াড় পেলের কথা তোমরা নিশ্চয়ই জান? তিনি খুব গরিব পরিবারে জন্ম নিয়েছিলেন। ছোট বেলায় পেলের এমন দিনও গিয়েছে যে, তাঁর দিনে একবারও খাবার জোটেনি। ছোট বেলায়ই পেলের ইচ্ছা হল তিনি জীবনে একজন নামকরা খেলোয়াড় হবেন। খুব ছোট বয়সেই তিনি চট দিয়ে বল তৈরি করে বল খেলেছেন। বাবার অনুপ্রেরণা ও ব্রাজিলের সেরা খেলোয়াড় বিদ্রোহ প্রশিক্ষণের ফলে ও নিজের চেষ্টায় পেলের আজ বিশ্বের বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় হিসেবে পরিচিত। অনেকে বলেন, এ পৃথিবীতে দ্বিতীয় পেলের হবে না। পেলের বলেছেন, “সাফল্যের জন্য প্রয়োজন অনুশীলন এবং কঠোর পরিশ্রম আর নিজের কাজের প্রতি ভালোবাসা।” ঈশ্বর পেলেরকে নিশ্চয়ই এই খেলার কাজেই আহ্বান করেছিলেন। আর পেলেরও ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য গরিব হয়েও চেষ্টা ও অনুশীলনের মাধ্যমে আজ পৃথিবীর বিখ্যাত সেরা খেলোয়াড় হতে পেরেছেন। পেলের মনে প্রথম কে সাড়া জুগিয়েছিলেন, জান? ঈশ্বর।

মনে রেখ

আব্রাহাম ঈশ্বরের বাধ্য হয়েছিলেন এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস রেখেছিলেন বলেই তাঁকে বহু জাতির পিতা নির্বাচিত করেছিলেন।

নির্দেশনা

ঈশ্বরের আহ্বান শুনতে হলে অন্তত সকালে ও সন্ধ্যায় সমবেত প্রার্থনা করবে। পবিত্র বাইবেল পড়বে এবং ধ্যান করবে। কবি গোলাম মোস্তফা কবিতার মতো ঈশ্বরের কাছে মিনতি জানাবে :

“যেপথে তোমার চির অভিলাষ—

যে পথে ভ্রান্তি চির পরিতাপ,

হে মহাচাল, মোদের কখনও

করোনা সে পথগামী।”

(মুখস্থ কর : হিতো ৭ঃ২-৩)

আমরা প্রত্যেকে ঈশ্বরের মনোনীত জন

আদি-১৫ অধ্যায়

১ম করিন্থীয় ১২ঃ১-১১ পদ এবং ২৭-২৮ পদ

যোহন ১৫ঃ১-১৭ পদ।

আমরা জানি ঈশ্বর বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাববাদীকে মনোনয়ন বা আহ্বান করেছেন এবং তাঁদের উপর বিশেষ দায়িত্ব দিয়েছেন। আমরা দেখেছি পবিত্র বাইবেলে আব্রাহামও তেমনি একজন ভাববাদী বা প্রবক্তা ছিলেন। তিনি ঈশ্বরের নির্দেশ মতো তাঁর বাণী প্রচার ও কল্যাণকর কাজ করেছেন। ঈশ্বরের আদেশসমূহ তিনি সব সময় মেনে চলেছেন। তাই ঈশ্বর তাঁকে ও তাঁর বংশধরদের প্রচুর আশীর্বাদ করেছেন।

এই মহান ভাববাদীকে ঈশ্বর আহ্বান করে বলেছেন, “তোমার ঈশ্বর সদা প্রভু যেমন তোমার কাছে অজ্ঞীকার করেছেন তেমনি তোমাকে আশীর্বাদ করবেন আর তুমি অনেক জাতিকে ঋণ দেবে (দয়া করবে) কিন্তু আপনি ঋণ নেবে না এবং অনেক জাতির উপর কর্তৃত্ব করবে।”

“যদি তোমার নিকটস্থ কোনো ভ্রাতা দরিদ্র হয়, তবে তুমি আপন হৃদয় কঠিন করো না বা দরিদ্র ভ্রাতার প্রতি আপন হস্ত রুদ্ধ করো না কিন্তু তার প্রতি মুক্ত হস্ত হয়ে প্রয়োজন অনুসারে তাকে অবশ্যই ঋণ দিও। (দয়া দেখাইও)। অতএব, আমি তোমাকে এই আজ্ঞা দিতেছি, তুমি আপন দেশে তোমার ভ্রাতার প্রতি, তোমার দুঃখী ও দীনহীনের প্রতি তোমার হাত অবশ্যই খুলে রাখবে।” (দ্বিতীয় বিবরণ-১৫ঃ১-১১) এভাবেই ঈশ্বর দায়ুদ, শমুয়েল, ইসাইয়া, যিরমিয়, এলিয়, মোশী প্রমুখ ভাববাদীকে মনোনীত করেছিলেন, তাঁর নির্দেশ প্রচার ও জনগণের কল্যাণ করার জন্য।

আমরা জানি প্রতিটি খ্রিস্টান ভাইবোনও ঈশ্বরের মনোনীত ব্যক্তি। খ্রিস্ট মণ্ডলী তাঁর মনোনীত খ্রিস্টীয় সমাজ। ঈশ্বরের বাণী প্রচার এবং জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল দীন দুঃখী মানুষের প্রতি দয়া করা এবং দেশের জন্যও কল্যাণকর কাজ করা প্রতিটি খ্রিস্টানের নৈতিক ও পবিত্র কর্তব্য। এতে আমাদের অনেক দুঃখ-কষ্ট পেতে হবে। অনেক ত্যাগ স্বীকারও করতে হবে; তবু আমাদের পিছপা হলে চলবে না। তোমরা তো মোশীর লোহিত সাগর পার হওয়া, নোহের মহাপ্লাবন, আব্রাহামের মহাপরীক্ষার কথাও জান, তাই নয় কি? তাঁদের জীবনেও কত দুঃখ কষ্ট এসেছিল—ভেবে দেখ দেখি।

যীশু ১২ জন শিষ্যকে নিয়ে প্রথম

মণ্ডলী স্থাপন করলেন

যীশু প্রথম তাঁর ১২ জন শিষ্যকে নিয়ে প্রথম মণ্ডলী স্থাপন করেন, পরে অনেকেই তাদের সঙ্গে যোগ দেন। তাঁদের আদেশ করে বললেন, ‘যাও, সমস্ত জগতে ছড়িয়ে পড় এবং আমার বাণী প্রচার কর এবং মানুষের সেবা কর। যারা বিশ্বাস করবে তারা জীবন পাবে। পিতর ছিলেন তাঁদের প্রধান নেতা অর্থাৎ প্রথম পোপ। এভাবেই মণ্ডলী খ্রিস্টেরই নিগূঢ় দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হয়ে উঠল। অর্থাৎ প্রতিটি খ্রিস্ট বিশ্বাসী মানুষ খ্রিস্টের অদৃশ্য ও ঐশ্বরিক দেহেরই পুণ্যময় ও শক্তিশালী অংশ হয়ে উঠল। তাঁরা সমস্ত বিশ্বের বাণী প্রচার ও মানুষের জন্য আশীর্বাদিত সন্তান ও তাঁর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে উঠেছিল। হস্তার্পণ সাক্রামেন্ট দ্বারা আমরা খ্রিস্টের দৃশ্যমান সৈনিক হয়েছি এবং খ্রিস্টের বিভিন্ন গুণ ও কাজের দায়িত্ব আমাদের উপর দেয়া হয়েছে।

পবিত্র বাইবেলে এরূপ বলা হয়েছে, “তোমরা তো আমাকে বেছে নাওনি কিন্তু আমিই তোমাদের বেছে নিয়ে কাজে লাগিয়েছি, যাতে তোমাদের জীবনে ফল ধরে, আর তোমাদের সেই ফল যেন টিকে থাকে। তাহলে আমার পিতার কাছে যা কিছু চাইবে তা তিনি তোমাদের দেবেন। এই আদেশ আমি তোমাদের দিচ্ছি যে, তোমরা একে অন্যকে ভালোবাস।” (যোহন ১৫ঃ১৬-১৭ পদ)

ঈশ্বর প্রতিটি মনোনীত ব্যক্তিকে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষমতা দিয়েছেন

আমরা দেখি খ্রিস্ট মন্ডলীতে সবাই এক রকম কাজ করে না। ঈশ্বর বিভিন্ন জনকে তো বিভিন্ন রকম ক্ষমতা দিয়ে পাঠিয়েছেন, যেন এই বিভিন্ন কর্মক্ষমতার গুণ দ্বারা মানুষ সমাজ এবং দেশকে সুন্দর ও সমৃদ্ধ করতে পারে। তাই দেখ, কেউ হয়েছেন ধর্মযাজক, কেউ হয়েছেন শিক্ষক, কেউ লেখক, কেউ উকিল, কেউ সৈনিক, কেউবা সাধারণ কৃষক। আর বিভিন্ন কর্মক্ষমতা কিন্তু পবিত্র আত্মারই দান।

এই পবিত্র আত্মার দান ভিন্ন ভিন্ন রকমের। আমরা ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে একই প্রভুর সেবা করি। একই ঈশ্বর ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে কাজ করে থাকেন। সকলের মজ্ঞালের জন্যই এক এক মানুষের মধ্যে এক এক রকম করে পবিত্র আত্মা প্রকাশিত হয়। একজনকে সেই পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে জ্ঞানের কথা বলতে দেওয়া হয়। কাউকে বিশ্বাস, কাউকে রোগ ভালো করার ক্ষমতা, কাউকে আশ্চর্য কাজ করার ক্ষমতা, কাউকে প্রবক্তা হিসেবে ঈশ্বরের বাণী প্রচার করার ক্ষমতা, কাউকে বিভিন্ন ভাষায় কথা বলার ক্ষমতা, কাউকে বিভিন্ন ভাষার অর্থ বুঝিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এই সমস্ত কাজ কিন্তু সেই একই পবিত্র আত্মা করে থাকেন। তিনি যেভাবে ইচ্ছা করেন সেভাবেই এসব দান প্রত্যেককে আলাদা আলাদা দিয়ে থাকেন। (১ম করিন্থিয় ১২ঃ১-১১ পদ)

এ বিশেষ গুণগুলোই কিন্তু আমাদের জীবনের আহ্বান বা ঈশ্বরের ডাক বা মনোনয়ন।

চিন্তা কর

এবার তোমরা কিছুক্ষণ নীরব থাক, আর ভেবে দেখ তো ঈশ্বর তোমাকে কি কাজের জন্য ডাকছেন। তারপর তুমি জীবনে যা হতে চাও তা খাতায় লেখ।

এসো প্রার্থনা করি

হে করুণাময় পিতা ঈশ্বর, তুমি আমাকে অনুগ্রহ দান কর, যেন আমিও যে তোমার একজন মনোনীত মানুষ সে বিষয়ে ভালো করে বুঝতে পারি। আশীর্বাদ কর যেন আমি আমার জীবন দিয়ে তোমার গৌরব এবং সকল মানুষ ও দেশের কল্যাণ করতে পারি। তুমি আমার সর্ব চিন্তায় ও সর্ব কাজে সহায় হও। আমেন ॥

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. আব্রাহাম শব্দের অর্থ হলো-

ক. পিতা	খ. মহাপিতা
গ. বহুজাতির পিতা	ঘ. একটি জাতির পিতা
২. জীবন গঠনের জন্য কয়টি জিনিসের প্রয়োজন ?

ক. একটি	খ. তিনটি
গ. পাঁচটি	ঘ. সাতটি
৩. প্ররোচনা মানুষকে কোন পথে নিয়ে যায় ?

ক. ভালোপথে	খ. বিপথে
গ. ধ্বংসের পথে	ঘ. কষ্টের পথে

২. মি. রবিন সাত বছর বিদেশে থাকার পর নিজ গ্রাম শিমুলিয়ায় এসে বসবাস শুরু করেন। সেখানে তিনি দেখতে পেলেন তার গ্রাম সবদিক দিয়ে অবহেলায় পড়ে আছে। তাই তিনি গ্রামের ১২ জন উৎসাহী, সচ্চরিত্র ও জ্ঞানী যুবকদের নিয়ে একটি 'সেবক সংঘ' গঠন করেন। এ সেবক সংঘ গ্রামের অসহায়, দুর্বল, দরিদ্র ও বৃদ্ধ মানুষের সেবা করে থাকে। সেবক সংঘের বিভিন্ন কাজে গ্রামবাসীদের অনেকেই এগিয়ে আসে। কারণ তারা জানে ঈশ্বরের আশীর্বাদ পেতে হলে মানুষেরও সেবা করতে হবে।

ক. যীশুখ্রিস্ট কয় জন শিষ্য নিয়ে প্রথম মণ্ডলী স্থাপন করেন ?

খ. যীশুখ্রিস্ট কেন মণ্ডলী স্থাপন করেন ?

গ. শিমুলিয়া গ্রামের 'সেবক সংঘের' আলোকে তুমি কীভাবে তোমার এলাকার উন্নয়নমূলক কাজে সাহায্য সহযোগিতা করবে ?

ঘ. শুধু প্রার্থনা নয়, মানুষকে সেবা করেও ঈশ্বরের আশীর্বাদ পাওয়া যায়'- এর যথার্থতা মূল্যায়ন কর।

চতুর্থ অধ্যায়

শমুয়েল

প্রবক্তা বা ভাববাদী শমুয়েলের কথা তোমরা আগের শ্রেণীতে হয়ত কিছু জেনে থাকবে। পুরাতন নিয়মের ঈশ্বরের লোকদের মধ্যে শমুয়েল ছিলেন অন্যতম। তাই তার নামে পুরাতন নিয়মে দুটি পুস্তক রয়েছে। ঈশ্বর তাকে খুব আশ্চর্যভাবে তাঁর কাজের জন্য ডেকেছিলেন। অনেক আদরের একমাত্র সন্তান ছিলেন শমুয়েল। তার মা ঈশ্বরের কাছে চেয়ে তাকে পেয়েছিলেন এবং এ জন্যই তার নাম রেখেছিলেন ‘শমুয়েল’ অর্থাৎ ‘চেয়ে পাওয়া’। তাই তিনি শমুয়েলকে ঈশ্বরের সেবার জন্যই উৎসর্গ করেছিলেন।

ভাবতে পার কি এমন উৎসর্গের কথা? তোমরাও বাবা মার কত আদরের ছেলেমেয়ে, তাই না? কিন্তু তোমাদের বাবা মা কি পারবেন তোমাদের এমন করে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে দূরে রাখতে? হ্যাঁ, খুব কঠিন কাজ। শমুয়েলের মা তাই করলেন। কারণ শমুয়েলকে তিনি ঈশ্বরের দয়াতে পেয়েছেন। তাই তাঁকে ঈশ্বরের সেবার কাজে দিয়ে ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। ঈশ্বরও শমুয়েলকে তাঁর মনের মতো এক জন প্রবক্তা (ভাববাদী) করে তৈরি করলেন। ঈশ্বরের কাছে সমর্পিত হলে, তিনি আমাদেরকেও তাঁর কাজে এমনি ব্যবহার করবেন।

এসো, শমুয়েলের বিষয়ে জানার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জীবনে ঈশ্বরের আহ্বান অনুভব করি। “উদরের মধ্যে তোমাকে গঠন করার পূর্বে আমি তোমাকে জানতাম, তুমি গর্ভ হতে বার হয়ে আসার পূর্বে তোমাকে পবিত্র করেছিলাম, আমি তোমাকে জাতিগণের মাঝে ভাববাদী করে নিযুক্ত করেছি।” —(যিরমিয় ১ঃ৫)

শমুয়েলের জন্ম

(১ শমুয়েল ১ঃ১–২ঃ১ পদ)

ইফ্রায়িম প্রদেশের একটি পাহাড়ী গ্রামে ইলকানা নামে একজন লোক ছিলেন। তার দুই স্ত্রী। একজনের নাম হান্না ও অন্যজনের নাম পনিন্না। হান্নার কোন সন্তান ছিল না। প্রত্যেক বছর তারা শীলোতে ঈশ্বরের মন্দিরে গিয়ে প্রার্থনা ও বলি উৎসর্গ করত। ইলকানা তার স্ত্রী হান্নাকে বলি উৎসর্গের দুই অংশ দিতেন। এতে হান্নার যে সন্তান নেই, তা স্মরণ করে, তিনি দুঃখ পেতেন। অবশ্য তার স্বামী তাকে এজন্য সহানুভূতি জানাতেন।

একবার হান্না দুঃখ সহ্য করতে পারলেন না। ঈশ্বরের বেদির সামনে কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করলেন। তিনি ঈশ্বরকে বললেন, প্রভু তুমি আমার দিকে চোখ তুলে চাও। আমাকে একটি পুত্র সন্তান দাও। আমি তাকে তোমার উদ্দেশ্যে মন্দিরের কাছে দান করব। তার মাথার চুল কোনো দিন কাটব না। হান্না এরকম প্রার্থনা অনেক ধরে করলেন। মন্দিরের পুরোহিত এলি ভাবলেন, এতক্ষণ ধরে অস্পষ্ট স্বরে কি প্রার্থনা করছে? নিশ্চয় সে বেশি মাতাল হয়েছে। কিন্তু হান্না তার মনের দুঃখ ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনায় তুলে ধরছেন, একথা জেনে, এলি তাকে আশীর্বাদ করে বিদায় করলেন।

তারপর একদিন হান্না ঈশ্বরের অনুগ্রহে গর্ভবতী হলেন। তার এক পুত্র সন্তান জন্ম নিল। তার নাম রাখা হল শমুয়েল (চেয়ে পাওয়া)। ঈশ্বর তাদের পুত্র সন্তান দ্বারা আশীর্বাদ করেছেন। তাই ইলকানা ও তার পরিবার ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বলিদান ও মানত নিবেদন করলেন। হান্নাও শমুয়েলকে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে দান করলেন।



হান্নার কোলে ঈশ্বরের দান শমুয়েল

তাহলে দেখেছ, হান্নার প্রার্থনার উত্তর ঈশ্বর কীভাবে দিলেন? এ জগতে আমাদের অনেক কিছু আছে। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা না হলে সবকিছু দিয়েও মনের তৃপ্তি হয় না। তাই মনের দুঃখ আনন্দ সবকিছু ঈশ্বরের কাছে নিয়ে আসতে হয়। প্রার্থনায় আমরা তাই করি। ঈশ্বরও চান মানুষের দুঃখের সুখের অংশীদার হতে। তিনি ইচ্ছা করলে, মানুষের প্রার্থনা পূর্ণ করতে পারেন।

যীশু বলেছেন, “পিতার কাছে আমার নামে তোমরা যা কিছু চাইবে, তিনি তাই তোমাদের দেবেন।” (যোহন ১৫ঃ১৬ পদ)। আমরা ঈশ্বরের কাছে যীশুর নামে প্রার্থনা করি। এতে বুঝায় যীশু আমাদের পক্ষে মধ্যস্থতা করেন। ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে তিনিই পথ।

একজন পুরোহিত বলেছেন, “জীবনের যে কোনো পরিস্থিতিতে প্রার্থনা কর। যদিও তোমার প্রার্থনা গ্রাহ্য না হয়, তবুও প্রার্থনা কর। তবে তুমি বুঝতে পারবে যে, প্রত্যেক জিনিসের জন্য একটি কারণ আছে, আর তুমি সবকিছুর জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাবে।”

হান্নার প্রার্থনায় আন্তরিকতা ছিল, শক্তি ছিল, তাই তার উত্তর সে পেয়েছে। তুমি কীভাবে প্রার্থনা কর? মনে রেখ, অন্তর মন দিয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলে, তিনি তা শোনেন। ঈশ্বরের অগোচরে এ জগতে বা তোমার জীবনে কিছুই ঘটে না।

হান্না শমুয়েলকে উৎসর্গ করলেন

(১ শমুয়েল ১ঃ২২-২৮ ও ২ঃ১-৬)

‘আমার অন্তকরণ সदा প্রভূতে উল্লাসিত
আমার শৃঙ্গ সदा প্রভূতে উন্নত হলো,
শত্রুগণের কাছে আমার মুখ বিকশিত হলো
কারণ তোমার পরিত্রাণে আমি আনন্দিত।’

তোমরা কি জান, উপরের এ কথাগুলো কী? এগুলো শমুয়েলের মা হান্নার প্রশংসা গানের প্রথম অংশ। শমুয়েলের বাবা ইলকানা ও তার পরিবার ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে মানত পূর্ণ করে এলেন। কিন্তু শমুয়েলের মা হান্না সে সজ্ঞে যাননি। কারণ তার ছিল আরো বড় মানত, বড় উৎসর্গ। তাই সে অপেক্ষা করল। যখন শিশু শমুয়েল মায়ের দুধ খাওয়া ছেড়ে দিল, তখন হান্না তার দেয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী শমুয়েলকে শীলোতে মন্দিরে নিয়ে গেলেন। সজ্ঞে নিলেন তিনটি মহিষ, এক বোতল সুগন্ধী এবং এক কুপা দ্রাক্ষারস। মহিষ বলিদান করে তারা শমুয়েলকে পুরোহিত এলির কাছে নিয়ে এলেন। এলিকে হান্না নিজের পরিচয় দিয়ে পূর্বের প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। বলেন, আমি সেই স্ত্রীলোক ঈশ্বরের কাছে একটি সন্তান চেয়ে প্রার্থনা করেছিলাম। বলেছিলাম তিনি যে সন্তান দেবেন, তাঁর উদ্দেশ্যে তাকে উৎসর্গ করব। তিনি আমার আশা পূর্ণ করেছেন, শমুয়েলকে দিয়েছেন। এখন আমি আমার প্রতিশ্রুতি পালন করতে এসেছি। এ সন্তান সদাপ্রভুকে দিলাম। চির জীবনের জন্য এ সন্তান সদাপ্রভুরই থাকবে।

অতঃপর হান্না ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতায় প্রণাম করলেন। আনন্দে তিনি ঈশ্বরের প্রশংসা গান গেয়ে উঠলেন। এ গানের মধ্য দিয়ে তিনি ঈশ্বরের ক্ষমতা, ধার্মিকতা ও দয়ার কথা বর্ণনা করেছেন।

শেষে এলির হাতে বালক শমুয়েলকে তুলে দিয়ে স্বামী ইলকানার সজ্ঞে হান্না রামার বাড়িতে ফিরে গেলেন।

তোমরা অনেক সময় প্রার্থনা সভায় বা গির্জায় হয়ত অনেককে ধন্যবাদের দান দিতে দেখেছ। ঈশ্বরের আশীর্বাদে যখন কারো কোনো আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়, সে ঈশ্বরকে বিভিন্নভাবে ধন্যবাদ দেয়। ধন্যবাদের দান তারই একটি বিশেষ পরিচয়। হান্না ঈশ্বরের আশীর্বাদের সন্তান লাভ করেই খুশি। সে চায়নি সন্তানকে নিজের জন্য ধরে রাখতে। তার মানত অনুযায়ী সে তাকে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করলেন। এটা নিশ্চয়ই খুব সহজ কাজ ছিল না। একজন মা কি করে তার একমাত্র সন্তানকে দূরে রাখতে পারে এভাবে? হান্না পেরেছে তার বিশ্বাসের শক্তিতে। ঈশ্বরের প্রতি যে বিশ্বাসে তিনি সন্তান চেয়েছিলেন। সন্তান পেয়ে সে বিশ্বাসেই তিনি ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করলেন।

এ জগতের সবকিছুই ঈশ্বরের, তাঁরই দান। আমরা এ সবার তত্ত্বাবধানের জন্য নিয়োজিত। ঈশ্বরই আমাদের নিয়োজিত করেছেন। আমরা ভুল করি, যখন কোনো কিছু আমরা ‘আমার’ বলে আঁকড়ে ধরে রাখতে চাই। সর্বদা ঈশ্বরের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। অনেক সময় আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে ভুলে যাই। প্রার্থনায় আমরা সব সময় আমার চাওয়া পাওয়াকে তুলে ধরি। কিন্তু যা পেয়েছি তার জন্য ধন্যবাদ দেই না। অথচ ঈশ্বর প্রতি মুহূর্তে, প্রতিদিন বিভিন্ন ক্ষেত্রে কত কিছুই না দান করে চলেছেন। তাঁর দান ব্যতীত, তাঁর আশীর্বাদ ব্যতীত আমাদের জীবন চলতেই পারে না। এ জন্যই সাধু পৌল বলেছেন, “আর সব সময় সব কিছুই জন্য পিতা পরমেশ্বরকে তোমরা ধন্যবাদ জানাও।”

(ইফিসীয় ৫ঃ২০)

তাহলে এসো আমরাও হান্নার মতো সর্ব অবস্থায়, আমাদের দুঃখ কষ্ট যাই থাক না কেন, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই। তাঁর চরণে কৃতজ্ঞতার দান উৎসর্গ করি। চিন্তা করে দেখ, হান্না তার একমাত্র পুত্র সন্তানকে ঈশ্বরের সেবায় মন্দিরের পুরোহিতের কাছে দিয়ে গেল। বছরে একবার পর্বের সময় এসে ছেলেকে দেখে যেত। এত বড় কৃতজ্ঞতার দান ক’জনে দিতে পারে?

এসো তাহলে ঈশ্বরের কাছে হান্নার এত বড় সমর্পণের বিষয়ে জানার পরে আমরাও নিজেদেরকে তাঁর চরণে সমর্পণ করি। আত্মসমর্পণের সুন্দর একটি প্রার্থনা আছে। প্রার্থনাটি একজন নামকরা খ্রিস্টান সন্ন্যাসীর। নাম তার ইগ্নেশিয়াস লয়োলা। প্রার্থনাটি এ রকম—

“প্রভু তুমি আমার অধিকার, আমার ইচ্ছা,
 আমার বুদ্ধি, সবকিছু নিয়ে নেও।
 আমার যা কিছু আছে, সবই তুমি আমাকে দিয়েছ।
 আমি সমস্তই তোমাকে দিচ্ছি, তোমার
 ইচ্ছামত তোমার কাছে তা ব্যবহার করো।
 আমাকে তোমার ভালোবাসা দাও।
 তোমার অনুগ্রহ দাও। তাতেই আমি ধনী হব।
 আমি আর কিছু চাই না। আমেন ॥”

শমূয়েলের দর্শন

(১ শমূয়েল ৩ অধ্যায়)

পুরোহিত এলির কাছে ঈশ্বরের গৃহে শমূয়েল বড় হতে লাগল। দিনের পর দিন সে ঈশ্বরের ও মানুষের প্রিয় হতে লাগল। এলির দুই ছেলে কিন্তু পুরোহিত হয়েও ঈশ্বরের বাধ্য হতে পারল না। তাদের স্বার্থপরতা ও ব্যবহারে লোকজন মন্দিরে আসা বন্ধ করে দিচ্ছিল।

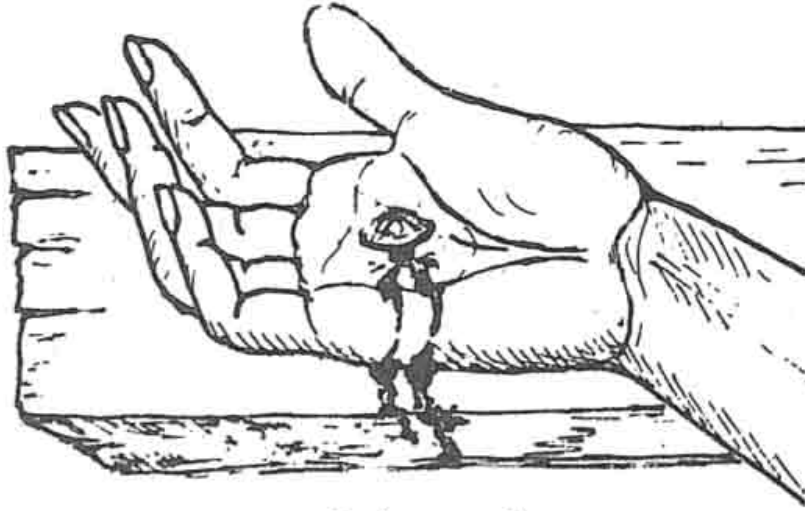
একদিন কি ঘটল, জান? এলি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। বালক শমূয়েলও মন্দিরের মধ্যে ঈশ্বরের সিন্দুকের কাছে ঘুমাচ্ছিল। এমন সময় শমূয়েলকে কে নাম ধরে ডাকছেন। শমূয়েল এলির কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, তিনি ডেকেছেন কিনা। এলি বললেন, “আমি তো ডাকিনি, তুমি ভুল শুনছ। যাও শুয়ে পড়।” শমূয়েল ফিরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। আবার “শমূয়েল, শমূয়েল” কে ডাকল। এরকম তিন বার সে এলি ডেকেছেন ভেবে ভুল করল। তখন এলি তাকে বললেন, নিশ্চয় ঈশ্বর তোমাকে ডেকেছেন। আবার ডাকলে তুমি উত্তর দেবে, “হে সদা প্রভু বলুন আপনার দাস শুনছে” শমূয়েল এবারে ডাক শুনে উত্তর দিলেন, “হে সদাপ্রভু বলুন আপনার দাস শুনছে”। ঈশ্বর তখন তাকে এলির ছেলেদের কথা বললেন। তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন সে কথা শমূয়েলকে জানালেন।

সকালে ঘুম থেকে উঠে শমূয়েল কিছুই বলল না। কিন্তু এলি যখন তাকে জিজ্ঞাসা করল, সে সব কিছু বলে দিল। এলি ঈশ্বরের সব ইচ্ছা মেনে নিলেন। কারণ তিনি তার ছেলেদের ভালোভাবেই জানতেন। শমূয়েল এভাবে ঈশ্বরের দর্শন পেলেন। ঈশ্বরের সঙ্গে তার সম্পর্ক স্থাপন হল। বালক শমূয়েল ঈশ্বরের সান্নিধ্যে বড় হতে লাগলেন। ক্রমশ সকলে জেনে গেল যে শমূয়েল সদাপ্রভুর ভাববাদী (প্রবক্তা) হবার জন্য বিশ্বাসের পাত্র হয়েছেন। পরে ঈশ্বর শমূয়েলকে আরো দর্শন দিলেন, যেন শমূয়েল তাঁর কথা লোকদের বলেন।

তোমরা কি জান যে, ঈশ্বর শমূয়েলের মতো আমাদের নামও জানেন। ঈশ্বর সব সময় আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক করতে আগ্রহী। ঈশ্বরের সঙ্গে আমরা সে সম্পর্ক করতে পারি, প্রথমত ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে। দ্বিতীয়ত ঈশ্বরের ও মানুষের সেবা করে। শমূয়েল দু’টো কাজই খুব যত্নের সঙ্গে করত।

শমূয়েলের মতো ঈশ্বরও আমাদের নাম ধরে ডাকতে পারেন। তিনি পুরোহিত, শিক্ষক, বাবা মা’র মাধ্যমেও আমাদের ডাকতে পারেন। শমূয়েল ঈশ্বরের স্বর এর পূর্বে কোনো দিন শোনে নি, তাই কয়েকবার ভুল করেছিল। কিন্তু ঈশ্বর তার অন্তর জানতেন। তাই ডেকে চললেন। যতক্ষণ সে তার স্বর

চিনতে না পারে। তোমাদের জীবনেও এমনটি হতে পারে। আমাদের কাজ তাঁর আহ্বানের জন্য প্রস্তুত থাকা। যখন আহ্বান আসে, তখন তাতে সাড়া দেয়া। শমুয়েল উত্তর করল হে সদাপ্রভু বলুন আপনার দাস শুনছে। এর মধ্যে ঈশ্বরের প্রতি তাঁর বাধ্যতা প্রকাশ পায়। ঈশ্বর এ জগতে আমাদেরকে কিছু বলতে চান। তাঁর অনেক কাজের জন্য আদেশ দিতে চান। তিনি আমাদের ভালোবাসেন ও জানেন। আমরা যদি তাঁকে ভালোবাসি ও তাঁর বাধ্য থাকি, তিনিও আমাদের দিয়ে অনেক কাজ করবেন।



খ্রিস্টের হাত নেই

মনে রেখ, শমুয়েলের মতো যে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে ঈশ্বরের হাতে সমর্পণ করেন, ঈশ্বর তাকে তাঁর কাজে ব্যবহার করেন। আহ্বান সম্পর্কে একটি সুন্দর লেখা আছে। তা হল

খ্রিস্টের হাত নেই—

আজকের জগতে কাজ করার জন্য

তাঁর একমাত্র উপায় আমাদের হাত।

খ্রিস্টের পা নেই—

তাঁর পথে মানুষকে চালিত করতে

তাঁর একমাত্র অবলম্বন আমাদের পা।

খ্রিস্টের মুখ নেই—

আজকের মানুষের কাছে নিজের কথা

জানাবার জন্য

তাঁর আছে আমাদের মুখ।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ভাববাদী শমুয়েলের মার নাম ছিল —
 ক. পনিয়া
 গ. মারিয়া
 খ. হান্না
 ঘ. ইলোরা
২. ইলকানার স্ত্রীর সংখ্যা ছিল —
 ক. একজন
 গ. তিনজন
 খ. দুইজন
 ঘ. পাঁচজন
৩. এলিয় ছিলেন মন্দিরের —
 ক. পুরোহিত
 গ. রক্ষণাবেক্ষণকারী
 খ. সেবক
 ঘ. ঈশ্বর ভক্ত

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

নিঃসন্তান হান্না দুঃখ সহ্য করতে না পেরে ঈশ্বরের বেদীর সামনে কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করলেন। প্রার্থনায় তিনি বললেন, হে প্রভু তুমি আমাকে একটি পুত্র সন্তান দাও। আমি তাকে তোমার উদ্দেশ্যে মন্দিরের কাজে দান করব। তার মাথার চুল কোনো দিন কাটব না।

৪. হান্নার দুঃখের কারণ—
 i. সহায় সম্পদ কম
 ii. ঈশ্বরের কৃপার অভাব
 iii. তাঁর কোনো সন্তান নেই

নিচের কোনটি সঠিক ?

- ক. i
 গ. iii
 খ. ii
 ঘ. i ও ii
৫. ছাত্র হিসেবে প্রভুর কাছে তোমার একটি উৎকৃষ্ট প্রার্থনা হতে পারে—
 ক. হে প্রভু, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি কর
 গ. হে প্রভু, আমার কল্যাণ কর
 খ. হে প্রভু, আমাকে শক্তি দাও
 ঘ. হে প্রভু, আমাকে সম্পদ দান কর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৬ ও ৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

রবিবার দিন সকালে যোসেফ রাস্তা দিয়ে হাটছিল। পথের মধ্যে দেখল একজন বৃদ্ধা ভারী একটি কলস তুলতে পারছে না। তখন যোসেফ বৃদ্ধাকে কলস তুলতে সাহায্য করল। বৃদ্ধা খুশি হয়ে যোসেফকে ধন্যবাদ দিল। যোসেফ বলল, আমাকে নয় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন।

৬. আমাদের উচিত ঈশ্বরকে
 ক. সব সময় ধন্যবাদ জানানো
 খ. শুধুমাত্র প্রার্থনার সময় ধন্যবাদ জানানো
 গ. বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার পরেই কেবল ধন্যবাদ জানানো
 ঘ. কেবলমাত্র আনন্দের সময় ধন্যবাদ জানানো

৭. ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়ার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় -

- ঈশ্বরের প্রতি দায়িত্ববোধ
- ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা
- ঈশ্বরকে সন্তুষ্টকরা

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|--------|----------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. iii | ঘ. i, ii ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. জেমস ও কলি এক নিঃসন্তান দম্পতি। একটি সন্তানের জন্য তারা প্রতি দিন ঈশ্বরের কাছে কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করেন। তারা নিয়মিত বাইবেল পাঠ করেন। তারা জানেন এ জগতের সবই ঈশ্বরের দান। বাইবেল পাঠের মাধ্যমে তারা শমূয়েলের উৎসর্গের কথা জানতে পারলেন। তারা প্রতিজ্ঞা করলেন তাদের সন্তান হলে সে সন্তানকে তারা মানব কল্যাণে উৎসর্গ করবেন। অনেক সাধনার পর ঈশ্বরের দান হিসেবে তারা যখন সন্তান পেলেন, সে সন্তানের নাম রাখলেন থিওডর।

- শমূয়েল কে ছিলেন ?
- শমূয়েলকে কেন উৎসর্গ করা হয়েছিল ?
- জেমস ও কলি কীভাবে থিওডরকে মানব কল্যাণে নিবেদিত করতে পারেন ?
- ‘জগতের সবই ঈশ্বরের দান’ - উক্তিটির যথার্থতা ব্যাখ্যা কর।

২. সোনাই গির্জার বাণী প্রচারক রবার্টের একমাত্র সন্তান টমাস। টমাস ছিল স্বার্থপর ও মন্দ প্রকৃতির। টমাসের ব্যবহারে স্থানীয় লোকজন খুবই অসন্তুষ্ট। এজন্য টমাসের বাবা তাকে প্রায়ই ভালো হতে উপদেশ দিতেন। টমাসকে সংশোধনের জন্য একদিন রবার্ট এলিয়ের দুই ছেলের কথা শোনান এবং বলেন ঈশ্বর দুই লোকদের উপর খুব অসন্তুষ্ট হন।

- এলিয় কে ছিলেন ?
- এলিয়ের ছেলেদের উপর ঈশ্বর কেন অসন্তুষ্ট হন ?
- এলিয়ের ঘটনা টমাসকে কীভাবে ভালো পথে আনতে সাহায্য করবে ?
- ‘ঈশ্বর অন্যায়কারীকে অবশ্যই শাস্তি দেন’ - মন্তব্যটি মূল্যায়ন কর।

৩. হান্নার প্রার্থনাশীল জীবন ইরাকে প্রার্থনা করতে অনুপ্রাণিত করেছে। একদিন ধর্মীয় শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে ইগ্নেসিয়াস লয়োলা এর ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পনের প্রার্থনাটি পাঠদান করছেন। তিনি শিক্ষার্থীদের বললেন, এই প্রার্থনার মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যায় এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করা যায়। এরপর থেকে ইরা প্রার্থনার গুরুত্ব আরও বুঝতে পারল এবং নিয়মিত প্রার্থনা করতে শুরু করল।

- হান্না কে ছিলেন ?
- ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ বলতে কী বোঝায় ?
- ইগ্নেসিয়াসের প্রার্থনা কীভাবে ইরাকে প্রভাবিত করেছে ?
- ‘প্রার্থনা হল ঈশ্বরের সাথে কথা বলা’ - মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

পঞ্চম অধ্যায়

যিশাইয়ের দর্শন লাভ

(ভাববাদী যিশাইয় ৬ঃ১-১৩ পদ)

“আকাশমণ্ডল শ্রবণ কর, পৃথিবী কর্ণপাত কর, কেননা সদাপ্রভু বলেছেন, আমি সন্তানদিগকে পালন ও পোষণ করেছি, আর তারা আমার বিরুদ্ধে অধর্মাচরণ করেছে।”

ঈশ্বর চান যেন পৃথিবীর প্রতিটি দেশের জনগণ ঈশ্বরের আদেশ ও নির্দেশ মেনে চলে। তারা প্রত্যেকেই যেন নিজ নিজ ধর্মের শিক্ষানুসারে জীবনযাপন করে। অধর্মাচরণ করলে এবং পাপ ও অন্যায় পথে চললে সে দেশ ও জনগণের জীবনে নেমে আসে অনেক অশান্তি ও বিপর্যয়। পঙ্কিল পাপময় জীবন আচরণের সময়ও ঈশ্বর কিন্তু অনেক ধৈর্যশীল হন। কারণ তিনি চান মানুষ যেন পাপ পথ থেকে পুণ্যে, অন্যায় থেকে ন্যায় ও অসৎ থেকে সৎ পথে ফিরে আসে। এর জন্য তিনি মানুষকে সব সময় আহ্বান করেন। তাঁর পবিত্রবাণী ও আদেশ নির্দেশ শোনার জন্য পাঠান নতুন নতুন ভাববাদী, প্রবক্তা ও ঈশ্বরভক্ত পবিত্র মানুষদের। তাদের সতর্কবাণী, আদেশ-নির্দেশ বা অনুরোধ যারা না শোনে তাদের জীবনে নেমে আসে সীমাহীন কষ্ট, নির্যাতন ও দুর্ভোগ। পবিত্র বাইবেলে তার অনেক উদাহরণ রয়েছে। পাপে বিপথগামী ইস্রায়েল জাতিকে সতর্ক করে দিয়ে ন্যায় ও সত্যের পথে ফিরিয়ে আনার জন্য ঈশ্বর যিশাইয়কেও একজন ভাববাদী রূপে বাছাই করে দিয়েছিলেন। তিনি তাকে দর্শন দিয়ে পাপে পতিত ইস্রায়েল জাতিকে মন ফিরাবার জন্য সতর্ক করে দিয়েছিলেন। তিনি হুঁশিয়ারী করে দিয়ে বলেছিলেন, যদি ইস্রায়েল জাতি তাদের পাপ অন্যায় পথ থেকে মন না ফিরায়ে তাহলে তারা এবং তাদের দেশও ধ্বংস হবে। ঈশ্বর তাদের চরম শাস্তি দিবেন। আর মন ফিরিয়ে পাপের পথ ত্যাগ করে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করলে ঈশ্বর তাদের সহায় হবেন এবং তাদের দেশ ও জনগণকে রক্ষা করবেন। তাদের ভয়ের কোন কারণ থাকবে না।

ভাববাদী যিশাইয়ের দর্শন লাভ

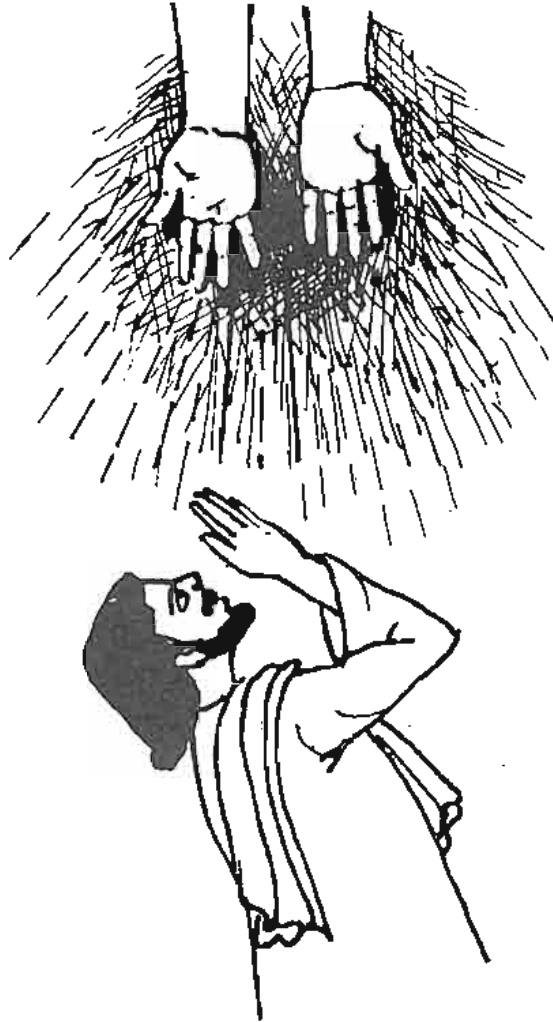
(যিশাইয় ৬ঃ১-১৩)

তোমরা বুঝতে পেরেছ যে, যিশাইয় (ইসাইয়া) পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়মে উল্লেখিত একজন ভাববাদী। তিনি ছিলেন ঈশ্বরভক্ত পবিত্র মানুষ। সম্ভবত জেরুজালেমে তাঁর জন্ম হয়। ঈশ্বরের উপর তাঁর বিশ্বাস ও ভক্তি ছিল অত্যন্ত প্রগাঢ় ও দৃঢ়। ৭৪০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে যিহদার রাজা উষিয় মারা যান। সেই বৎসরই যিশাইয় ঈশ্বরের দর্শন লাভ করেন।

একদিন যিশাইয় জেরুজালেম মন্দিরের কাছে দাঁড়িয়ে প্রার্থনায় ধ্যানমগ্ন ছিলেন। প্রার্থনা করতে করতে তিনি বাহ্য জ্ঞান হারিয়ে গভীর ধ্যান মগ্ন হয়ে পড়লেন। হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন, উঁচু এক অতি সুন্দর ও মূল্যবান সিংহাসন। তাতে বসে আছেন স্বর্গ-মর্তের অধিকর্তা স্বয়ং ঈশ্বর। তাঁর রাজকীয় পোশাকের আলোক ছটায় ভরে গেছে মন্দিরটা। বেশ কিছু সৎখ্যক দূত দ্বারা তিনি পরিবেষ্টিত। তাদের চারদিকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে পবিত্রতার কিরণ রশ্মি। দূতদের প্রত্যেকের হৃৎখানা করে পাখা ছিল। দু'খানা পাখা দিয়ে তাদের প্রত্যেকের মুখ, দু'খানা

দিয়ে পা ছিল ঢাকা। আর দু'খানায় ভর করে উড়ছিল। বিশাইয় শুনলেন দু'তেরা উচ্চস্বরে ঈশ্বরের স্তব করে বলছে :

পবিত্র, পবিত্র, বাহিনীগণের সদাপ্রভু;
সমস্ত পৃথিবী তাঁর প্রতাপে পরিপূর্ণ।
আমরা তাঁর স্তব করি, তাঁর মহিমা গান করি।”



ঈশ্বরের মহান বার্তা বিশাইয়ের প্রতি প্রকাশ পাচ্ছে

দূতগণের এই স্তব গানে সারা মন্দিরটা কেঁপে উঠল। বিশাইয়ের পায়ের তলায় পাথর ও মন্দিরের চৌকাঠও কাঁপতে লাগল। সজো সজো ধোঁয়ায় ভরে গেল মন্দিরটা। বিশাইয় ভয়ে কাঁঠ হয়ে গেলেন। তিনি বিনম্র অন্তরে ভাবতে লাগলেন, আমি তো অযোগ্য পাপী, একজন নগণ্য মানুষ। আমার মতো একজন অশুচি পাপীর পক্ষে পবিত্রতম ঈশ্বরের সম্মুখে উপস্থিত হওয়া ভীষণ অপরাধ। আমার অশুচি অযোগ্য ওষ্ঠ, আমার স্বজাতি ইস্রায়েলরাও পাপী। আমি মহান ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করব কীভাবে? ধোঁয়ার আকারে মহান ঈশ্বরের বার্তা আমার প্রতি প্রকাশ পাচ্ছে।

এ সময় একজন উড়ন্ত দূত বেদীর উপর উঠানো চিমটায় একখন্ড জ্বলন্ত অজ্জার নিয়ে যিশাইয়ের কাছে এগিয়ে এলেন। তিনি জ্বলন্ত অজ্জারখানি যিশাইয়ের ঠোঁটে স্পর্শ করিয়ে বললেন, ‘দেখ এই জ্বলন্ত অজ্জার তোমার ওষ্ঠাধর স্পর্শ করেছে, তোমার অপরাধ ঘুচে গেল ও তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হল। তুমি শুভ্র-শুচি হয়েছ’।

অন্তরে শুচি, শুভ্র ও বিনম্র যিশাইয় ঈশ্বরের দিকে মুখ তুলে তাকালেন, যিশাইয় শুনলেন, ঈশ্বর বলেছেন, ‘আমি কাকে পাঠাব? আমার পক্ষে কে যাবে? যিশাইয় সাহস ও আনন্দের সঙ্গে উত্তর দিলেন, “প্রভু এই যে আমি, আমাকে পাঠান, আমি যাব।” ঈশ্বর বললেন, “তুমি যাও, ইস্রায়েল জাতিকে আমার কথা বল। তারা তো দেখেও দেখে না, শুনোও শোনে না, বুঝেও বোঝে না। তুমি এ জাতির অন্তর খুলে দাও, কানে শুনতে দাও, চোখে দেখতে দাও, সু-জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় সুস্থ কর।” তখন যিশাইয় বলল, “প্রভু কতদিন আমি এ কাজ করব?” সদাপ্রভু বললেন, “যতদিন তারা মন না ফিরায়ে, যতদিন দেহ ও মন শুদ্ধ না হয়, যতদিন তোমার দেশ ও জাতি ধ্বংস হতে দশ ভাগের এক ভাগও বাকি থাকে। অর্থাৎ তুমি যত দিন বেঁচে থাকবে ততদিনই তাদের কাছে আমার বাণী শোনাও, তাদের সতর্ক কর।”

এসো চিন্তা করি

আমার জীবন ও আত্মা কেমন? কথায়, কাজে ও চিন্তায় অবহেলা করে কি পাপ করেছি? এই যে, আমি কতবার মিথ্যা কথা বলেছি, ঝগড়া করেছি, মারামারি করবার জন্য প্রস্তুত হয়েছি, অন্যকে কুপরামর্শ দিয়েছি, আমি পিতামাতা, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও গুরুজনদের অবাদ্য হয়েছি। আমার উগ্রতা অভদ্রতা কতজনকে মনে আঘাত দিয়েছে, আরও কত কি? আমাদের দেশে মানুষ তো কত অন্যায় ও পাপ করে যাচ্ছে, চুরি-ডাকাতি, নরহত্যা, ঘুষ গ্রহণ, ছিনতাই, অপহরণ আরও কত দুর্নীতি মানুষ ও সমাজকে করছে কলুষিত। দেশে সৃষ্টি করেছে কত অশান্তি। না এভাবে আমরা চলতে পারি না।

এসো প্রার্থনা করি

করুণাময় প্রভু, আমি পাপী, আমার প্রতি সদয় হও। আমার পাপসমূহ ক্ষমা কর। আমাকে দেহ, মন ও আত্মায় পবিত্র কর। আমাকে আরও নম্র ও ভদ্র হতে শেখাও, শেখাও তোমার কথা শুনতে মানতে আর মানুষের জন্য কাজ করতে। যেন আমি ও আমার প্রতিবেশী সকলেই তোমার প্রিয় সন্তান হয়ে শান্তি ও উন্নতির পথে এগিয়ে চলতে পারি। আমার দেহ মন ও আত্মা তোমাকে উৎসর্গ করি। সমস্ত প্রশংসা ও গৌরব পরম প্রভু ঈশ্বরের হউক। আমেন।।

এসো গান করি

“হে প্রভু, তুমি কথা কও

শুনছি আমি দাস হে তোমার

আমি আকিঞ্চন তুমি হে ত্রাতা।”

পাঠ কর

দীক্ষা গুরু যোহনের প্রচার (লুক ৩ঃ৩-১৪ পদ)।

ভাববাদী যিশাইয়ের সতর্ক বাণী

তারপর ভাববাদী যিশাইয় ঈশ্বরের কাজে নিজেকে সঁপে দিলেন। তিনি স্বজাতি ইস্রায়েলের পাপ, অন্যায়, অবিচার ও বহুবিধ নষ্টামি দেখে দুঃখ করে বলতে লাগলেন, “জীবজন্তু” পর্যন্ত নিজের মনিবকে চিনে, তার কণ্ঠস্বর বুঝে, তার কথা শোনে, কিন্তু পাপিষ্ট বিপথগামী ইস্রায়েল জাতি তার সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরকে মানে না। পবিত্র ঈশ্বরকে ছেড়ে তারা কুপথে বিচরণ করছে। তাই এদেশে নেমে এসেছে ধ্বংস ও অশান্তি। আর বিদেশী শত্রুরা সুযোগ বুঝে আগুনে পুড়িয়ে দিচ্ছে তোমার নগর। তবু সদাপ্রভু কিছু লোককে এখনও জেরুজালেমে রক্ষা করে যাচ্ছেন। তা না হলে তোমাদের দশাও তো সদোম ও ঘমোরার মতোই হতো।

যিশাইয় আরও বললেন, তোমরা শীঘ্রই অন্তরে শুচি হও। অন্তরে শুচি না হলে ঈশ্বর তোমাদের যজ্ঞ উৎসর্গ ও প্রার্থনা শুনবেন না। কারণ এখনও তোমাদের হাতে লেগে আছে নর হত্যার রক্ত, দেহ মন ও আত্মায় রয়েছে যতসব নষ্টামির ছাপ। তাই ঈশ্বর তোমাদের নৈবেদ্য-উৎসর্গ, প্রার্থনা, ধূপারতি, ধর্মসভা, পঠন উৎসব ইত্যাদি গ্রহণ করেন না বরং ঘৃণা করেন।

সুতরাং তোমরা সকলে শুচি হও, সকলেই মন্দ চিন্তা-ভাবনা, কাজ-কর্ম, আচার-আচরণ পরিহার কর। তোমরা বিপথ থেকে ফের, মন পরিবর্তন ও পরিশুদ্ধ হও, ক্ষমা কর। তোমরা সদাচরণ শিক্ষা কর, ন্যায় বিচার অনুশীলন কর, বিধবাদের পক্ষে দাঁড়াও। তাহলেই ঈশ্বর তোমাদের ক্ষমা করে আশীর্বাদ করবেন। সদাপ্রভু আরও বললেন, তাহলে তোমাদের পাপ সিঁদুরের মতো হলেও তা হিমের মতো সাদা করা হবে, জলন্ত লাক্ষার মতো লাল হলেও মেঘ লোমের মতো সাদা করা হবে।” (যিশাইয় ১ঃ১৮)

ঈশ্বরের বাধ্য হয়ে চললে স্বদেশেই বাস করবে, কখনও বিতাড়িত হবে না। কিন্তু তাঁর কথা না মেনে যদি বিরুদ্ধে চলো, তবে তোমরা নিশ্চয়ই নিহত হবে। কারণ ঈশ্বর নিজেই একথা বলেছেন।

যিশাইয়ের একথা ও দীক্ষা গুরু যোহনের প্রচার কার্যের সঙ্গে বেশ মিল রয়েছে। তাই নয় কি? পড়বে : দীক্ষা গুরু যোহনের প্রচার লুক (৩ঃ৩-১৪ পদ)।

যিশাইয়ের ভবিষ্যৎ বাণী

যিশাইয় ৭ঃ১৪-১৫

৯ঃ১-৭ পদ

১১ঃ১-৩ পদ

২৮ঃ১৬ পদ

“দেখ এক কুমারী কন্যা গর্ভবতী হয়ে এক পুত্র প্রসব করবে, ও তাঁর নাম ইম্মানুয়েল (আমাদের সঙ্গে ঈশ্বর) রাখবে।”

আমরা দেখেছি যে, ভাববাদী যিশাইয় ঈশ্বরের নির্দেশে আপন জাতি ইস্রায়েলকে পাপ পথ থেকে মন ফিরিয়ে ন্যায় ও সত্যের পথে বিচরণ করতে শিক্ষা দিতে লাগলেন। তিনি তাঁর স্বজাতিকে আরও এক মহান ভবিষ্যৎ বাণী শোনালেন। অর্থাৎ তিনি যীশুর জন্মের পূর্বেই শান্তিরাজ যীশুর আগমনের কথা সকলকে শুনিয়েছিলেন এবং প্রস্তুত হতে বলেছিলেন। কেবল যিশাইয়ই যে যীশুর আগমনের কথা ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন তা

নয়, পুরাতন নিয়মে আরও ভাববাদী, যেমন মালাখি, সফনীয়, হগায়, দানিয়েল, যিহিস্কেল, যিরমিয় তাঁরাও যীশুর আগমনের কথা বলে স্বজাতিকে সতর্ক ও প্রস্তুত হতে বলেছিলেন।

রাজা দায়ুদের পিতার নাম ছিল যিশাইয়। যীশু খ্রিস্ট মায়ের দিক থেকে যিশাইয় ও দায়ুদের বংশধর। ঈশ্বর ইস্রায়েলিয়দের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, এ বংশ থেকেই উদ্ধারকর্তা আসবেন।

ভাববাদী যিশাইয়ের সতর্ক বাণী অনেকেই মেনে চলল, তারা পাপ থেকে মন ফিরাতে, সত্যের পথে চলতে লাগল। কিন্তু আবার অনেকেই পূর্বের মতো পাপ, অন্যায় ও অনাচারের পথেই চলতে থাকল। যিশাইয় তাদের স্মরণ করিয়ে বললেন, “যিশাইয়ের গুঁড়ি (বংশধর) হতে” এক পল্লব নির্গত হবেন ও তাঁর মূল থেকে এই চারা ফল প্রদান করবে। আর সদাপ্রভুর আত্ম-প্রজ্ঞা ও বিবেচনার আত্মা, মন্ত্রণা ও পরাক্রমের আত্মা, জ্ঞানের ও সদাপ্রভুর ভয়ের আত্মা তাতে অধিষ্ঠান করবেন, আর তিনি সদাপ্রভুর ভয়ে (ঈশ্বরের গভীর ও সূক্ষ্ম ও জ্ঞান) আমোদিত হবেন” (যিশাইয় ১১ঃ১-৩ পদ)।

তিনি ইস্রায়েল জাতিকে সতর্ক করে বললেন, দায়ুদের কুল, তোমরা একবার শোন, মানুষকে ক্রান্ত করা (দুঃখ কষ্ট দেওয়া) কি তোমাদের দৃষ্টিতে ক্ষুদ্র বিষয় যে, আমার ঈশ্বরকেও ক্রান্ত করবে? অতএব প্রভু আমাদেরকে এক চিহ্ন দেবেন, দেখ এক কন্যা গর্ভবতী হয়ে পুত্র প্রসব করবে ও তাঁর নাম ইম্মানুয়েল রাখবে। যা মন্দ ও অগ্রাহ্য করবার এবং যা ভালো তা মনোনীত করবার জ্ঞান পাবার সময়ে বালকটি দধি ও মধু খাবে। (যিশাইয় ৭ঃ১৩-১৫ পদ)।

তিনি আরও বললেন “কিন্তু যে দেশ পূর্বে যাতনাগ্রস্ত ছিল, তার তিমির আর থাকবে না, কিন্তু পূর্বকাল সবুলন ও নপ্তালি দেশকে তুচ্ছাস্পদ করেছিলেন, কিন্তু উত্তরকালে সমুদ্রের নিকটবর্তী সেই পথ, জর্দানের তীরস্থ প্রদেশ, জাতিগণের গালীলকে গৌরবান্বিত করেছেন। যে জাতি অশ্রদ্ধা করে ভ্রমণ করত, তারা মহা আলোকে দেখতে পেয়েছে, যারা মৃত্যুছায়া দেশে বাস করত তাদের উপর আলো উদ্ভিত হয়েছে। কারণ একটি বালক আমাদের জন্য জন্মেছেন, একটি পুত্র আমাদেরকে দত্ত হয়েছে, আর তাঁরই স্বেচ্ছার উপর কর্তৃত্বভার থাকবে এবং তাঁর নাম হবে আশ্চর্য মন্ত্রী, বিক্রমশালী ঈশ্বর, সনাতন পিতা, শান্তিরাজ।”

এভাবে মহান ভাববাদী আশান্বিত ও অপেক্ষারত ইস্রায়েল জাতি ও দায়ুদকুলকে প্রভু যীশুর আগমনের কথা বলেছিলেন। আমরা জানি, যীশু সত্য সত্যই মানব জাতির মুক্তির জন্য এ পৃথিবীতে এসেছিলেন কুমারী মারীয়ার মধ্য দিয়ে। তাই নয় কি?

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

- যিশাইয় ছিলেন –
 ক. স্বর্গদূত
 গ. ভাববাদী
 খ. চিন্তাশীল
 ঘ. যাজক
- যিশাইয়কে যে দূতরা পরিবেষ্টিত করেছিল, তাদের প্রত্যেকের পাখার সংখ্যা ছিল –
 ক. দুই খানা
 গ. ছয় খানা
 খ. চার খানা
 ঘ. আট খানা

৩. যিহদার রাজা উষিয় মারা যান –

ক. ১১০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে

গ. ৭৪০ খ্রিস্টাব্দে

খ. ৭৪০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে

ঘ. ১২০৫ খ্রিস্টাব্দে

৪. যিশাইয়ের জন্মস্থান –

ক. দামেস্ক

গ. জেরুজালেম

খ. বেথলেহেম

ঘ. মিশর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

রোজালিভ তার বাম্শ্বীকে বলল, “আমাদের সমাজে সিডরসহ যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয় তা মানুষেরই কর্মফল। ঈশ্বরের আদেশ-নির্দেশ না মানার কারণেই এরূপ ঘটে”।

৫. উল্লিখিত বক্তব্যের সাথে নিচের কোন বক্তব্যটির মিল রয়েছে ?

ক. প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়েই ঈশ্বরকে স্মরণ করা ও তার আদেশ-নির্দেশ মেনে চলা

খ. পৃথিবীর প্রতিটি দেশের জনগণের উচিত ঈশ্বরের আদেশ ও নির্দেশ মেনে চলা

গ. যে দেশে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটবে কেবল সে দেশের জনগণই ঈশ্বরের আদেশ-নির্দেশ মেনে চলবে

ঘ. কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয় না ঘটলে সে দেশের জনগণের ঈশ্বরের আদেশ-নির্দেশ মানার দরকার নেই

৬. উল্লিখিত বক্তব্যটির মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায় –

i. ঈশ্বরের প্রতি উদারতা

ii. ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য

iii. ঈশ্বরের প্রতি মহানুভবতা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i

গ. iii

খ. ii

ঘ. i ও ii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. গিলবার্ট তাদের বাড়ির গেটের সামনে একদল দুষ্ক বালককে মারামারি করতে দেখেন। তিনি বালকদের সামনে গিয়ে অত্যন্ত নম্রভাবে বললেন, মারামারি পাপ ও অকল্যাণকর। এ কাজে দেহের ক্ষতি হয় এবং মনে অশান্তি আসে। অশান্তি সমাজে বিপর্যয় ডেকে আনে। আমাদের সকলেরই উচিত ঈশ্বরের পবিত্র বাণী শোনা ও তাঁর আদেশ-নির্দেশ মেনে চলা। বালকেরা এ কথা শোনার পর মারামারি বন্ধ করে অন্যত্র চলে গেল।

ক. ঈশ্বর তাঁর আদেশ-নির্দেশ শোনার জন্য কাদেরকে পাঠান ?

খ. আমরা ঈশ্বরের পবিত্র বাণী কেন মেনে চলব ?

গ. বালকেরা কীভাবে ঈশ্বরের আদেশ-নির্দেশ মেনে সমাজের কল্যাণ করতে পারে ?

ঘ. ‘ঈশ্বরের পবিত্র বাণী শান্তি বয়ে আনে’-ব্যাখ্যা কর।

২. রিপন লোভ সামলাতে না পেরে পাশের বাড়ির আম গাছে টিল ছুঁড়লো। টিলটি জানালার কাঁচ ভেঙে ফেলল। বাড়ির মালিক ঘটনাটি রিপনের মাকে জানানেন। মা মনে কষ্ট পেলেন। তিনি রিপনকে বোঝালেন এবং বললেন ‘মন্দ কাজ বিপদ বয়ে আনে, তোমার উচিত মন্দ চিন্তা-ভাবনা ও মন্দ কাজ পরিহার করে অন্তরে শুচি হওয়া। যিশাইয়ও অন্তরে শুচি হতে বলেছেন’।

ক. যিশাইয় কে ছিলেন?

খ. অন্তরে শুচি বলতে কী বোঝায় ?

গ. কীভাবে রিপনের মনের লোভ দূর হবে ?

ঘ. ‘মন্দ কাজ বিপদ বয়ে আনে’-বিশ্লেষণ কর।

৩. ধর্ম ক্লাসে শিক্ষক যিশাইয়ের ভবিষ্যৎ বাণী বিষয়ে পড়াচ্ছিলেন। তিনি বললেন বর্তমান সমাজে অনেক অরাজকতা, অন্যায়-অবিচার চলছে যা আমরা যিশাইয় ভাববাদীর সতর্ক বাণীতে দেখতে পাই। ছাত্র জুয়েল জিজ্ঞাসা করল, স্যার, শুধু যিশাইয় ভাববাদীই কি ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন? শিক্ষক বললেন, না শুধু যিশাইয়ই যে যীশুর আগমনের কথা ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন তা নয়, পুরাতন নিয়মে আরও ভাববাদী স্বজাতিকে সতর্ক ও প্রস্তুত হতে বলেছিলেন। যীশুর জন্মের মধ্য দিয়ে সেই ভবিষ্যৎ বাণী পূর্ণতা পায়।

ক. পুরাতন নিয়মের ভাববাদীদের এক জনের নাম লিখ।

খ. ভাববাদী যিশাইয় এর একটি সতর্ক বাণী বর্ণনা কর।

গ. সমাজে কল্যাণের জন্য জুয়েল কীভাবে বন্ধুদের আহ্বান জানাবে ?

ঘ. ‘ভাববাদীদের সতর্ক বাণী মানুষকে সংযত থাকার প্রেরণা যোগায়’-বিশ্লেষণ কর।

ষষ্ঠ অধ্যায় নতুন নিয়ম ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি পালন

মুক্তিদাতা যীশুর জন্ম

মথি ১ঃ১৮-২৫ পদ

লুক ১ঃ২৬-৩৮ পদ

তোমরা যিশাইয় ভাববাদের বাণীতে একথা পড়েছঃ

দেখ সেই কন্যা গর্ভবতী হবে এবং এক পুত্র প্রসব করবে, আর তাঁর নাম রাখা হবে ইম্মানুয়েল।

(যিশাইয় ৭ঃ১৪ পদ)

ঈশ্বরের সৃষ্টির বিবরণে এ-ও লেখা আছে যে, ঈশ্বর আমাদের জন্য এ সুন্দর পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাদের প্রয়োজনের জন্য সৃষ্টি করেছেন, চাঁদ, সূর্য, তারা, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত। পৃথিবীকে তাঁর মনের মতো করে গাছপালা, পশুপাখি, আলো বাতাস দিয়ে সাজিয়েছেন। পৃথিবীতে তিনি দিয়েছেন নানা সম্পদ। ঠিক এমনিভাবেই তিনি বানিয়েছিলেন এদেন উদ্যানটিও। ঈশ্বর সেখানে মানুষকে দিয়েছিলেন পরম সুখ আর শান্তি। কিন্তু শয়তানের পরামর্শে একদিন ঈশ্বরের অবাধ্য হয়ে পাপ করল। ঈশ্বর মানুষের এই অবাধ্যতার পাপের জন্য খুব দুঃখ পেলেন ও অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি মানুষকে এদেন উদ্যান থেকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু ঈশ্বর মানুষের কাছে এক প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেছিলেন যে, আমি একজন সহায়ককে পাঠাব, তিনি তোমাদের এ পাপ থেকে উদ্ধার করবেন।

ঈশ্বর সে প্রতিশ্রুতি কীভাবে রক্ষা করেছিলেন তা এখন আমরা জানব। যীশু খ্রিস্টই ঈশ্বরের সেই প্রতিশ্রুতি মুক্তিদাতা। পবিত্র বাইবেলের নতুন নিয়মে খ্রিস্টের জন্মবৃত্তান্ত খুব সুন্দর করে লেখা হয়েছে। গালীল দেশের নাসরত নগরে মারীয়া (মরিয়ম) নামে এক পবিত্র কুমারী বাস করতেন। দায়ুদ বংশের যোসেফ নামের এক ধার্মিক যুবকের সঙ্গে মারীয়ার বিয়ের কথা ঠিক হয়েছিল। একদিন স্বর্গদূত গাব্রিয়েল ঈশ্বরের কাছ থেকে সংবাদ নিয়ে এলেন। গাব্রিয়েল দূত মারীয়াকে অভিনন্দন জানিয়ে বললেন, তোমার মঞ্জল হোক, প্রভু তোমার সহবর্তী (লুক ১ঃ২ পদ)।

মারীয়া ভয় পেয়ে গেলেন এবং এ কথার অর্থ বুঝতে চেষ্টা করলেন।



দেখ, সেই কন্যা গর্ভবতী হবে এবং এবং এক পুত্র প্রসব করবে

স্বর্গদূত আবার বললেন, মারীয়া তুমি ভয় করো না, তুমি ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ পেয়েছ, তুমি গর্ভবতী হয়ে এক পুত্র সন্তানের জন্ম দিবে। আর তাঁর নাম রাখবে যীশু (দ্রোণকর্তা)।

তিনি মহান হবেন এবং ঈশ্বরের পুত্র বলে পরিচিত হবেন। প্রভু ঈশ্বর তাঁর পিতা দায়ূদের সিংহাসন তাঁকে দিবেন। তিনি অনন্তকাল পর্যন্ত রাজত্ব করবেন, তাঁর রাজ্য শেষ হবে না। মারীয়া স্বর্গদূতকে বললেন, তা কি করে হয়? আমি যে কুমারী।” দূত উত্তরে বললেন, পবিত্র আত্মা তোমার গর্ভে জন্ম নিবেন, তিনি পবিত্র হবেন। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান তার অসাধ্য কিছুই নেই। আর দেখ, তোমার আত্মীয় এলিজাবেথ (ইলিশাবেত) এত বৃদ্ধ বয়সেও গর্ভবতী হয়েছেন। কারণ ঈশ্বরের বাণী শক্তিহীন হবে না। তখন মারীয়া ঈশ্বরের ইচ্ছায় সম্মতি দিয়ে বললেন, আমি প্রভুর দাসী, আপনার কথামতই আমার প্রতি ঘটুক। মারীয়ার সম্মতি পেয়ে স্বর্গদূত বিদায় নিলেন।

এদিকে মারীয়া গর্ভবতী হয়েছেন জেনে যোসেফ লোকলজ্জা, অপমান ও কুৎসার ভয়ে মনে মনে মারীয়াকে পরিত্যাগ করার ইচ্ছা করলেন। যোসেফ খুব ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মানুষের কাছে নিন্দার পাত্র হতে চাইলেন না। তিনি এসব ভাবছেন এমন সময়, স্বর্গ থেকে এই কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন, যোসেফ, দায়ূদ সন্তান, তুমি মারীয়াকে গ্রহণ করতে ভয় করো না।

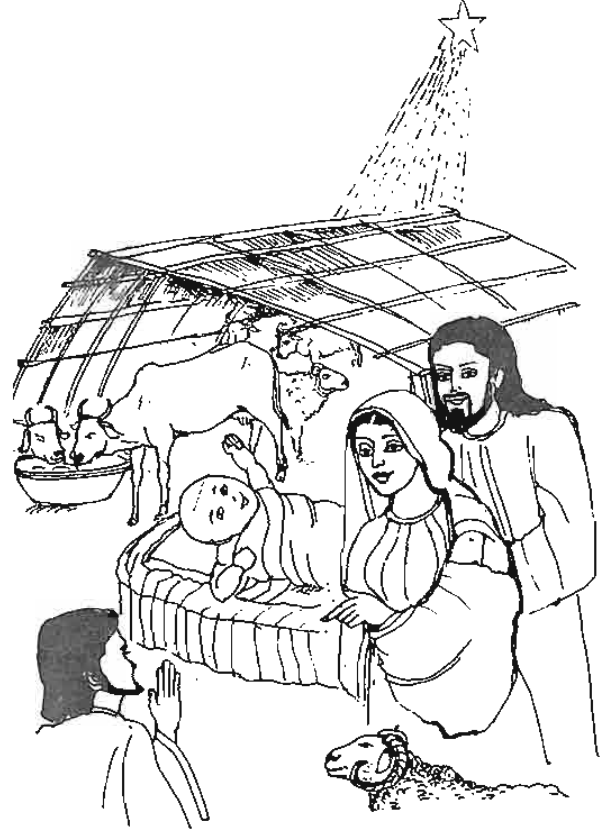
তার গর্ভে যিনি জন্মেছেন, তিনি পবিত্র আত্মার শক্তিতেই জন্মেছেন। মারীয়া যে সন্তানের জন্ম দিবেন, তাঁর নাম তুমি যীশু রাখবে। কারণ তিনিই আপন স্বজাতিকে পাপ হতে উদ্ধার করবেন।

এসব ঘটে যেন ভাববাদী যিশাইয়ের উক্তি ঈশ্বরের বাক্য পূর্ণ হয়, দেখ এক কুমারী গর্ভবতী হবেন এবং এক পুত্রের জন্ম দিবেন তাঁর নাম রাখা হবে ইম্মানুয়েল। অনুবাদ করলে তার অর্থ হয় আমাদের সঙ্গে ঈশ্বর।

পরদিন যোসেফ ঘুম থেকে উঠে প্রভুর দূতের আদেশ মতো মারীয়াকে রক্ষা করতে ও আজীবন সঙ্গে সঙ্গে থাকার সম্মতি দিলেন। আর শিশুটির জন্ম হলে তার নাম যীশু রাখলেন।

চিন্তা কর

ঈশ্বর আমাদেরকে কত ভালোবাসেন। ভালোবাসার ফলস্বরূপ তিনি আমাদেরকে তাঁরই সাদৃশ্যে সৃষ্টি করেছেন। আদম ও হবার মতো আমরাও পাপ করে তাঁকে কষ্ট দেই। তবু তিনি আমাদের এই সুন্দর পৃথিবীতে রেখেছেন। আবার আমাদের পাপ থেকে উদ্ধার করার জন্য মুক্তিদাতা যীশু খ্রিস্টকে পাঠিয়েছেন। এ পাঠে আমরা আমাদের প্রতি ঈশ্বরের ভালোবাসার, মা মারীয়া ও যোসেফের ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতা ও নম্রতা ও দুটি জ্ঞানের পরিচয় পাই। পরিচয় পাই তাঁদের আধ্যাত্মিক ও জাগতিক জীবনের সরলতা ও পবিত্রতার। তাঁরা দুজনেই ঈশ্বরের বাধ্য হয়ে ঈশ্বরের আদেশ পূর্ণ করেছেন এবং জীবন ভর পবিত্র রয়েছেন।



গোশালায় প্রভু যীশুর জন্ম

মনে রেখ

ঈশ্বর আমাদের তাঁর ভালোবাসা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন তাঁকে জানতে, ভালোবাসতে, ভক্তি-শ্রদ্ধা করতে, সকল মানুষের সেবা করতে এবং স্বর্গে গিয়ে তাঁর সঙ্গে অনন্তকাল সুখে থাকতে। কিন্তু আমরা পৃথিবীতে অন্যায় অপরাধ করে অনেক পাপ করি। পাপ থেকে উদ্ধার করার জন্যই ঈশ্বর প্রভু যীশুকে এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। আর এ সম্ভব হয়েছে পবিত্র মানুষ সাধু যোসেফ এবং মারীয়ার মধ্যে দিয়ে। সাধু যোসেফ ও মা মারীয়া ঈশ্বরের প্রতি বাধ্য হয়েছেন। আমাদেরও পিতামাতা ও গুরুজনদের বাধ্য হতে হবে সর্ব অবস্থায়, তাঁদের সম্মানও করতে হবে। নতুবা আমাদের স্বর্গে যাবার পথ বন্ধ হয়ে যাবে।

আমরা কীভাবে ঈশ্বরের বাধ্য হতে পারি? ধর্মের শিক্ষা মেনে এবং মা-বাবা ও গুরুজনের বাধ্য থেকেই আমরা ঈশ্বরের বাধ্য হতে পারি। আমাদের সঠিক পথে চালানোর জন্যই ঈশ্বর বাবা-মা, শিক্ষক, ধর্মগুরু, গুরুজনদের দিয়েছেন। তাঁরাও আমাদের ভালোবাসেন এবং মজল চান। যেমনটি ঈশ্বর আমাদের ভালোবাসেন এবং মজল চান। বাবা-মা গুরুজনদের নির্দেশ মতো চললে জীবনে উন্নতি হবেই। আমরা জীবনে সুখীও হব এবং পরিবার, সমাজ ও দেশেও থাকবে শান্তি, বৃদ্ধি পাবেও সমৃদ্ধি।

তোমরা নিশ্চয়ই মহাত্মা গান্ধীর নাম শুনেছ, তাই না?

মহাত্মা গান্ধী কিন্তু ছোটবেলা থেকেই গুরুজনের বাধ্য ছিলেন। তাই তিনি এখন পৃথিবীতে স্মরণীয় হয়ে আছেন। গান্ধীজীর ডাক নাম ছিল মোহন। তার পিতা প্রায়ই অসুস্থ থাকতেন। মোহনের যখন বোল বছর তখন তাঁর বাবা রোগে একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। বাবার সেবায়ত্নের ভার তাঁর ওপরই পড়ল। বাবাকে ওষুধ খাওয়ান, শরীর টিপে দেয়া, মাথায় পানি ঢালা এরকম সব কিছুই তিনি করতেন। রাতে বাবা ঘুমিয়ে পড়লেই তাঁর ছুটি হতো। বাবার সেবার কাজে তিনি কখনও বিরক্ত বোধ করতেন না। বাবার সেবা করেও তিনি ঠিক সময় মতো স্কুলে যেতেন ও পড়াশুনা করতেন। খাওয়া-দাওয়া, স্কুলে যাওয়ার সময় ছাড়া বাকি সময়টুকু বাবার সেবা করেই কাটাতেন। বিকাল বেলা বাবা যদি কোনদিন একটু সুস্থ বোধ করতেন তাহলেই তিনি মোহনকে খেলতে যেতে বলতেন। মোহন বাবার সেবা করে আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন। আর ঈশ্বরও তাঁকে অনেক আশীর্বাদ করেছিলেন। তাই তো তিনি আজ দেশ মাতার জন্য জীবন উৎসর্গ করে দুনিয়া জোড়া খ্যাতি অর্জন করেছেন। তিনি হয়েছেন ভারতের জাতির পিতা। এ রকম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মাতৃভক্তি ও পিতামাতার প্রতি বাধ্যতা, শ্রদ্ধা, পরিশ্রম ও ধৈর্যের বিষয়ও তোমরা জেনে নিও।

আমাদের জন্য শিক্ষা

আমাদেরও মনে রাখতে হবে যে, ঈশ্বরের ইচ্ছা আমাদের পূরণ করতে হবে। তাহলেই আমরা ঈশ্বরের আশীর্বাদের পাত্র হব। সেজন্য আমাদের ঈশ্বরের দয়া ভিক্ষা করতে হবে। তাই এসো একসঙ্গে রবি ঠাকুরের ভাষায় ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানাই :

“তুমি আমাদের পিতা,
তোমায় পিতা বলে যেন জানি,
তোমায় নত হয়ে যেন মানি,
তুমি কোরোনা কোরোনা রোষ।

হে পিতা, হে দেব, দূর করে দাও যত পাপ, যত দোষ
যাহা ভালো তাই দাও আমাদের, যাহাতে তোমার তোষ ॥
তোমা হতে সব সুখ হে পিতা, তোমা হতে সব ভালো।

তোমাতেই সব সুখ হে পিতা, তোমাতেই সব ভালো।
তুমিই ভালো হে তুমিই ভালো সকল-ভালোর সার-
তোমারে নমস্কার হে পিতা, তোমারে নমস্কার” ॥

নির্দেশিকা

- ক) মথি লিখিত সুসমাচার ১ঃ১৮-২৫ পদ ও লুক লিখিত সুসমাচার ১ঃ২৬-৩৮ পড়বে।
খ) বাস্তব জীবনে বড়দের বাধ্য থাকবে তাঁদের ভক্তিশ্রদ্ধা করবে। অসুখে-বিসুখে তাঁদের সেবা করবে। পাপ করলে পাপ স্বীকার করবে।
গ) ছোট ভাইবোন, খেলার সাথী ও পড়ার সাথীদের ভালোবাসবে, স্নেহ ও আদর করবে।
ঘ) মুখস্থ করবে ও একত্রে বলতে শিখবে : প্রভুর প্রার্থনা, দূতের বন্দনা, ত্রিত্বের জয় ও দূত সৎবাদ।
(প্রার্থনাগুলো বিভিন্ন মডেলার শিক্ষানুসারে শিখবে)

রাখালেরা সুসংবাদ শুনল

(লুক ২ঃ১-২০ পদ)

“উর্ধ্বলোকে ঈশ্বরের মহিমা,
পৃথিবীতে (তঁার) প্রীতিপাত্র
মনুষ্যদের মধ্যে শান্তি”
(লুক ২ঃ১৪ পদ)

আমরা বাস্তব জীবনে আমাদের পরিবারে বা প্রতিবেশীদের ঘরে কোনো সন্তানের জন্ম হলে খুবই খুশি হই। সবাই সেই নতুন শিশুটিকে দেখতে যাই। তার জন্য কিছু ছোট উপহার-জামাকাপড়, তোয়ালে, খেলনা ইত্যাদি নিয়ে তাকে দেখতে যাই। এসবের মাধ্যমে তাকে আমাদের মধ্যে গ্রহণ করে নেই। তাকে স্বীকৃতি জানাই। পরে জন্মদিনও পালন করি। তাই না?

আজ আমরা জানব, যীশুর খ্রিস্টের জন্মের সংবাদ পেয়ে আমাদের মতো অনেকেই তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন। প্রত্যেক দেশেই মধ্যে মধ্যে দেশের লোকসংখ্যা কত তা জানার জন্য সরকার লোক গণনা বা আদমশুমারি করেন। তেমনি যীশু খ্রিস্টের জন্মের কিছুদিন আগে রোম সম্রাট অগাস্টার কৈসারের এক আদেশ হল : সমস্ত রাজ্যের লোক গণনা করতে হবে। সুরিয়ার শাসনকর্তা কুরীনিয়ের সময়ে প্রথম লোক গণনা শুরু হয়। শাসনকর্তার আদেশ ছিল যে, বংশ অনুযায়ী নিজ নিজ শহরে গিয়ে নাম লিখাতে হবে। যোসেফ ছিলেন দায়ূদের বংশধর। দায়ূদের জন্মস্থান ছিল যিহুদিয়ার বেথলেহেম। যোসেফ তাঁর বাগদস্তা স্ত্রী মারীয়াকে নিয়ে বেথলেহেমে গেলেন। নাম লিখানোর পর রাত হয়ে গেল। কারো বাড়ি বা কোনো পান্থশালায় জায়গা না পেয়ে তাঁরা এক গোয়াল ঘরে আশ্রয় নিলেন। আর দেখ, গভীর রাতে সেই গোশালায় আমাদের প্রভু যীশু খ্রিস্টের জন্ম হল। এত শীতের মধ্যে কুমারী মারীয়া শিশু যীশুকে এক টুকরা কাপড়ে জড়িয়ে গরুর একটি যাবপাত্রে শুইয়ে রাখলেন। এভাবে আমাদের প্রভু যীশু খ্রিস্ট অতি দীনবেশে আমাদের মুক্তির জন্য জন্ম নিলেন বেথলেহেম নগরে এক গোয়াল ঘরে। সে অঞ্চলে রাখালরা রাতে জেগে তাঁদের নিজ নিজ মেঘপাল পাহারা দিচ্ছিল। এমন সময় একজন স্বর্গদূত তাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। এই আলো দেখে রাখালেরা ভয় পেল। তখন স্বর্গদূত তাদের বললেন, “ভয় করো না, কেন না আমি তোমাদের জন্য এক আনন্দের

সংবাদ নিয়ে এসেছি। আজ দায়ূদ নগরে তোমাদের জন্য ত্রাণকর্তা যীশু জন্মেছেন। তোমরা যাঁর অপেক্ষায় আছ, তিনি সেই খ্রিস্ট। তোমরা সেখানে গিয়ে কাপড়ে জড়ানো এক শিশুকে যাবপাত্রে শোয়ান দেখতে পাবে। এই এই চিহ্ন দেখেই তোমরা তাঁকে চিনতে পারবে”। পরে হঠাৎ করে সেই দূতের সঙ্গে আরো অনেক স্বর্গদূত এসে একত্রে উচ্চস্বরে ঈশ্বরের প্রশংসা করে বলতে লাগলেন—

“উর্ধ্বলোকে ঈশ্বরের মহিমা
পৃথিবীতে [তাঁর] প্রীতিপাত্র
সকল মানুষের মধ্যে শান্তি।”

স্বর্গদূতরা ঈশ্বরের প্রশংসা করতে করতে চলে গেলেন। দূতগণ চলে গেলে রাখালেরা পরস্পর পরামর্শ করে বলল : চল আমরা বেথলেহেমে যাই। ঈশ্বর দূতের মাধ্যমে আমাদের যে ঘটনার কথা জানানলেন তা দেখে আসি। তারা সেখানে গিয়ে সত্যি সত্যি মারীয়া, যোসেফ ও কাপড়ে জড়ান যাবপাত্রে শোয়ানো শিশুটিকে দেখতে পেল। এসব দেখে তারা ঈশ্বরের প্রশংসা করতে করতে ফিরে গেল এবং আনন্দে গ্রামে গ্রামে ও পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে লোকদের এ সুসংবাদ জানাল।

চিন্তা কর

আমাদের প্রতি ঈশ্বরের ভালোবাসা কত অসীম। আমরা পাপী, স্বর্গে যাওয়ার অযোগ্য। ঈশ্বর মানুষের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি এমন এক সহায়ককে পাঠাবেন যিনি সমস্ত মানব সমাজকে পাপের বন্ধন থেকে মুক্ত করে স্বর্গের দ্বার খুলে দেবেন। ঈশ্বর তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে আমাদের মাঝে প্রভু যীশুকে পাঠিয়েছেন। আর রাখাল দল আমাদের প্রভু যীশুকে গোয়াল ঘরে অতি দীনবেশে দেখতে পেল।

আর তাদের মধ্য দিয়েই মানুষের কাছে ঘোষিত হল জগতে মুক্তিদাতা ত্রাণকর্তার আগমন বার্তা। এই খ্রিস্টই আমাদের শিক্ষা দিয়ে গেলেন—একমাত্র এক ঈশ্বরের পূজা করতে এবং সকল মানুষের মঙ্গল সাধন করতে। এ জন্য দরকার মন ও বিবেকের প্রস্তুতি এবং শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অর্জন।

মনে রেখ

ঈশ্বর আমাদের যেমন ভালোবাসেন আমাদেরও তেমনি পরস্পরকে ভালোবাসতে হবে। যার অন্তরে ভালোবাসা থাকে সে অপরের দুঃখ-দুর্দশা দূর করতে চেষ্টা করে। তার মনে হিংসা, ঘৃণা ইত্যাদি থাকে না। সহজে অপরকে ক্ষমা করে। যার ভালোবাসা আছে সে কখনো কারো নিন্দা করে না। সে সব সময় ভাবে, আমরা সকলে এক ঈশ্বরের সন্তান। ঈশ্বর মঙ্গলময়, তিনি সকলকে সমান ভালোবাসেন সকলের কল্যাণ করেন। তাই তো তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে মানুষ বেশে এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। পবিত্র শাস্ত্র বলে, “ঈশ্বর ভালো-মন্দ সকলের উপর সূর্য উদয় করেন, সৎ-অসতের উপর বৃষ্টিবর্ষণ করেন।” এর অর্থ হল— তিনি ভালো-মন্দ, সাধু-অসাধু, পাপী-ধার্মিক বিচার না করে সকল মানুষের উপকার করেন। এই পৃথিবীতে এমন একজন মহিয়সী মহিলা ছিলেন, যিনি সকল মানুষকে অন্তর দিয়ে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। তিনি নর্দমায় ও রাস্তায় ফেলে দেওয়া শিশুদের কুঁড়িয়ে নিয়ে সেবা-যত্ন করতেন, ভালোবেসে তাদের বড় করে মানুষ করে তুলতেন। বলতো তিনি কে? তিনি হলেন, মাদার তেরেসা। আর্ট পীড়িত মানুষের প্রতি অপার ভালোবাসার জন্য তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। আবার এই নোবেল পুরস্কারের টাকা তিনি দুঃস্থ, দরিদ্র, পীড়িত, দুঃখী মানুষের জন্য ব্যয় করেছেন। এই নোবেল পুরস্কার তিনি স্বয়ং ঈশ্বরের পরিকল্পনা থেকেই পেয়েছেন। তিনি বলেছেন, মানুষকে ভালোবাসতে না পারলে জীবন কখনই সম্পূর্ণ সুন্দর হয়ে উঠতে পারে না। তাঁর এ কথা অর্থ হলঃ দয়াশূন্য হয়ে এবং অপরকে ভালোবেসে আমরা একটি সম্পূর্ণ সুন্দর জীবন লাভ করতে পারি। আমরা

সুন্দর জীবন দিয়ে মানুষেরও অনেক মজল করতে পারি। এসো গান করি—

যীশু এল রে আজ গোশালে
শৃঙ্খল বন্ধন চূর্ণিতে
যীশু এল রে আজ গোশালে ॥
পাপ-তাপ ভার গহন আঁধার,
বিনাশিতে সমূলে ॥
গাহেদূতগণ মধুসাম, গান,
ভূতলে, নভোনীলে।
(গীতাবলি)

নির্দেশনা

ক) জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষকে ভালোবাসবে।

খ) শত্রু ও অন্যায়কারীকে ক্ষমা করবে।

গ) কাউকে কোন প্রতিশ্রুতি দিলে তা রক্ষা করবে।

এসো প্রার্থনা করি

হে পরম করুণাময় পিতা পরমেশ্বর, তুমি আমাদের এই কৃপা দান কর যেন আমরা জাতি, ধর্ম, বর্ণ ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে সকলকেই সমানভাবে ভালোবাসতে পারি। মানুষের দুঃখ-দুর্দশা নিবারণ ও মানুষের মজল করার জন্যই তুমি আমার যোগ্যতা, ক্ষমতা, দক্ষতা সবকিছু ব্যবহার করতে শেখাও। এই প্রার্থনা করি আমাদের প্রভু যীশুর নামে।
আমেন ॥

পূর্ব দেশীয় পণ্ডিতেরা গোশালায় এলেন

(মথি-২৪১-১২ পদ)

“ধার্মিক ও দুষ্কের মধ্যে যে ঈশ্বরের সেবা করে ও যে তাঁর সেবা না করে, উভয়ের মধ্যে প্রভেদ দেখবে।”

(মালাখি ৩ঃ১৮ পদ)

তোমরা জেনেছ যে, ভাবাবাদীদের কথামতো মুক্তিদাতা যীশু বেথলেহেমে এক গোশালায় জন্ম নিয়েছেন। তিনি মানুষকে পাপ থেকে উদ্ধার করার জন্য পৃথিবীতে এসেছেন। তিনি তাঁর শিক্ষা, উপদেশ, কাজ ও জীবনাদর্শ দিয়ে মানুষকে পৃথিবীতে সুখ শান্তিতে বসবাস করার উপায় দেখিয়েছেন এবং আধ্যাত্মিক জীবনে মুক্তির পথ নির্দেশ করেছেন। যারা তাঁর উপদেশ ও শিক্ষা মেনে চলবে, তাদের জীবন সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধিতে ভরে উঠবে, আর মৃত্যুর পরে পাবে স্বর্গের অনন্ত সুখ। তাই মুক্তিদাতা যীশুর জন্ম সমস্ত মানব জাতির জন্য এক পরম আনন্দের সুখবর। ২৫শে ডিসেম্বর খ্রিস্ট যীশুর জন্মদিন। এই দিন পৃথিবীর সকল খ্রিস্টানরা এক পরম আনন্দে মেতে ওঠে। প্রভু যীশুর প্রতি বিশেষ পূজা-অর্চনা ও অর্ঘ্য উৎসর্গ করে। তারা আত্মায় লাভ করে পবিত্রতা এবং দেহ-মনে লাভ করে বিমল আনন্দ ও তৃপ্তি। প্রতিজ্ঞা করে আগামী সারাটি বৎসর তারা পবিত্রভাবেই জীবনযাপন করবে। তারা যীশুর মতো মানুষের সেবা ও কল্যাণ করে নিজের ও অপরের মজল সাধন করবে। পরিহার করবে সকল প্রকার পাপ চিন্তা ও পাপ কাজ। তারা প্রতিজ্ঞা করে যে হিংসা-দেষ, ক্রোধ-অহংকার, লোভ-লালসা, দুষ্ক লোকের সংসর্গ, কুপারামর্শ ও নানা ধরনের চক্রান্ত ইত্যাদি পরিত্যাগ করে মানসিক ও আধ্যাত্মিক শান্তিতে জীবনযাপন করবে। অন্যের জন্যও খুলে দিবে শান্তির দ্বার।



পূর্ব দেশীয় তিন পণ্ডিত যীশুকে দেখতে এলেন

গোশালায় তিন পণ্ডিতের আগমন

যীশুর জন্মের পর প্রথমে রাখালেরা, পরে পূর্বদেশীয় তিন জন ধার্মিক পণ্ডিত যীশুকে দেখতে এলেন।

যীশুর জন্ম হলে আকাশে এক অদ্ভুত তারা দেখা দিল। সেই তারা দেখেই তিন পণ্ডিত জেরুজালেমে হেরোদ রাজার দরবারে উপস্থিত হলেন। তাঁরা যীশুকে পূজা করবার জন্য ভীষণভাবে উদ্বিগ্ন ছিলেন। যীশুকে উপহার দেবার জন্য তাঁরা সজ্জা করে এনেছিলেন স্বর্ণ, ধূপ-ধুনা ও গন্ধরস। তাঁরা জেরুজালেমে পৌঁছে হেরোদ রাজাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “ইহুদিদের নতুন রাজা কোথায় জন্মেছেন? আমরা আকাশের নতুন তারাটি দেখেই তো বুঝতে পেরেছি তিনি জন্মেছেন। আমরা তাঁকে প্রণাম করতে এসেছি।” তা শুনে রাজা হেরোদ ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। আমি রাজা, আবার আমার রাজ্যে আরেক রাজার আগমন? এ হতে পারে না। দেখা যাক। তিনি তাঁর পণ্ডিত ও শাস্ত্রীদের ডেকে সভা করলেন এবং জিজ্ঞেস করেন, “কোথায় সেই ত্রাণকর্তা যীশু জন্মগ্রহণ করার কথা? তাঁরা গণনা করে এ ধর্ম শাস্ত্র দেখে বললেন, “ত্রাণকর্তা যীশুর জন্ম হবে যুদেয়ার অন্তর্গত বেথলেহেমে, কারণ ভাববাদী মীখা তো তাঁর ভবিষ্যৎ বাণীতে এ কথাই লিখেছেন।”

আবার এক প্রবক্তা এ কথাও বলে গেছেন, “হে বেথলেহেম নগর, যুদেয়ার অন্যসব নগর হতে তুমি ছোট, কিন্তু তোমার কোলেই আমাদের নেতার জন্ম হবে, তিনি ইস্রায়েল জাতিকে প্রতিপালন করবে।” (মথি ২:৬)।

একথা শুনে রাজা হেরোদের অন্তর ক্রোধ ও হিংসার আগুনে জ্বলে উঠল। তিনি পণ্ডিতদের গোপনে ডেকে নিয়ে ভালো করে জেনে নিলেন, কোন সময় সেই তারা উঠেছিল। শেষে তিনি পণ্ডিতদের এই বলে বিদায় দিলেন, “ঠিক আছে, তোমরা বেথলেহেমে যাও এবং শিশুটিকে খুঁজে বের কর। খুঁজে পেলে ফিরার পথে আমাকে সংবাদ দিও। আমিও গিয়ে তোমাদের রাজাকে পূজা করব।”

পণ্ডিতেরা আবার পথ চলতে শুরু করলেন। যে তারাটি পণ্ডিতদের পূর্বদেশ থেকে পথ দেখিয়ে এনেছিল, সেটি আবার আকাশে দেখা দিল এবং তাঁদের আবার পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। বেথলেহেমে গিয়ে শিশু যীশু যে গোশালায় জন্মেছিলেন তারাটি ঠিক তার উপর গিয়ে থেমে গেল। পণ্ডিতেরা গোশালায় ঢুকে শিশুটিকে মা মারীয়া ও সাধু যোসেফের সম্মুখে এক যাবপাত্রে শোয়ান দেখতে পেলেন। তাঁদের বহু প্রতীক্ষিত যীশুকে দেখতে পেয়ে তিন পণ্ডিত আনন্দে ও কৃতজ্ঞতায় আত্মহারা হয়ে পড়লেন। তাঁরা জ্ঞানপাত করে যীশুকে প্রণাম করলেন। তারপর তাঁরা বাস্ক-পেটরা খুলে

স্বর্ণ, ধূপ-ধূনা ও মূল্যবান গন্ধরস উপহার দিলেন।

ঈশ্বর স্বপ্নে তাঁদের বললেন তাঁরা যেন যাবার পথে রাজা হেরোদের সঙ্গে দেখা না করে। কারণ রাজা হেরোদের মনে ঈর্ষা জন্মেছে, তিনি যীশুকে হত্যা করার জন্য চক্রান্ত করছেন। কাজেই তিন পণ্ডিত আর হেরোদের কাছে গেলেন না। তাঁরা ভিন্ন পথ ধরে নিজ দেশে ফিরে এলেন।

পড় ও বুঝতে শিখ

(১) “যে লোক পাষাণ্ড, যে লোক অপরাধী, সে মুখের কুটিলতায় চলে, সে চক্ষু দ্বারা ইজিত করে, পদ দ্বারা কথা বলে। সে অজ্ঞুলি দ্বারা সংকেত করে। সে সতত কুকল্পনা করে, সে বিবাদ খুলে দেয়। সেজন্য হঠাৎ তার বিপদ আসবে। হঠাৎ সে ভগ্ন হবে, আর প্রতিকার পাবে না।

—(হিতোঃ ৬ঃ১২-১৫ পদ)

(২) মন্দ থেকে দূরে যাও, যা ভাল তাই কর, শান্তির অন্বেষণ ও অনুধাবন কর। ধার্মিকগণের প্রতি সদাপ্রভুর দৃষ্টি আছে, তাদের আর্তনাদের প্রতি তাঁর কর্ণ আছে। সদাপ্রভু মুখ দূরাচারদের প্রতিকূল, তিনি পৃথিবী থেকে তাদের আশ্রয় উচ্ছেদ করবেন।”

—(গীতাঃ ৩৪ঃ১৪-১৬ পদ)।

মনে রেখ

হিংসা, ঈর্ষা, ক্রোধ ইত্যাদি মানুষের মনের শান্তি নষ্ট করে এবং পদ লোভ, ধন লোভ, স্বার্থ চিন্তা প্রভৃতি পাপের জন্ম দেয়। তারা নানাবিধ কুচক্রান্তে লিপ্ত হয় ও অন্যকে কুপরামর্শ দেয়। তারা নরহত্যা, চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই, পরের দ্রব্য লুট, নারী অপহরণ, মদ্যপান, মাদকাসক্তি প্রভৃতি অপকর্মে লিপ্ত হয়। তারা হঠাৎ করে বিপদে পড়ে ও তাদের সর্বনাশ ঘটে। কিন্তু ঈশ্বর তাদের প্রতি দৃষ্টি রাখেন।

একটি গল্প বলি শোন

দুই বন্ধু ছিল। তাদের মধ্যে খুব ভাব। একজন ধনী জমিদারের সন্তান আর একজন গরিব কৃষকের সন্তান। জমিদারের সন্তানটি ভোগ-বিলাস ও বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আমোদ-ফুর্তিতে জীবন কাটাতে লাগল, ফলে তার লেখাপড়া হল না। আর গরিব কৃষকের সন্তানটি অনেক কষ্টের মধ্যেও উচ্চ শিক্ষা লাভ করে এক সরকারি অফিসে বড় চাকরি পেল। চাকরিতেও তার পরিশ্রম, সততা ও ভদ্রতার জন্য সকলেই তাকে খুব সম্মান করে। সর্বত্রই তার সুনাম ও সুখ্যাতি। এ দেখে জমিদারের ছেলের ঈর্ষা হল। সে চিন্তা করল যে, বন্ধুটিকে হরিণ শিকারের প্রস্তাব দিবে এবং গভীর বনে গিয়ে সে তার বন্ধুকে হত্যা করবে। বাড়ি এসে বলবে যে তাকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে।

প্রস্তাব দিতেই জমিদার ছেলের বন্ধুটি শিকারে যাবার জন্য রাজি হল। তারা এক গভীর বনে ঢুকল। কৃষকের ছেলের মনে যেন কেমন ভয় ভয় হচ্ছিল। ঠিক এমন সময় এক বিরাট বাঘ এসে উপস্থিত। কৃষকের ছেলের দৌড়ে পালিয়ে মাঠে বের হয়ে এল। সে চিৎকার করে লোকজন ডেকে জড় করল। এদিকে বন্ধুক উঁচু করতেই বাঘটি জমিদারের ছেলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তার ঘাড় মটকিয়ে টেনে হেঁচড়ে আরও গভীর জঙ্গলে নিয়ে গেল। লোকেরা লাঠিসোটা নিয়ে বনে প্রবেশ করল। তারা জমিদারের ছেলের মৃত দেহ ও বন্ধুকটি নিয়ে জমিদারকে দিল। দেখলে তো? সৎজনকে ঈশ্বর কেমন করে রক্ষা করেন, আর দুর্জনকে দেন কেমন শাস্তি।

নীরবে প্রার্থনা কর

হে করুণাময় পিতা, তুমি আমাকে হিংসা, ঈর্ষা, ক্রোধ ও লোভ-লালসার হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখ। আমি যেন পরের দ্রব্য, মান-মর্যাদা দেখে ঈর্ষা বা লোভ না করি। আমার যা আছে তাই নিয়েই যেন সন্তুষ্ট থাকি, তুমি আমাকে শক্তি দাও, আমি যেন আমার চিন্তা-ভাবনা, কাজ-কর্ম, কথাবার্তা, ও জীবনাদর্শ নিয়ে মানুষের মজল করতে পারি, কারো অমজল যেন চিন্তা না করি। সমস্ত প্রশংসা ও ধন্যবাদ তোমারই হোক, প্রভু। আমেন।

ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা

এক সজ্ঞো বল

প্রথম	:	তুমি আপন প্রভু ঈশ্বরকে পূজা করবে, কেবলই তাঁর সেবা করবে।
দ্বিতীয়	:	ঈশ্বরের নাম অনর্থক নেবে না।
তৃতীয়	:	রবিবার দিন বিশ্রাম করে তা শুম্ভভাবে পালন করবে।
চতুর্থ	:	পিতামাতাকে সম্মান করবে।
পঞ্চম	:	নরহত্যা করবে না।
ষষ্ঠ	:	ব্যভিচার করবে না।
সপ্তম	:	চুরি করবে না।
অষ্টম	:	মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে না।
নবম	:	পরস্রীতে লোভ করবে না।
দশম	:	পরদ্রব্যে লোভ করবে না।

নির্দেশিকা

প্রভুর প্রার্থনা, ভক্তি নিবেদন, আশা নিবেদন, অনুতাপ নিবেদন এবং ঘুমানোর পূর্বে ও শয্যা ত্যাগের প্রার্থনা শিখবে।
আহারের পূর্বের ও পরের প্রার্থনাগুলো মুখস্থ করবে এবং একত্রে বলতে শিখবে এবং ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা বিভিন্ন মণ্ডলীর শিক্ষা অনুযায়ী শিখবে।

শিশু যীশুকে নিয়ে মিশর দেশে গমন

—(মথি ২ঃ১৩-২১ পদ)

“যাহারা সদাপ্রভুতে নির্ভর করে
তাহারা সিয়োন পর্বতের সদৃশ্য,
যা অটল ও চিরস্থায়ী।”

—(গীতসংহিতা ১২৫ঃ১ পদ)।

“যদি সদাপ্রভু গৃহ নির্মাণ না করেন,
তবে নির্মাতারা বৃথাই পরিশ্রম করে
যদি সদাপ্রভু নগর রক্ষা না করেন,
রক্ষকরা বৃথাই জাগরণ করে।”

—(গীতসংহিতা ১২৭ঃ১ পদ)।

তোমরা পূর্ব পাঠে জেনেছ যে, বেথলেহেমে যীশুর জন্মের পর রাখাল ও পণ্ডিতেরা স্বর্গদূতের কাছে সংবাদ পেয়ে যীশুকে দেখতে যান। তখন হেরোদ রাজার মনে ভীষণ ভয় ছিল। তিনি ভাবলেন, তাঁর সিংহাসনে যীশু বসে রাজত্ব করবেন। তিনি পণ্ডিতদের যীশু কোথায় জন্মেছেন তা জেনে তাঁকে সংবাদ দিতে বললেন। কারণ তার মনে যীশুর বিরুদ্ধে ঈর্ষা ও ক্রোধ দেখা দিল। ঈর্ষা হল এক প্রকার বড় পাপ। মানুষ ঈর্ষা ও ক্রোধের বশবর্তী হয়ে আরও নানা পাপে লিপ্ত হয়।

ঈর্ষাপরায়ণ মানুষ খুন, রাহাজানি, মারামারি, অন্যের সম্পত্তি দখল ইত্যাদি অপরাধ করে থাকে। কিন্তু যারা সদাশ্রম আশীর্বাদের পাত্র তিনি তাকে তাদের হাত থেকেও ঐশ্বরিকভাবে রক্ষা করে থাকেন।

আজ আমরা জানব ষড়যন্ত্রকারী হেরোদের কাছ থেকে ঈশ্বর কীভাবে যীশু খ্রিস্টকে রক্ষা করেছিলেন।



সাধু যোসেফ, শিশু যীশু ও মা মারীয়াকে নিয়ে মিশর দেশে যাচ্ছেন

তোমরা জান যে, পূর্বদেশীয় পণ্ডিতগণ হেরোদের ষড়যন্ত্র বুঝতে পেরে অন্য পথে নিজ দেশে চলে এসেছিলেন, আর এদিকে প্রভুর এক দূত স্বপ্নে সাধু যোসেফকে দর্শন দিয়ে বললেন, “উঠ, শিশুটি ও তাঁর মাকে নিয়ে শীঘ্রই মিশর দেশে চলে যাও। আর আমি যতদিন না বলি ততদিন সেখানে থাক কারণ, হেরোদ রাজা শিশুটিকে বধ করার জন্য অনুসন্ধান করবে।” সাধু যোসেফ দূতের আদেশ পেয়ে তক্ষণি গভীর রাতে শিশু যীশু ও মা-মারীয়াকে নিয়ে মিশর দেশে চলে গেলেন। হেরোদ রাজার মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা সেখানেই থেকে গেলেন।

হেরোদ রাজা বুঝতে পারলেন, পণ্ডিতগণ তাঁকে ফাঁকি দিয়েছেন। তখন তিনি ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে রাগে ফেটে পড়লেন। তিনি আর এক মহা অন্যায়ের পথে পা বাড়ালেন। তিনি সে দেশের দুই বৎসর ও তার কম বয়সী যত ছেলে শিশু ছিল সকলকে হত্যা করার আদেশ দিলেন। তখন যিরমিয় ভাববাদীর ভবিষ্যৎ বাণী পূর্ণ হল :

“রামায় শব্দ শোনা যাচ্ছে,

হাহাকার ও অত্যন্ত রোদন,

রাহেল আপন সন্তানদের জন্য রোদন করছে

সান্ত্বনা পেতে চান না, কেননা তারা নেই।”

—(যিরমিয় : ৩১ঃ১৫)।

হেরোদ মারা গেলে প্রভুর এক দূত সাধু যোসেফকে আবার স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন, “উঠ, শিশুটি ও তাঁর মাকে নিয়ে আবার ইস্রায়েল দেশে যাও। যারা তাঁকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল তারা আর বেঁচে নেই।” পরে সাধু যোসেফ ঘুম থেকে উঠে শিশু যীশু ও মা মারীয়াকে নিয়ে ইস্রায়েল দেশে ফিরে আসলেন।

চিন্তা কর

ঈশ্বরের ক্ষমতা কত অসীম। তিনি ইচ্ছা করলে অন্যান্যকারীর হাত থেকে আমাদের সবাইকে রক্ষা করতে পারেন। যার প্রতি ঈশ্বরের দয়া রয়েছে ঈশ্বর তাদের নিরাপদে রাখেন। ঈশ্বরের দয়া তখনি আমরা লাভ করব যখন আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে চলব। তাঁর আদেশ নির্দেশে জীবনযাপন করব।

“অমঙ্গল পাপীদের পশ্চাতে পশ্চাতে দৌড়ে
কিন্তু ধার্মিকদিগকে মঙ্গলরূপে পুরস্কার দেওয়া হয়।”

(হিতো ১৩ঃ২১)।

“আশু ক্রোধী অজ্ঞানের কার্য করে
আর কুকল্পনাকারী ঘৃণার পাত্র হয়।”

—(হিতোপদেশ-১৪ঃ১৭ পদ)।

যারা পাপী ও ঈশ্বরের আদেশ-নির্দেশ মতো চলে না তারা মনে শান্তি পায় না। অন্যদিকে যারা ঈশ্বরের পথে চলে এবং প্রার্থনার জীবনযাপন করে তারা অন্তরে শান্তি পায়। তাদের প্রতি ঈশ্বরের অফুরন্ত আশীর্বাদ থাকে।

মনে রেখ

সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বরের এক বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমাদের সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাদের প্রত্যেকের জন্য নির্দিষ্ট কাজ স্থির করে দিয়েছেন যেমন, যীশুকে আমাদের মুক্তির জন্য পাঠিয়েছিলেন। তাঁর কাজ সমাধা না হওয়া পর্যন্ত ঈশ্বর তাঁকে হেরোদ রাজা, ফরীশী ও দুষ্ক ইস্রায়লীয়দের কাছ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। যীশু ঈশ্বর-পুত্র হয়েও শত ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে জীবনযাপন করে পিতা ঈশ্বরের পরিকল্পিত লক্ষ্যে পৌঁছতে চেষ্টা করেছেন। ঈশ্বর সর্বদা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে রয়েছেন এবং শক্তি ও সাহস যুগিয়েছেন।

সুতরাং ঈশ্বর আমাদের জন্য কি কাজ ঠিক করেছেন তা এখনই ভাবতে হবে। আর জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে আমাদের অনেক বাধা-বিপত্তি আসবেই। কিন্তু ভয় করলে তো চলবে না, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে এবং অন্যায় থেকে দূরে সরে থাকতে হবে। যেমনি দাঁড়িয়ে ছিল আমাদের দেশের মুক্তি সেনারা।

১৯৭১ সালে আমাদের দেশে স্বাধীনতা যুদ্ধের কথা নিশ্চয় তোমরা শুনেছ। তখন এদেশের দামাল ছেলেরা স্বাধীনতা আদায়ের জন্য পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। তাদের একটাই লক্ষ্য ছিল স্বাধীনতা অর্জন। আবার অসহায় হয়ে মৃত্যু ভয়ে অনেক লোক পালিয়ে গিয়েছিল প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে। দীর্ঘ নয় মাস এ দেশের মুক্তি সেনারা যুদ্ধ করে দেশকে স্বাধীন করেছে। এখন আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক। আমাদের দেশ স্বাধীন বাংলাদেশ। ঈশ্বর নিশ্চয়ই ঐ মুক্তি সেনাদের এ কাজের জন্য সৃষ্টি করেছিলেন। তারাও তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাহসিকতা নিয়ে যুদ্ধ করে দেশকে স্বাধীন করেছে। যারা মৃত্যুভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল, তারাও দেশে ফিরে এসে দেশের সার্বিক উন্নতির কাজে আত্মনিয়োগ করেছে। ঠিক তেমনি তোমাদেরও দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতি সাধন করতে হবে। তা হলেই স্বাধীনতাকে টিকিয়ে রাখা যাবে, এজন্য তোমাদের সবাইকে এখন থেকেই শিক্ষা-দীক্ষা ও আদর্শ, জ্ঞানে ও গুণে প্রস্তুত হতে হবে।

আমাদের জন্য শিক্ষা

- ঈশ্বরই আমাদের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, পালনকর্তা ও মুক্তিদাতা প্রভু।
- ঈর্ষা, হিংসা ও রাগ আরও বড় অন্যায়ের পথ খুলে দেয়।
- সকল কাজে ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল হলে জীবনে শান্তি পাওয়া যায় ও নিরাপদে থাকা যায়।
- ষড়যন্ত্র ও অন্যায় কাজ দেশের, অন্য মানুষের এবং নিজের অনেক ক্ষতি করে।

এসো প্রার্থনা করি

হে প্রেমময় পিতা, তুমি তোমার ভালোবাসায় আমাদের প্রত্যেকের অন্তর পরিপূর্ণ কর, যাতে আমরা অন্যদের প্রতি ঈর্ষা না করি। আর ক্রোধে যেন হতে পারি সৎযত। আমরা যেন অন্যের কোন ক্ষতিই না করি। ঝগড়া, মারামারি যেন পরিত্যাগ করতে পারি। তুমি সর্বদা আমাদের সঙ্গে চল এবং সঙ্গে থাকো। প্রিয় যীশুর নামে এই কৃপা চাই।

আমেন ॥

মুখস্থ কর

“যারা সদাপ্রভুতে নির্ভর করে,
তারা সিয়োন পর্বতের সদৃশ্য,
যা অটল ও চিরস্থায়ী—।”

—(গীতসংহিতা ১২৫ঃ১ পদ)।

শিশু যীশুকে মন্দিরে উৎসর্গ

—(লুক-২ঃ২২-৩৯ পদ)

“মনুষ্য মনে মনে নানা সংকল্প করে।
কিন্তু জিহ্বার উত্তর সদাপ্রভু হইতে হয়।”

—(হিতোপদেশ ১৬ঃ১ পদ)।

এ পৃথিবীর সব কিছুই নিয়মের মধ্যে হয়। যেখানে নিয়মকানুন নেই, সেখানে কোন শৃঙ্খলা থাকে না। চন্দ্র ও সূর্যের আকর্ষণে জোয়ারভাটা ও ঋতু পরিবর্তন হয়। এতে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকে। আদিকাল থেকেই ধর্মীয় লোকের মধ্যেই কিছু নিয়মনীতি বিদ্যমান। আমরা পুরাতন নিয়মে যাত্রা পুস্তকে ১৩ঃ১২-২৫ পদ ও লেবীয় পুস্তকে ১২ঃ৬-৮ পদ পড়লে বুঝতে পারব, তখন থেকে সদাপ্রভু কিছু ধর্মীয় নীতি স্থির করে দিয়েছেন। আজও সেই নিয়ম অনুসারে গ্রামের কৃষক তার ক্ষেতের প্রথম ফসল এবং গাছের প্রথম ভালো ফলটি রবিবার দিন গির্জা ঘরে নিয়ে গিয়ে উৎসর্গ করে। আবার আমরা সবাই রবিবার দিন কিছু টাকা পয়সা গির্জায় দান করে থাকি। তেমনি পরিবারে নতুন শিশু জন্ম নিলেও কিছু দিন পর তাকে গির্জা ঘরে নিয়ে গিয়ে ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করি। আবার দীক্ষামান ও বাপ্টিস্ম সাক্রামেন্টের মাধ্যমে শিশুটিকে শুচি ও মন্ডলীভুক্ত করা হয়। এটা প্রত্যেকটি খ্রিস্টান পিতামাতার দায়িত্ব ও অবশ্য কর্তব্য। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে শিশুদের এমনকি বড়দের মজালের জন্যও গির্জায় মানত উৎসর্গ করা হয়।

তেমনি যীশু খ্রিস্টের বেলায়ও পুরাতন প্রচলিত নিয়মানুসারে এমন একটি নিয়ম ও অনুষ্ঠান পালন করা হয়েছিল। সে সম্পর্কে আজ আমরা তোমাদের জানাচ্ছি।

যীশু খ্রিস্টের জন্মের আট দিন পূর্ণ হলে তাঁর নাম রাখা হল যীশু। এই নামটি স্বর্গদূত দিয়েছিলেন। মোশীর নিয়ম অনুসারে যীশু ও মারীয়ার শুচি হবার সময় হলে সাধু যোসেফ ও কুমারী মারীয়া যীশুকে প্রভুর কাছে উৎসর্গ করার জন্য জেরুজালেমের মন্দিরে নিয়ে গেলেন। কারণ প্রভুর বিধানে একথা লেখা আছে, “প্রথম জাত প্রত্যেক পুরুষ সন্তানকে প্রভুর কাছে নিবেদন করা হবে।” (যাত্রা ১৩ঃ২ পদ)। তাঁরা উৎসর্গের চিহ্নরূপে এবং প্রভুর বিধানের নির্দেশ মতো সঙ্গে নিলেন এক জোড়া ঘুঘু ও দুটি কবুতরের বাচ্চ।

তখন জেরুজালেমে শিমিয়োন নামে একজন ধার্মিক ও ভক্তপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ইস্রায়েল জাতির মুক্তির অপেক্ষায় ছিলেন। পবিত্র আত্মা তাঁর উপর অধিষ্ঠিত ছিলেন। পবিত্র আত্মা তাঁকে অলৌকিকভাবে জানিয়ে ছিলেন যে, প্রভুর প্রতিশ্রুতি খ্রিস্টকে না দেখা পর্যন্ত তাঁর মৃত্যু হবে না। যীশুর পিতামাতা যখন প্রভুর বিধান পূর্ণ করতে জেরুজালেমে

এলেন তখন শিমিয়োন পবিত্র আত্মার প্রেরণায় মন্দিরে এলেন। তিনি শিশুটিকে কোলে তুলে নিয়ে আনন্দে বলতে লাগলেন—

“হে প্রভু, তোমার কথা মতো তোমার দাসকে এবার শান্তিতে যেতে দাও। কেননা আমার চোখ তোমার পরিত্রাণ দেখেছে, যা সকল জাতির পরিত্রাণের নিমিত্ত করেছে। ইহা বিজাতীয়দের উদ্ধাসিত করার আলো। ইহা তোমার আপন জাতি ইস্রায়েলের মহা গৌরব” (লুক ২৪২৯-৩২)।

শিশুটির সম্বন্ধে এসব কথা শুনে তাঁর পিতা মাতা খুবই অবাক হলেন। শিমিয়োন তাঁদের আশীর্বাদ করলেন, তারপর শিশুটির মা মারীয়াকে বললেন, “দেখ, এই শিশু ইস্রায়েল জাতির মধ্যে অনেকের পতন ও উত্থানের কারণ। এ হয়ে উঠবে অস্বীকৃত এক ঐশ নিদর্শন। এর ফলে অনেকের গোপন চিন্তা প্রকাশিত হয়ে পড়বে। আর তোমার নিজের প্রাণও খড়্গে বিদ্ধ হবে।” (লুক ২৪৩৪-৩৫)।

তখন মন্দিরে হান্না নামে এক ভাববাদিনী ছিলেন। তিনি আশের বংশজাত পনুয়েলের কন্যা। তাঁর বয়স ছিল চুরাশি বছর। বিয়ের সাত বছর পর বিধবা হয়ে তিনি এই মন্দিরের সেবায় এসেছেন। এরপর তিনি কখনও মন্দিরের বাইরে যাননি। মন্দিরে থেকে তিনি উপবাস ও প্রার্থনা করে ঈশ্বরের উপাসনা করতেন। তিনিও শিমিয়োনের মতো পবিত্র আত্মার আবেশে শিশু যীশুকে দেখে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন। যারা জেরুজালেমের মুক্তির অপেক্ষায় ছিলেন তাদের সকলকেই যীশুর কথা বলতে লাগলেন।

প্রভুর বিধানমত মন্দিরে যীশুর উৎসর্গে সমস্ত কাজ শেষ করে যোসেফ ও মারীয়া যীশুকে নিয়ে গালীলে তাঁদের নিজ শহর নাজারেথে ফিরে এলেন। সেখানেই তিনি পিতামাতার বাধ্য থেকে বেড়ে উঠতে লাগলেন।

চিন্তা কর :

আমাদের প্রভু যীশু খ্রিস্ট ঈশ্বরের পুত্র হয়ে এই পৃথিবীতে এসেছেন। মা মারীয়া ও সাধু যোসেফ ধর্মীয় প্রচলিত বিধিবিধান মেনে চলেছেন। তেমনি আমাদেরও ধর্মীয় বিধান বা নিয়মকানুন মেনে চলতে হয়। ধর্মীয় বিধিবিধানগুলোর সাথে রাষ্ট্রীয় বিধানগুলোও সংযুক্ত। রাষ্ট্রীয় বিধিবিধান মেনে না চললে আমরা দেশের সুনামগরিক হতে পারি না। আইন ছাড়া রাষ্ট্র চলে না। দেশের প্রতিটি নাগরিক দেশের আইন-শৃঙ্খলা মেনে চললে দেশও সুখী এবং সমৃদ্ধ হবে।

মনে রেখ

ধর্মীয় বিধিবিধান মেনে চললে আমরা মনে প্রশান্তি লাভ করব। আর একদিন পরমপিতার দর্শনলাভ করতে পারব। লাভ করব স্বর্গের অনন্ত সুখ। রাষ্ট্রীয় অনুশাসনগুলো মেনে চললে দেশের মানুষ সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারবে। সেখানে থাকবে না কোন হানাহানি, চুরি-ডাকাতি, খুন, রাহাজানি। বর্তমানে আমাদের দেশেও চুরি, ডাকাতি, খুন রাহাজানিতে ভরে যাচ্ছে। ফিরে আসছে যেন সেই আদিম বর্বর যুগ। বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে আমরা নিজেদের বুদ্ধির বলে অনেক কিছু তৈরি করতে শিখেছি। ঈশ্বর তো কোনো কিছুর অপব্যবহার করতে বলেননি। বিজ্ঞান নতুন কিছু আবিষ্কার করতে শিখিয়েছে কিন্তু ধ্বংস করতে শিখায়নি। আমরা আমাদের জ্ঞান, বিচার-বিবেচনা ও শিক্ষা-দীক্ষা দেশ ও জাতির কল্যাণের জন্য ব্যবহার করব।

আমাদের জন্য শিক্ষা

- ক) ঈশ্বরের অনুগ্রহ পেয়ে তাঁকে ধন্যবাদ দিতে হয়।
- খ) কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তাঁর নামে কিছু উৎসর্গ করতে হয়।
- গ) শিমিয়োন ও হান্নার মতো সৎ জীবনযাপন করতে হবে। আর প্রার্থনার জীবন গ্রহণ করতে হবে প্রত্যেক মানুষকে।
- ঘ) পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিধিবিধান অবশ্যই সকল নাগরিককে মানতে হবে।
- ঙ) নিজেকে খ্রিস্টের নির্দেশিত সেবা কাজে উৎসর্গ করতে হবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. যীশু খ্রিস্টের জন্ম হয় বেথলেহেমের –
 ক. এক পান্থশালায়
 গ. এক গোশালায়
 খ. এক কুঁড়েঘরে
 ঘ. এক সুন্দর দালানের কোণায়
২. স্বর্গদূত রাখালদের কাছে এসেছিলেন –
 ক. ভাববাদীর জন্ম সংবাদ দিতে
 গ. রাজার জন্ম সংবাদ দিতে
 খ. যীশু খ্রিস্টের জন্ম সংবাদ দিতে
 ঘ. রাম্রুপতির জন্ম সংবাদ দিতে
৩. স্বর্গদূতেরা প্রশংসা করেছিল –
 ক. মারীয়ার
 গ. মানুষের
 খ. ভাববাদীদের
 ঘ. ঈশ্বরের
৪. রাখালেরা মাঠে রাত ভর –
 i. খেলা করছিল
 ii. মেঘপাল পাহারা দিচ্ছিল
 iii. কীর্তন করছিল

নিচের কোনটি সঠিক ?

- ক. i
 গ. iii
 খ. ii
 ঘ. i ও ii
৫. ইম্মানুয়েল এর অর্থ–
 i. আমাদের উপর ঈশ্বর
 ii. আমাদের সঙ্গে ঈশ্বর
 iii. আমাদের মধ্যে ঈশ্বর

নিচের কোনটি সঠিক ?

- ক. i
 গ. iii
 খ. ii
 ঘ. i ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৬ ও ৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

আলেকজান্ডার রোজারিও হিংসা ও ঈর্ষান্বিত হয়ে ধার্মিক ফিলিপের গোশালায় যাবপত্রে বিষ ঢেলে দেয়। ঘটনাক্রমে সে যাবপাত্রে খাদ্য ফিলিপের গরু খেয়ে ফেলে এবং মারা যায়।

৬. এ ঘটনাটির ভাবার্থের সাথে কোন ভাবার্থের মিল রয়েছে?
 ক. সজ্জন অসহায় এবং দুর্জন শক্তিশালী
 খ. সজ্জনকে ঈশ্বর রক্ষা করেন এবং দুর্জনকে শাস্তিদেন
 গ. সজ্জনকে সহজে বিপদে ফেলা যায়
 ঘ. দুর্জনকে বিপদে ঈশ্বর সাহায্য করেন
৭. এ ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় –
 i. অন্যের অনিষ্ট কামনা করলে নিজের অনিষ্ট হয়
 ii. অন্যের অনিষ্ট কামনা করলে নিজের কোন অনিষ্ট হয় না
 iii. গোপনে অন্যের অনিষ্ট কামনা করতে হয়

নিচের কোনটি সঠিক ?

- ক. i
গ. iii

- খ. ii
ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. লিমন বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান। সে তার মায়ের বাধ্য ছেলে। সে সর্বদা মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করে। তার মা তাকে সব সময় পবিত্র বাইবেল পড়ে শুনান এবং গুরুজনদের বাধ্য থাকার জন্য বলেন। মা বলেন বাধ্যতার জীবনে ঈশ্বরের আশীর্বাদ রয়েছে। যেমন যীশু পিতামাতার বাধ্য ছিলেন। লিমনের মা লিমনকে বাইবেলের নিয়ম মেনে জীবনযাপন করার পরামর্শ দিলেন।
 - ক. বাধ্যতা কী ?
 - খ. কীভাবে ঈশ্বরের প্রতি বাধ্য থাকা যায় ?
 - গ. লিমন কীভাবে প্রতিষ্ঠা পেতে পারে ?
 - ঘ. ‘বাধ্যতার জীবনে রয়েছে ঈশ্বরের আশীর্বাদ’- বিশ্লেষণ কর।
২. পল্লব জমিদার পিতার সন্তান। সে ভোগ বিলাস ও বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আমোদ-ফুঁর্তিতে জীবন কাটায়। দশ আজ্ঞার প্রতি সে সম্পূর্ণ উদাসীন। এক দিন কথা প্রসঙ্গে তার বন্ধু তপন তাকে ঈশ্বরের দশ আজ্ঞার বিষয় জানাল। দশ আজ্ঞার বিষয় জেনে সে তার পূর্বের জীবন ত্যাগ করে ঈশ্বরের পথে চলতে শুরু করল। এখন সে মিথ্যা কথা বলে না এবং আমোদ-ফুঁর্তিতে সময় নষ্ট করে না।
 - ক. দশ আজ্ঞার চতুর্থ আজ্ঞাটি কী ?
 - খ. কেন আমরা দশ আজ্ঞা পালন করব ?
 - গ. ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা পল্লব কীভাবে মেনে চলতে পারে?
 - ঘ. “মিথ্যা কথা না বলা ঈশ্বরের অন্যতম নির্দেশ” - উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।
৩. অপূর্ব ও মনি দুইজনার সুখী পরিবার। কৃষি কাজ করে তাদের পরিবার চলে। ফসলের মৌসুমে তারা ভালো ফসল পায়। এ ফসলের এক-দশমাংশ ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা স্বরূপ মন্দিরে উৎসর্গ করে। তাই তারা খুব খুশি। বাইবেলে দেখা যায়, যীশুকেও মন্দিরে নিয়ে উৎসর্গ করা হয়েছিল। যীশুকে উৎসর্গ করার এরূপ আদর্শ অনুসরণ করে প্রত্যেক খ্রিস্টভক্তের সেরূপ জীবনযাপন করা উচিত।
 - ক. জন্মের কত দিন পর যীশুকে মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ?
 - খ. কেন যীশুকে মন্দিরে নেওয়া হয়েছিল।
 - গ. অপূর্ব ও মনির জীবনের আলোকে আমাদের কেমন জীবনযাপন করা উচিত বলে তুমি মনে কর?
 - ঘ. ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

সম্ভব অধ্যায়

প্রভু যীশুর ঐশী শক্তির প্রকাশ

প্রবক্তাদের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করে দিয়ে মুক্তিদাতা যীশু পৃথিবীতে এলেন। কিন্তু তাঁর এ আগমন ছিল এতই সাধারণ যে অনেকেই তাঁকে চিনতে পারল না। এমনকি তাঁর সুন্দর শিক্ষা ও কাজ দেখেও তাঁকে চিনতে পারল না। সাধারণ কাঠমিস্ত্রি যোসেফের ছেলে বলে তিনি পরিচয় পেলেন। তিনি যে ইতিহাসে বর্ণিত মুক্তিদাতা মশীহ তা খুব কম ব্যক্তিই বুঝতে পারল। অনেকে আবার চিনতে পারলেও সাধারণ প্রবক্তা বা ভাববাদীদের একজন ভাবল। অনেকেই তাঁকে কোনো গুরুত্বই দিতে চাইল না। উল্টো তাঁর অনেক কথা ও কাজে তারা ভুল বুঝল। তাঁর ঐশ্বরিক অধিকার ও ক্ষমতার ব্যবহার দেখে অনেকে তাঁকে ধর্মদ্রোহী ভাবতে লাগল। বিশেষ করে ইহুদিদের মধ্যে ধর্ম শিক্ষক (সদ্বুকীরা) ও সমাজ নেতারা (ফরীশীরা) যীশুকে ঈশ্বরের প্রেরিত মুক্তিদাতা হিসাবে গ্রহণ করল না। তারা উল্টো তার বিরুদ্ধাচারণ করল, তারা যীশুর নতুন শিক্ষা ও কাজ উপেক্ষা করল।

এ অধ্যায়ে আমরা এমন কয়েকটি ঘটনার কথা শুনব যেখানে অনেকের মধ্যেও কয়েকজনে তাঁকে চিনতে পারল। ধীরে ধীরে যীশু যে ঈশ্বরের পুত্র, মুক্তিদাতা মশীহ সে বিশ্বাস কিছু কিছু মানুষের মধ্যে উদয় হল। তারা ক্রমে যীশুর জীবন ও কাজ দেখে তাঁকে স্বীকৃতি দিতে শুরু করল। এসব বিষয়ে পড়াশুনার পূর্বে আমাদের মনকেও প্রস্তুত করে নিতে হবে। আমরা এ যুগের আধুনিক জগতে অনেকেই ধর্মের পথ থেকে দূরে সরে থাকি। যুক্তিতর্ক বা বাস্তব প্রমাণ ছাড়া কিছুই স্বীকার করি না। অনেক সত্য বিষয়ও গ্রহণ করতে চাই না। কিন্তু যীশুর বিষয়ে যখন পড়ি বা জানতে চাই তখন সরল ও পবিত্র হৃদয় ও মন নিয়ে প্রস্তুত হতে হবে। অন্যথায় আমরাও চোখ থাকতে অন্ধ হতে পারি।

যীশুর বিষয়ে পড়ে আমাদের বিশ্বাসকে শক্ত ও সবল করে তুলব। তা না হলে এ পড়া হবে অর্থহীন। পরীক্ষায় পাস করার জন্য নয়, ত্রাণকর্তা প্রভু যীশুকে একটু একটু করে গভীরভাবে জানা এবং তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করাই আমাদের এ পড়াশুনার লক্ষ্য। একটি সুন্দর কথা আছে “শোনার চেয়ে দেখা ভাল। কিন্তু জানার থেকে বিশ্বাস আরো ভাল, কারণ বিশ্বাসের মধ্যে থাকে গভীর ভালোবাসার সম্পর্ক।”

মনে রেখ

যীশুর প্রতি আমাদের বিশ্বাস স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রধান কর্তব্য হবে তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়া। তাঁর মতো অবহেলিত ও দুঃখী মানুষের সেবা করা। সেখানে থাকবে না কোনো জাতি, ধর্ম ও বর্ণের বিভেদ। আত্মমানবতার সেবায় আত্মনিবেদন করে যীশু যে ঈশ্বরের শক্তিতে মানুষের সেবা কাজ করেছেন, তা আমরা প্রকাশ করব।

ত্রাণকর্তা যীশুর স্বীকৃতি

(যোহন ১ঃ১-৩ঃ৪)

যীশুর শিষ্য যোহন রচিত সুসমাচারটি রচিত হয়েছিল অন্য সুসমাচার তিনটির পরে। যোহন ছিলেন যীশুর খুবই প্রিয় শিষ্য। তাই অনেক ভক্তি শ্রদ্ধা নিয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে তিনি যীশুকে তুলে ধরেছেন তাঁর লেখায়। তিনি বেছে বেছে যীশুর জীবন থেকে এমন কয়েকটি ঘটনা তুলে ধরেছেন, যার মধ্যে প্রভু যীশু ঈশ্বরের বাক্য, পিতার পুত্র ও আমাদের জীবনদাতা তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

“ঈশ্বর জগতকে এমন ভালোবাসেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্র যীশু খ্রিস্টকে দান করলেন যেন যে কেহ তাঁতে বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট না হয় কিন্তু অনন্ত জীবন পায়।” (যোহন ৩ : ১৬)।

তোমরা নিশ্চয় যীশুর জন্ম কাহিনী জান। সাধু যোহন বলেন যে, যীশু মানুষ হিসাবে জন্মের আগে ঈশ্বরের বাক্য

ছিলেন। বাক্যরূপে তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে থেকে সকল সৃষ্টির কাজে জড়িত ছিলেন। সে বাক্য মানুষ হয়ে পৃথিবীতে এলেন যীশু হয়ে এবং তিনিই আমাদের বুঝিয়ে দিলেন জীবন কী? জীবনের অর্থ কী? যেমন অন্ধকারে আলোর শক্তি আমরা বুঝতে পারি। যীশু এলেন সেই আলো হয়ে।

আমরা যোহনের সুসমাচারের এ অংশটিতে দেখতে চেষ্টা করব যীশুর জন্য পথ প্রস্তুত করতে এসে বাপ্তিস্মদাতা যোহন কীভাবে যীশুর সাক্ষ্য তুলে ধরেন। কীভাবে তিনি যীশুকে ঈশ্বরের মেসশাবকরূপে স্বীকৃতি দিলেন। এ ঘটনার মধ্য দিয়ে আমরা যেমনি বাপ্তিস্মদাতা যোহনের মনের পরিচয় পাব, তেমনি যীশুর প্রতি আমাদের বিশ্বাস ও ভক্তি দৃঢ় করতে পারব। বাপ্তিস্মদাতা যোহন যীশুর আগে এসেছিলেন। তোমরা নিশ্চয় জান বাপ্তিস্মদাতা যোহন কে ছিলেন? সখরিয় ও হান্নার বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র সন্তান ছিলেন তিনি। তিনি ছিলেন একজন সংসার বিরাগী সন্ন্যাসী। নির্জন প্রান্তরে ফল মূল খেয়ে জীবন কাটাতেন। যোহন আগেই এলেন যীশুর কথা বলতে যে— ‘যীশুই ঈশ্বরের মনোনীত মুক্তিদাতা’। সে সাক্ষ্যই তুলে ধরলেন যোহন। লোকদের মধ্যে নানাভাবে পরিবর্তন আনতে চাইলেন, যেন যীশুকে তারা চিনে বিশ্বাস করতে পারেন। তিনি লোকদের কাছে প্রচার করে বললেন যে, ভাববাদী ও প্রবক্তাদের কথামত যার আসার কথা আছে, প্রভু যীশুই সেই মুক্তিদাতা মশীহ। যোহনের থেকে তিনি অনেক বড় ও মহান। কারণ ঈশ্বরই যীশুর জীবনের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছেন।

অনেকে কিন্তু ভুল বুঝেছিল। তারা ভেবেছিল বাপ্তিস্মদাতা যোহন হয়ত সেই খ্রিস্ট বা ঈশ্বরের অভিষিক্ত পুত্র। কিন্তু যোহন লোকদের ভুল ভেঙ্গে দিলেন। একদিন কি হয়েছিল জান? জেরুজালেম থেকে যিহুদি ধর্ম নেতারা কয়েকজন লোককে যোহনের কাছে পাঠিয়ে দিল। তারা এসে জানতে চাইল যোহনই মশীহ (খ্রিস্ট) কিনা? অথবা তিনি এলিয় কিনা? কিন্তু যোহন ইশাইয় (যিশাইয় ভাববাদী) প্রবক্তার কথা দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন তিনি কে? তিনি বললেন, “তিনি হলেন সেই কণ্ঠস্বর যে মরু প্রান্তরে প্রভুর আসার জন্য পথ প্রস্তুত করছিলেন। তিনি ঈশ্বরের মনোনীত মশীহ নন, কিন্তু তাঁর আগমনের জন্য পথ প্রস্তুতকারী”। তিনি যীশুকে জলে বাপ্তিস্ম (দীক্ষামান) দিলেন এবং নিজের দেওয়া বাপ্তিস্ম সম্পর্কে বুঝিয়েও দিলেন। তাঁর বাপ্তিস্ম হল পাপের থেকে মন পরিবর্তনের একটি চিহ্নমাত্র। কিন্তু প্রকৃত খ্রিস্ট, যিনি তাঁর পরে আসছেন, তিনি পবিত্র আত্মার আগুনে মানুষকে বাপ্তিস্ম দেবেন। তিনি মানুষের হৃদয় ও মনের সম্পূর্ণ পরিবর্তন সাধন করবেন। তিনি এত মহান যে, তাঁর পায়ের জুতো খোঁলার যোগ্যতাও যোহনের নেই।

যোহন তাঁকে ‘ঈশ্বরের মেসশাবক’ বলে সম্বোধন করলেন। ঈশ্বর পুত্র খ্রিস্ট মেসশাবকের মতো পবিত্র ও নিষ্কলুষ। যিনি ক্রুশে মৃত্যুবরণ করে মেসশাবকের মতো নিজেকে বলি দিলেন। বলি দিলেন যেনো মানুষ পাপ থেকে মুক্তি পায়, ইঁা এভাবে বাপ্তিস্মদাতা যোহন নিজেকে যীশুর কাছে নম্র করলেন, যীশুকে করলেন গৌরবান্বিত। তাঁর এ স্বীকৃতি এবং সাক্ষ্য আমাদেরকে যীশু যে প্রকৃত ঈশ্বরের মনোনীত প্রভু, সে সম্পর্কে যেমন স্বীকার করতে বিশ্বাস জাগিয়ে তোলে, তেমনি আবার নম্র হয়ে আমাদের জীবনে প্রভু যীশুকে গৌরবান্বিত করতে শিক্ষা দেয়।

মনে রেখ

আমরা যখন অহংকার করি, নিজেকে বড় করে তুলে ধরি, তখন যীশু আমাদের কাছে স্বীকৃতি পান না। কিন্তু আমরা যখন নিজেকে নম্রতায় ক্ষুদ্র মনে করি, তখনই আমরা খ্রিস্টকে গৌরবান্বিত করতে পারি। তখনই প্রভু বলে তিনি আমাদের কাছে স্বীকৃতি লাভ করেন। বাপ্তিস্মদাতা যোহনের কাছ থেকে তাহলে আমরা শিখেছি নিজেকে নম্র ও উদার করেই খ্রিস্টকে আমাদের জীবনে স্বীকৃতি দেয়া সম্ভব। পুরানো দিনের নম্রতার গানটি জান? এসো গানটি শিখি বা প্রার্থনার জন্য মুখস্থ করি।

যীশু নম্রতা দেও মোরে, যেন মাটি হয়ে পাই

তোমারে

করে যতন তোমার মতো হব নত, বাসনা মম

অন্তরে।

স্বর্গের ঈশ্বর হয়ে তুমি এসেছিলে মর্ত্যভূমে
ক্লশো পরে হয়ে নত জগতস্বামী প্রাণ দিলে পাণীর

তরে।

আমি কিছু ধূলিজাত, তবু গর্বিত সতত
প্রাণ মোর ওষ্ঠাগত, তবু স্মৃতি চিন্ত মম

অহংকারে।

তব পদে এই ভিক্ষা, দেহ দাসে হে শিক্ষা
নম্রতায় যেন হয় দীক্ষা,
সে প্রকৃত উন্নত ধরা-মাঝারে।

আমাদের জন্য শিক্ষা

- ১। খ্রিস্টের প্রতি যোহনের মতো বিশ্বাসে স্বীকৃতি দান।
- ২। মানুষের কাছে খ্রিস্টকে প্রকাশ করা।
- ৩। ‘আমাকে’ নয়, কিন্তু নম্রতায় আমার জীবন ও কাজের মধ্য দিয়ে ‘খ্রিস্টকে’ প্রকাশ করা।

কান্নানগরে যীশুর আত্মপ্রকাশ

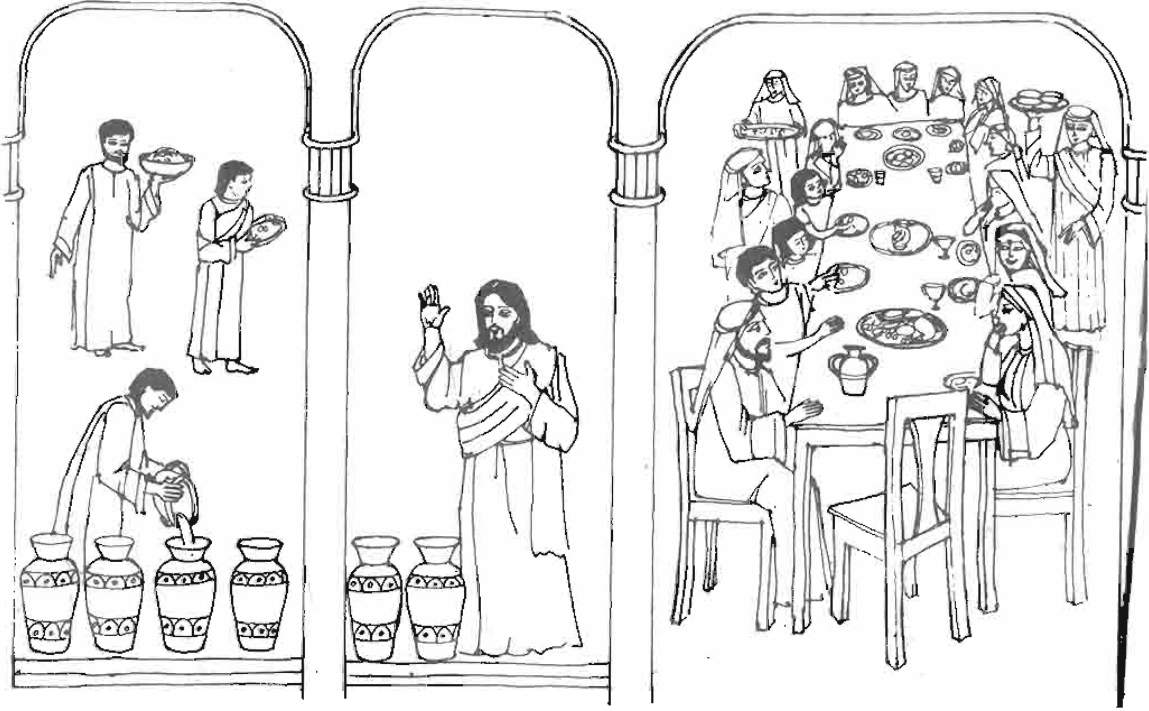
(যোহন ২ঃ১-১২)

তোমরা নিশ্চয় জান যীশু অনেক আশ্চর্য কাজ করেছিলেন। বলত কোন আশ্চর্য কাজ তিনি প্রথমে করেছিলেন? সুসমাচারে লেখা বিভিন্ন কাজের মধ্যে কান্নানগরের বিয়ে বাড়িতেই তিনি প্রথম আশ্চর্য কাজ করেছিলেন।

তোমরা অনেকেই সে কাহিনী জান নিশ্চয়। হ্যাঁ, কান্নানগরে এক বিয়ে বাড়িতে যীশুর নিমন্ত্রণ ছিল। সঙ্গে ছিলেন তাঁর মা ও শিষ্যেরা। বিয়ের বাড়ি মহা ধুমধাম, আনন্দ ফুটি, খাওয়া দাওয়া। বিয়ে বাড়ির বড় অনুষ্ঠান হল বিয়ের ভোজ তাই না? আমাদের দেশেও বিয়ে বাড়িতে বড় ভোজের ব্যবস্থা করা হয়। অনেকে সে ভোজে অংশগ্রহণ করে এবং বর ও কনেকে আশীর্বাদ করে। তোমরা নিশ্চয় এরকম বিয়ের ভোজে যোগ দিয়েছ।

একটি বিষয়ে খেয়াল করেছ কি? ভোজ খেতে বসে সকলেই খাবার জিনিস ও রান্না বান্না সম্পর্কে বিভিন্ন মন্তব্য করে। কেউ বলে, মাংসটা খুব ভালো হয়েছে। কেউ বলে, পায়েসে দুধ একটু কম হয়েছে। আবার অনেকে বলে, বেশ খেলাম, সব ভালো হয়েছে। অনেকে বলে, খাওয়াটা মজা হলো না, রান্না ভালো হয়নি।

সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার হয়, যদি কোনো কিছু কম পড়ে যায়। লজ্জার কারণ হয় সকলের জন্য। বিশেষ করে বিয়ের বাড়ির কর্তার মান সম্মান থাকে না। অনেকে আবার বলে, বিয়ের বাড়িতে কম পড়লে বর কনের অমজল হয়। এ রকম কত কি, তাই না? কান্নানগরের বিয়ে বাড়িতেও ঘটেছিল তেমনি এক মজার ব্যাপার। ভোজ প্রায় শেষ এমন সময় ঘটল ঘটনাটা। ঐ অঞ্চলের রীতি অনুযায়ী দ্রাক্ষাফলের রস বিশেষ পানীয় হিসাবে পরিবেশন করা হত। লোকেরা তা পান করে তৃপ্ত হত। এই দ্রাক্ষারস সেখানে কম পড়ে গেল। পরিবেশটা কেমন যেন হয়ে গেল।



কান্নানগরে বিয়ে বাড়িতে যীশুর প্রথম আত্মপ্রকাশ

যীশুর মা মারীয়া (মরিয়ম) এমন সময় ছুটে এলেন যীশুর কাছে। ভাবলেন যীশু নিশ্চয় তাঁর ক্ষমতা দিয়ে কিছু একটা করতে পারবেন। খুলে বললেন এ সমস্যার কথা। প্রথমে যীশু তেমন গরজ দেখালেন না। মারীয়া কিছু চাকরদের ডেকে বললেন, যীশু তাদেরকে যা নির্দেশ করেন তারা যেন তাই করে।

সেখানে ছয়টি বড় মটকা ছিল। যীশু চাকরদের সেগুলো জল দিয়ে ভরে ফেলতে বললেন। তারা মটকাগুলো কানায় কানায় ভরে দিল। তখন যীশু তার স্বাদ নিতে ভোজের কর্তার কাছে একটু পাঠিয়ে দিলেন। ভোজ কর্তা তা পান করে হতবাক হয়ে গেলেন। সে বরকে ডেকে বললেন, ‘এত সুস্বাদু দ্রাক্ষারস কেমন করে রয়ে গেল? প্রথমেই তো তার পরিবেশন করা উচিত ছিল। সে তখনো বুঝতেই পারেনি কি কাণ্ড ঘটে গেছে।

এভাবে যীশু কান্নানগরে বিয়ে বাড়িতে জলকে দ্রাক্ষারসে পরিণত করলেন। এ আশ্চর্য কাজটি দেখে শিষ্যেরা যীশুর প্রতি বিশ্বাসী হয়ে উঠল। যীশু যে ঈশ্বরের পুত্র, এভাবে ঐশী শক্তি প্রকাশের মধ্য দিয়ে তিনি তা প্রকাশ করতে শুরু করলেন।

এ সুন্দর ঘটনা থেকে কী বুঝেছি তোমরা? যীশুর কত আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল, তাই না? তিনি তো জলকে দ্রাক্ষারস করে ফেললেন। আজকেও যীশু অনেক সুন্দর সুন্দর কাজ করতে চান। আমরা যদি তাঁকে বশু করে রাখি আমাদের জীবনে যদি তাঁকে নিমন্ত্রণ দেই উপস্থিত থাকার জন্য, তখন তিনি তাঁর শক্তি আমাদের প্রয়োজনে প্রকাশ করবেন। জীবনে অনেক অভাব, অনেক শূন্যতা যীশুর উপস্থিতি দ্বারা পূর্ণ করা যায়। ভেবে দেখ, যীশু দ্রাক্ষারস না করলে বিয়ের বাড়ির কি অবস্থাই না হত। লোকেরা তৃপ্তি পেত না। বিয়ে বাড়ির কর্তাও লজ্জা পেতেন এবং বর কনের মনও খারাপ হয়ে যেত। যীশু উপস্থিত ছিলেন বলেই এসব থেকে সকলেই রক্ষা পেলেন। যীশু আজও আমাদের এ রকম সব সমস্যা থেকে রক্ষা করতে চান। আমাদের জীবনে শূন্যতা তাঁর উপস্থিতি দিয়ে পূর্ণ করে দিতে চান। আমরা তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখলেই তিনি তা করতে পারেন।

মনে রেখ

অন্যের সমস্যায় আমাদের এগিয়ে আসা উচিত। ঈশ্বর যে গুণ ও যোগ্যতা দিয়েছেন তা ব্যবহার করে অন্যকে সাহায্য করা উচিত। এভাবে আমরা অন্যের জীবনেও খ্রিস্টকে উপস্থিত করি। সাধু পিতর বলেছেন, “প্রত্যেকে যে যত আধ্যাত্মিক শক্তি পেয়েছে, তা দিয়েই তোমরা একে অন্যের সেবা কর, এই তো পরমেশ্বরের বিচিত্র দান সম্পদের সুযোগ্য ভারপ্রাপ্ত মানুষের কাজ।” (১ পিতর ৪ : ১০)

আমাদের জন্য শিক্ষা

ক) আমাদের জীবনে যীশুর উপস্থিতি দিয়ে ভরে রাখা।

খ) অন্যের সমস্যা ও প্রয়োজনে এগিয়ে গিয়ে সাহায্য সহযোগিতা করা।

রাজকর্মচারীর ছেলেকে যীশু সুস্থ করেন

(যোহন ৪ : ৪৬-৫৪)

যীশু যখন আবার কান্নানগরে ফিরে গেলেন। তখন আরো একটি আশ্চর্য কাজ করেছিলেন। তোমরা কি জান সে কাজটি কি? একজন রাজ কর্মচারীর ছেলেকে সুস্থ করেছিলেন।

যীশু কেবল কান্নানগরে ফিরে এসেছেন। এমন সময় কফরনাউম থেকে একজন রাজকর্মচারী এসে যীশুকে ধরলেন। তার ছোট ছেলে খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। সে যীশুকে কফরনাউমে গিয়ে তার ছেলেকে সুস্থ করতে অনুরোধ করলেন।

যীশু দুঃখ করলেন। আশ্চর্য কাজ ছাড়া তাকে কি কেউ বিশ্বাস করতে পারে না? অবশেষে লোকটির অনুরোধে তিনি তাকে বললেন, “আপনি বাড়ি যান, আপনার ছেলে ভালো হয়ে গেছে।” লোকটি কি করল জান? সে যীশুর এ কথাতে বিশ্বাস করে ফিরে চললেন। বাড়ি পৌঁছবার আগেই তার লোকজন এসে খবর দিল যে, তার ছেলে সুস্থ হয়ে উঠেছে। তিনি তাদের সময় জিজ্ঞেস করে দেখলেন যে, যীশু আগের দিন দুপুরে যখন তাকে বাড়ি ফিরতে বলেছিলেন, তখন থেকেই ছেলেটি সুস্থ হয়ে উঠেছে।

যীশুর এ কাজে ঐ রাজকর্মচারী ও তার পরিবারের বিশ্বাস আরো বৃদ্ধি পেল। তারা বুঝল যে যীশুর ঐশী ক্ষমতায় এ কাজ সম্ভব হয়েছে এবং তিনি সত্যিকারের মশীহ বা খ্রিস্ট। তখন তারাও যীশুর প্রকৃত শিষ্য হয়ে উঠল।

এই কাহিনীতে আমরা নতুন একটি শিক্ষা পাই। তা হল শুধু আশ্চর্য কাজ বা আলৌকিক ক্ষমতা দেখে আমরা যীশুকে বিশ্বাস করব, তা ঠিক নয়। আমাদের বিশ্বাস যেন কোনো প্রমাণ বা যুক্তি তর্কের উপর নির্ভর করে গড়ে না উঠে। এরকমের বিশ্বাসের গভীরতা থাকে না।

আমরা অনেক বন্ধু বান্ধবের সঙ্গেও এমনটি করি। তুমি যে আমাকে ভালোবাস তা প্রমাণ কর। অথবা তুমি আমার জন্য কিছু করে দেখাও যে তুমি আমার বন্ধু। এমনকি পিতামাতার সঙ্গেও এমন করি। আমাদের জন্য তেমন কিছু না করা পর্যন্ত আমরা বিশ্বাস করতে চাই না যে, তাঁরা আমাদের স্নেহ করেন ও ভালোবাসেন।

এটা ঠিক নয়। কোন প্রমাণ ছাড়াই আস্থা রাখতে হয়। সেই ভালোবাসা বা সেই সম্পর্ক গভীর হয়। আমরা নিশ্চয় ভাবতে পারি না যে আমাদের বাবা-মা আমাদের ক্ষতি করছেন। যীশুও চান আমরা তেমনই গভীর বিশ্বাসের সম্পর্ক তাঁর সঙ্গে স্থাপন করি। তাঁকে যেন পরীক্ষা না করি। তিনি আমাদের বিশ্বাসের ফল অবশ্যই দিবেন। রাজকর্মচারী ‘যীশুর কথায়’ বিশ্বাস করে ফিরে গেলেন। যীশুর আর যাওয়ার প্রয়োজন হয়নি। তিনি ঘরে ফিরে ছেলেকে সুস্থ পেলেন। কারণ, কোনো প্রমাণ ছাড়া শুধু যীশুর কথায় তিনি বিশ্বাস করেছিলেন। তাই তার বিশ্বাসের ফল পেলেন।

আমাদের জীবনেও যীশু এরকম গভীর বিশ্বাস দেখতে চান। যীশুর প্রকৃত শিষ্য শিষ্যা হতে হলে তিনি যে খ্রিস্ট, আমাদের সঙ্গে আছেন, তা বিশ্বাস করতে হবে। তখনই সেই বিশ্বাসের ফল আমরা দেখতে পাব। বুঝতে পারব, তিনি সত্যিই আমাদের সঙ্গে আছেন। তিনি আমাদের ভালোবাসেন এবং আমাদের মঙ্গল করেন। এভাবে সরল বিশ্বাস দ্বারা আমরা তাঁর প্রকৃত শিষ্য ও শিষ্যা হয়ে উঠতে পারব।

মনে রেখ

বিশ্বাস হল একটি ঐশ্বদান। অঙ্কের মতো যার সত্যের প্রমাণ করা যায় না। ভালোবাসাকে ভিত্তি করেই বিশ্বাস গড়ে উঠে। ঈশ্বরকে আমরা ভালোবাসি এবং তিনিও আমাদের ভালোবাসেন। আমাদের বিশ্বাস— ‘ঈশ্বর আমাদের সর্বদা সত্য বলেন, কখনো ঠকান না’। ভালোবাসাই এ বিশ্বাসের পথে আমাদের নিয়ে যায়।

একইভাবে অন্যের বিশ্বাসকেও মূল্য দিতে হয়। কেউ যখন তোমার উপর কোনো কিছুর জন্য আস্থা রাখে, তখন তোমাকে বিশ্বাস করে তার আশা পূর্ণ করবার চেষ্টা করা উচিত।

এসো প্রার্থনা করি

হে প্রভু, তোমার পুত্র যীশু খ্রিস্টকে সত্য জ্যোতিরূপে এ জগতে পাঠিয়েছিলে। সেই সত্যের বীজ আমাদের অন্তরে রোপণ কর, যেন তার প্রতি বিশ্বাসের পূর্ণ ফসল লাভ করি। অন্যের প্রতি বিশ্বস্ত থেকেও যেন পূর্ণ শান্তি ও আনন্দের সহভাগিতা করতে পারি। আমেন ॥

চাঁদনীঘাটে যীশুর আশ্চর্য কাজ

(যোহন ৫ : ১-১৮)

তোমরা নিশ্চয় জান, জেরুজালেম ছিল যিহুদিদের সবচেয়ে পবিত্র স্থান, কারণ সেখানে জেরুজালেম মন্দির ছিল। মন্দিরে তারা ঈশ্বরের কাছে তাদের প্রার্থনা ও বলি উৎসর্গ করত। আমরা যেমন গির্জাঘরে গিয়ে প্রার্থনা ও সাক্রামেন্ট (বাপ্টিস্ম, প্রভু ভোজ ইত্যাদি) সম্পাদন করি।

জেরুজালেমে যে গেট দিয়ে সাধারণত যজ্ঞ বলির পশু (মেঘ, বাছুর, ছাগল ইত্যাদি) নিয়ে আসা হত, তাকে বলা হত ‘মেঘদ্বার’। এ মেঘদ্বারের কাছাকাছি একটি পুকুর ছিল। বিশেষ সময়ে প্রভুর এক দূত নেমে এসে জল কম্পন করতেন। লোকেরা বিশ্বাস করত তখন পুকুরে কোনো স্বর্গদূত নেমে আসতেন। এ সময় অসুস্থ কেউ প্রথম পুকুরের জলে নামতে পারলে সে সুস্থ হত। এ জন্য অনেক অসুস্থ লোক পুকুরের চারপাশে পাঁচটি ঘাটে অপেক্ষা করত। পুকুরের জল নড়ে উঠলে যেন আগে নামতে পারে।

সেখানে চাঁদনীঘাটে একটি লোক ছিল। ভালো হবার কোনো উপায় তার ছিল না। আটত্রিশ বছর ধরে সে রোগে ভুগছিল। কখনো জল নড়ে উঠলেও সে আগে নামতে পারত না। কারণ তার চলার শক্তি ছিল না।

যীশু একটি পর্বের সময় জেরুজালেমে এলেন। তিনি ঘটনাক্রমে এ লোকটাকে দেখতে পেলেন। তিনি শুনলেন যে সে অনেকদিন ধরে অসুস্থ। তার নিজের শক্তি নেই যে সে জল নড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে গিয়ে পুকুরে নামতে পারে। তাকে কেউ কখনও সাহায্যও করে না জলে নামতে। সব সময় অন্য কেউ আগে নেমে যায়। লোকটির এ দুরবস্থা দেখে যীশুর খুব দয়া হল। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘তুমি কি সুস্থ হতে চাও?’ লোকটা তার মনের কথা যীশুকে খুলে বলল। যীশু তখন কি করলেন জান? বললেন, ‘তোমার বিছানাপত্র তুলে হেঁটে বেড়াও।’ আশ্চর্য যীশুর কথার ক্ষমতা! লোকটি সত্য সত্যই সুস্থ হয়ে উঠে দাঁড়াল এবং বিছানাপত্র গুটিয়ে নিয়ে হেঁটে বেড়াতে লাগল।

কিন্তু সমস্যা হল কি জান? দিনটি ছিল সপ্তাহের শেষ দিন, বিশ্রামবার। এ দিন ইহুদিরা কোনো প্রকার কাজ করে না। কিন্তু ঐ লোকটি যীশুর কথায় সুস্থ হয়ে বিছানা নিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছিল। তাই ধর্ম নেতারা অসন্তুষ্ট হল। তারা তাঁকে

রাগ করে বলল, “আজ বিশ্রামবার, তুমি কেন বিছানাপত্র নিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছ?” লোকটা তখন বলল যে, একটা লোক তাকে সুস্থ করেছে। কারণ লোকটা তখনও যীশুকে চিনতে পারেনি।

কিছুক্ষণ পর যীশু তাকে মন্দিরে দেখতে পেলেন। তিনি তাকে বললেন, “তুমি ভালো হয়ে উঠেছ, আর পাপ কাজ করো না। তাহলে হয়ত আরো খারাপ অবস্থা হতে পারে।” লোকটি তখন যীশুর পরিচয় পেল এবং ধর্মনেতাদের বলল যে, ঐ যীশুই তাকে সুস্থ করে তুলেছেন।

যীশু বিশ্রামবারে লোকটিকে সুস্থ করেছেন, তাই তারা যীশুর উপর রেগে গেলেন। তারা যীশুর উপর বিভিন্নভাবে চাপ সৃষ্টি করে চলল। যীশু এ সময় তাদের বললেন যে, তিনি পিতা ঈশ্বরের কাজ করে চলেছেন। ঈশ্বর তো সব সময় তাঁর সন্তানদের মজল করেন এবং মজল চানও। ধর্মনেতারা যীশুর উপর রাগান্বিত হল। কারণ যীশু ঈশ্বরকে ‘পিতা’ বলেছেন। তারা এত ধর্মান্ধ ও গৌড়ামি ছিল যে, তারা এজন্য যীশুকে হত্যার ষড়যন্ত্র শুরু করল।

এ কাহিনী থেকে আমরা আরেকবার যীশুর ঐশী ক্ষমতার প্রকাশ দেখি। আটত্রিশ বছর ধরে যে অসুস্থ লোকটি হাঁটতে পারেনি এমন লোককে যীশু সুস্থ করলেন। আমাদের পক্ষে হয়ত এ ঘটনা বোঝা কঠিন। কিন্তু এখনও পৃথিবীতে আশ্চর্য কাজ ঈশ্বর করে চলেছেন। অসুস্থ লোকটির মতো বিশ্বাসের দৃঢ়তা যদি আমাদের থাকে তবেই তা আমরা বুঝতে পারব।

যীশু এ জগতে ঈশ্বরের ক্ষমতাকে প্রকাশ করেছেন। তাঁর মুক্তির সকল কাজের মধ্যে আমরা মানুষের জন্য ঈশ্বরের অভিপ্রায় ক্রমশ ফুটে উঠতে দেখেছি।

এখানেও দেখি আমরা ধর্ম নেতাদের গৌড়ামি ও উদারতার অভাব। এরা কখনো যীশুর নতুন শিক্ষা, যে শিক্ষা ছিল ঈশ্বরের ভালোবাসা ও অনুগ্রহের উপর প্রতিষ্ঠিত, তা তারা বুঝতে পারে নি। তাদের নিজস্ব বান্ধবমূল ধারণা ও ক্ষমতার অহংকার তাদেরকে অন্ধ করে রেখেছিল। ঈশ্বরের ক্ষমতার প্রকাশকে উপলব্ধি করতে দেয়না। অথচ দেখ, সরল অসুস্থ নম্র লোকটি যীশুর প্রতি বিশ্বাসে ঈশ্বরের অনুগ্রহের স্পর্শ পেল।

আমাদের জীবনেও ধর্মান্ধতা, গৌড়ামি ও আত্মঅহংকার আমাদেরকে ঈশ্বরের ক্ষমতাকে ও তাঁর অনুগ্রহকে বুঝতে দেয় না। কিন্তু উদারতা, নম্রতা ও মানুষের প্রতি দয়ার মনোভাব আমাদেরকে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে নিয়ে যায়। তখন আমরা আমাদের ও অন্য সকল মানুষের প্রতি ঈশ্বরের অসীম দয়া উপলব্ধি করতে পারি। তোমার সামনেও থাকতে পারে এমন অজ্ঞ ও নির্বোধ ব্যক্তি যার ব্যবহার অসজ্ঞাতিপূর্ণ। সে ব্যক্তি গর্ব নিয়ে অন্ধ বা বিরুদ্ধ ভাব প্রকাশ করে। এদের প্রতিও সহানুভূতি দেখানো প্রয়োজন। যীশু সকলকে উদ্ধার করতে এসেছেন। তাঁর প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলের প্রতি আমাদের যত্নশীল হতে হবে।

মনে রেখ

ভালো কাজ করতে গেলে অনেক বাধা থাকে। অন্য মানুষকে সাহায্য করতে গেলেও কেউ বাধা দিতে পারে বা বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু মানুষের মজল করতে কখনো ভয় পেও না। কখনো কারো বাধা মেনে নিও না। মানুষের সেবাই খ্রিস্ট সেবা। সুযোগ পেলেই মানুষের সেবা করে ঈশ্বরের গৌরব কর।

সাধু বাসিল বলেছেন—

“যে ভাত তোমার বাড়তি থাকে

তা ক্ষুধার্তদের জন্য

যে পোশাক তোমার অতিরিক্ত থাকে

তা বিবস্ত্রদের জন্য,

যে টাকা তুমি গোপনভাবে জমিয়ে রাখ

তা দরিদ্রদের জন্য।”

ক্ষুধিতকে আহার দান

(মার্ক : ৬ : ৩০-৪৪)

একদিন যীশু শিষ্যদের সঙ্গে করে গালীল সাগরের ওপারে গেলেন। ইচ্ছা ছিল কোনো এক নির্জন স্থানে গিয়ে বিশ্রাম নেবেন। কিন্তু তাদের দেখে বহু লোক ভিড় করতে লাগল। নৌকা তখনো পারে ভিড়তে পারেনি এর মধ্যেই বিরাট মানুষের ঢল নেমে এল।

যীশু ক্লান্ত থাকলেও অনেক মানুষ তাঁর কাছে এসেছে দেখে খুশি হলেন। তাঁর মনে হয়েছিল এ লোকদের সঠিক পথে পরিচালনার মতো চালক তাদের নেই। যীশু তাদের অনেককে রোগ থেকে সুস্থ করলেন। তারপর পাহাড়ে বসে শিক্ষা দিতে লাগলেন।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা হয়ে গেল। শিষ্যেরা যীশুকে বললেন যে, লোকেরা অনেক দূর থেকে এসেছে, এখন তাদের ছেড়ে দিলে গ্রামে গিয়ে খাওয়া থাকার ব্যবস্থা করতে পারবে। যীশু শিষ্যদের কী বললেন, জ্ঞান? বললেন, তোমরাই এদের খেতে দাও। ফিলিপকে বললেন, এদের জন্য কোথায় রুটি পাওয়া যাবে? শিষ্যেরা তো হতবাক। এত লোককে কি করে খাবার দেবে! ফিলিপ বললেন, এত লোককে একটু করে কিছু খাবার দিলেও অনেক অর্থ লাগবে। যীশু জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের কাছে ক'খানা রুটি আছে? আন্দ্রিয় খোঁজ করে এসে জানাল, একটি ছেলের কাছে পাঁচখানা রুটি ও দুটি মাছ আছে।

যীশু কি করলেন জ্ঞান? শিষ্যদের তিনি সেই ছেলেটিকে তার পাঁচখানা রুটি ও দুটি মাছ নিয়ে আসতে বললেন। তারপর তাঁর নির্দেশে লোকেরা পঞ্চাশ জন, একশ জন করে লাইন করে বসে গেল সবুজ ঘাসের উপর। যীশু সেই পাঁচখানা রুটি ও দুটি মাছ নিয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়ে প্রার্থনা করলেন। তারপর সেগুলো আশীর্বাদ করে ভেঙে লোকদের মধ্যে পরিবেশন করতে দিলেন। তখন এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে গেল। সকলে পেট পূরে খেল। যা কিছু ভাজা টুকরো রয়ে গেল তা সংগ্রহ করে বার বুড়ি ভরে গেল। এখানে কত লোকে খেয়েছিল জ্ঞান? পাঁচ হাজার লোক পেট ভরে খেয়েছিল। সকলে অবাক হয়ে গেল! পাঁচখানা রুটি ও দু খানা মাছ দিয়ে কী করে যীশু পাঁচ হাজার লোককে খাওয়ালেন? আবার আরও বার ডালা অবশিষ্ট রয়ে গেল!



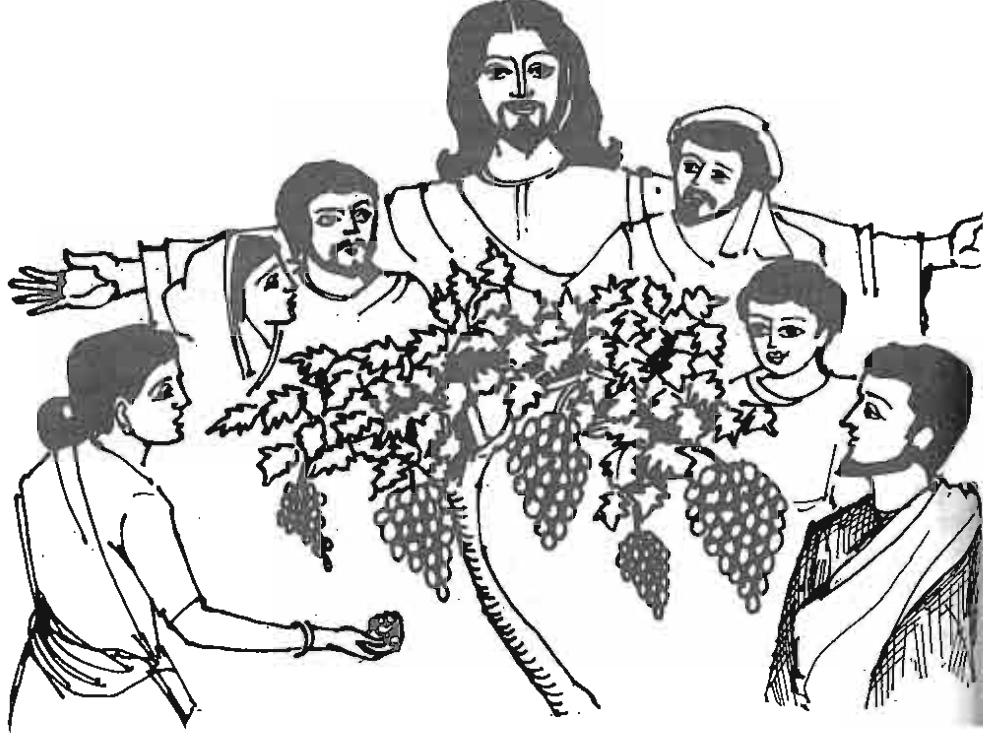
ছেলেটি যীশুকে পাঁচখানা রুটি ও দুটি মাছ দিল

তারা যীশুর ক্ষমতা দেখে তিনি যে সত্যিকারের খ্রিস্ট, তা স্বীকার করল। যীশুকে তাদের রাজা করার জন্য তারা বলাবলি শুরু করল। যীশু কিন্তু শিষ্যদের নিয়ে তাড়াতাড়ি অন্যত্র সরে গেলেন। কারণ শুধু শরীরের জন্য খাবার দিতে যীশু জগতে আসেননি। তিনি আধ্যাত্মিক খাদ্য দিতেই এসেছেন। তিনি মানুষকে পরিপূর্ণ জীবন দিতে এসেছেন।

তোমরা হয়ত ভাবছ কি মজা। যীশু যদি আমাদেরও এমন খাবার যুগিয়ে দিতেন। হ্যাঁ, ঈশ্বরের আশীর্বাদ ও যীশুর প্রার্থনার ক্ষমতায় আমরা এ জগতে খেয়ে পরে বেঁচে আছি। আমাদের কোনো ক্ষমতা নেই যে, আমরা ঈশ্বরের আশীর্বাদ ছাড়া কিছু খেতে পারি। এ জগতের সব কিছুই যেমন খাবার, ধন-সম্পদ, মান-সম্মান, পড়াশুনার উন্নতি ইত্যাদি সবই ঈশ্বরের আশীর্বাদের দান। তাই প্রতি আহারের সময় আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেই।

প্রভুর প্রার্থনায় যীশু আমাদের শিখিয়েছেন আমরা যেন প্রার্থনা করি 'হে প্রভু আমাদের দৈনিক আহার আজ আমাদের দাও'। কারণ ঈশ্বরই খাদ্য যুগিয়ে দেন।

বাবা-মা অথবা ভাই বোনেরা অর্থ উপার্জন করে আনেন। সে অর্থ দিয়ে আমরা খাবার কিনে খাই সত্য। কিন্তু সবার উপরে রয়েছে ঈশ্বরের আশীর্বাদ। আমরা যেন সে কথা ভুলে না যাই। যীশু যেমন ক্ষুধিতকে আহাৰ দিয়েছেন, আমরাও তা স্মরণ করে যারা ক্ষুধিত, যাদের খাবার নেই, তাদের যেন খাবার দেই। যীশু চান আমরা যেন সকলেই সহভাগিতার মধ্য দিয়ে বাস করি। তাহলেই আমাদের কোনো অভাব থাকবে না। ঈশ্বরের আশ্চর্য ক্ষমতা তখন আমাদের মধ্যে প্রকাশ পাবে, যা আমরা অনেক সময় হয়ত বুঝতেও পারি না।



প্রভুর ভোজে আমরা খ্রিস্টের সঙ্গে সংযুক্ত হই

যীশু শেষ ভোজেও নিজেকে খাবারের মত শিষ্যদের কাছে উৎসর্গ করেছেন। প্রভুর ভোজের অনুষ্ঠানে আমরা তা স্মরণ করি। জগতের খাবার যেমন আমাদের শরীর মন পুষ্ট রাখে, প্রভু যীশুর দেহ ও রক্ত রুটি ও দ্রাক্ষারসের আকারে গ্রহণ করে আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনও পুষ্ট লাভ করে। যীশু শুধু আমাদের জাগতিক খাবারই দেন না, তিনি আধ্যাত্মিক খাবারও দান করেন। আমরা তাঁর সে খাদ্য গ্রহণ করে যীশুর সঙ্গে একাত্ম হই। তাঁর মতো পবিত্র হয়ে উঠি এবং স্বর্গীয় জীবন লাভ করি। যীশু বলেছেন, “আমিই সেই জীবনময় রুটি যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছি, কেউ যদি এই রুটি খায়, তাহলে সে অনন্তকাল বেঁচেই থাকবে।” (যোহন ৬ : ৫১)।

এসো একটি প্রার্থনা শিখি

হে প্রেমের সাগর, তোমার প্রেমময় আত্মা আমাদের অন্তরে নেমে আসুক ও জাগিয়ে তুলুক তোমার প্রেমালি। আমরা যেন মনেপ্রাণে তোমার অনুরাগী হতে পারি, তোমাকে এবং মানুষকে নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসতে পারি। আমেন ॥

আমাদের জন্য শিক্ষা

- ক) প্রভু যীশু আমাদের শারীরিক ও আধ্যাত্মিক জীবন দান করতে এ জগতে এসেছেন।
- খ) যীশুর বলিদানের মতো আমরাও অন্য মানুষের সেবা ও মঙ্গল করতে ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গীকৃত হব।
- গ) এ জগতে যা কিছু খেয়ে বেঁচে থাকি তা সবই ঈশ্বরের দান। এ জন্য সর্বদা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব।

ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. রানু তার বাবা গোমেজের সাথে আলফ্রেডের বিয়েতে দাওয়াত খেতে গিয়েছিল। সেখানে অতিথিদের সংখ্যা বেশি হয়ে যাওয়ায় এক পর্যায়ে খাবার কম হবে মনে হচ্ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবকিছু ভালোভাবে সম্পন্ন হল। বাড়ি ফেরার পথে মি. গোমেজ রানুকে কান্নানগরের বিয়েবাড়ির আশ্চর্য ঘটনাটি বলল। রানু বাবাকে বলল, যীশুই আজকে আলফ্রেডদের রক্ষা করেছেন। যীশু এভাবেই সবাইকে সাহায্য করেন।
 - ক. কান্নানগরের বিয়েবাড়ির আশ্চর্য ঘটনাটি কী?
 - খ. যীশুর প্রতি শিষ্যরা বিশ্বাসী হয়ে উঠল কেন?
 - গ. আলফ্রেডের বিয়ের ঘটনাটি তুমি কীভাবে ব্যাখ্যা করবে?
 - ঘ. 'যীশু আমাদের সব সমস্যা থেকে রক্ষা করেন'-বিশ্লেষণ কর।
২. রড্রিক্সদের বাড়িতে একজন অনাহারী ব্যক্তি এসে কিছু খাবার চাইল। রড্রিক্স তার নিজের খাবারের কিছু অংশ এনে তাকে দিল। মা রড্রিক্সকে বলল, "তোমার খাবার কম পড়বে না?" রড্রিক্স উত্তর দিল, "আমাদের প্রভু যীশু যদি ৫টি রুটি আর ২টি মাছ অনেক লোককে ভাগ করে খাওয়াতে পারে তবে আমরা কেন এক জনের খাবার দুই জনে ভাগ করে খেতে পারব না?" মা ছেলের কথা শুনে খুশি হলেন এবং এ প্রসঙ্গে সাধু বাসিলের উক্তিটি শোনালেন। সাধু বাসিল বলেছেন -

“যে ভাত তোমার বাড়তি থাকে তা ক্ষুধার্তদের জন্য
যে পোশাক তোমার অতিরিক্ত থাকে তা বিবস্রদের জন্য
যে টাকা তুমি গোপনভাবে জমিয়ে রাখ তা দরিদ্রদের জন্য।

 - ক. যীশু ৫টি রুটি ও ২টি মাছ কত জনকে খাইয়েছিলেন?
 - খ. যীশু ছেলেটির কাছ থেকে রুটি ও মাছ নিয়েছিল কেন?
 - গ. সাধু বাসিলের উক্তির শিক্ষা রড্রিক্স কীভাবে কাজে লাগাবে?
 - ঘ. বাংলাদেশে অভাব অনটন দূরীকরণে খ্রিস্ট ধর্মের শিক্ষা সাহায্য করতে পারে। মূল্যায়ন কর।

অষ্টম অধ্যায়

যীশুর শিষ্যদের মনোনয়ন ও মণ্ডলী স্থাপন

এক বংশের লোকেরা তার পরের বংশের লোকদের কাছে তোমার গুণগান করবে। তারা তোমার শক্তিশালী কাজের কথা ঘোষণা করবে। –(গীতসংহিতা ১৪৫ঃ৪৪–৭ পদ)।

তোমরা জান যে প্রভু যীশু পৃথিবীতে এসেছিলেন মানুষের মুক্তির জন্য। তাঁর কাজ ছিল মানুষকে পাপ ও অন্যায়ের পথ থেকে মন ফিরিয়ে ন্যায় ও সত্যের পথে জীবনযাপন করার নির্দেশ ও শিক্ষা দেওয়া। তিনি একাজ করেছেন তিনভাবে। বাণী প্রচার বা শিক্ষা ও নির্দেশ দিয়ে, নিজ জীবনের আদর্শ দেখিয়ে এবং মানুষের জন্য মজলময় কাজ করে। তিনি পিতা ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য শিশুকাল থেকে যৌবনকাল পর্যন্ত অর্থাৎ ৩০ বৎসর পর্যন্ত প্রস্তুতি নিয়েছিলেন আর সক্রিয়ভাবে কাজ করেছেন ৩ বৎসর। তিনি জানতেন যে দুষ্কৃত প্রকৃতির লোকেরা তাঁকে এবং তাঁর শিক্ষা পছন্দ করবেন না, তারা তাকে ক্রুশে গৈথে হত্যা করবে। তাই তিনি জগতের শেষদিন পর্যন্ত ঈশ্বরের বাণী প্রচার ও মানুষের মজলজনক কাজ করার জন্য তাঁর মৃত্যুর পূর্বে বারজন শিষ্যকে বাছাই ও মনোনীত করে গিয়েছিলেন।

আমরা তো পৃথিবীতেও দেখি পিতামাতা ও অভিভাবকবৃন্দ নিজেদের সংসার চালাবার জন্য এবং তাঁদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করার জন্য নিজ নিজ ছেলেমেয়ে ও সন্তান-সন্ততিদের প্রস্তুত করেন। তাঁরা মৃত্যুর পূর্বে তাদের উপর দায়িত্ব দিয়ে যান। সমাজের একজন নেতা আর একজন নেতার উপর দায়িত্ব অর্পণ করেন যেন তাদের ভালো কাজ চলতে থাকে। যীশুও তেমনি তার শিষ্যদের উপর মানুষের মুক্তির কাজের দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিলেন। ইহাই ছিল প্রথম খ্রিস্টমণ্ডলী বা খ্রিস্ট বিশ্বাসীবর্গের সমাজ। আজকের পৃথিবীতে সকল খ্রিস্টভক্তই খ্রিস্টের সেই মনোনীত মণ্ডলীর সদস্য ও সদস্যা।

“জ্ঞানী লোককে উপদেশ দাও, তাতে সে আরও

জ্ঞানী হবে,

ঈশ্বরভক্ত লোককে শিক্ষা দাও, সে আরও শিক্ষালাভ

করবে।”

–(হিতোপদেশ ৯ : ৯ পদ)

যীশু বারজন শিষ্যকে প্রেরিত পদে নিযুক্ত করে মণ্ডলী স্থাপন করলেন

যীশু তাঁর মুক্তির কাজ এবং পৃথিবীতে মানুষের মজল ও শান্তির ব্যবস্থা করার জন্য প্রধানতঃ বারজন শিষ্যকে বাছাই করলেন। ঐরাই হলেন প্রেরিত শিষ্য। প্রেরিত শব্দের অর্থ—যাদের পাঠান হল। যীশু কীভাবে এই প্রেরিত শিষ্যদের মনোনীত করে মণ্ডলী স্থাপন করলেন সে কথা শোন :

যীশু একদিন এক পাহাড়ে উঠলেন। সেখানে তিনি সারা রাত গভীর ধ্যান ও প্রার্থনায় কাটালেন। ভোর হলে তিনি পাহাড় থেকে নেমে এলেন এবং শিষ্যদের একত্রে ডাকলেন। তারপর তিনি তাঁদের মধ্য থেকে বারজনকে বেছে নিলেন। তিনি তাদের একত্রে নাম দিলেন প্রেরিত শিষ্য। তারা হলেন : পিতর ও তার ভাই আন্দ্রিয়, যাকোব ও তাঁর ভাই যোহন, ফিলিপ ও বার্থলোমিয় ও থোমা, করগ্রাহক মথি এবং দুই ভাই যাকোব ও আন্দ্রেয়, কানানবাসী শিমোন ও ইস্কারিয়তের যুদা বা যুদা ইস্কারিয়ত। এই ইস্কারিয়ত যুদাই পরে যীশুকে শত্রুদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল।

যীশু এই প্রেরিত শিষ্যদের আদেশ দিয়ে বলেছিলেন, তোমরা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে আর মানুষের কাছে আমার মুক্তির বাণী প্রচার করবে। যারা বিশ্বাস করবে এবং সে মতো জীবনযাপন করবে, তারা অনন্ত জীবনের অধিকারী হবে।

সঙ্গে সঙ্গে যীশু তাঁদের শয়তান তাড়াবার ও কঠিন কঠিন রোগ সারাবার ও বিভিন্ন আশ্চর্য কাজ করার শক্তিও দিলেন।

যীশুর অন্যান্য শিষ্য ও সারা দেশ থেকে আগত আরও বহু বিশ্বাসী লোক তাঁর পাশে তখন ভিড় করেছিল। এরাও যীশুর উপদেশ শোনার জন্য ও রোগমুক্ত হবার জন্য এসেছিল। তারা সবাই যীশুকে স্পর্শ করবার জন্য চেষ্টা করেছিল। কারণ তখন তার শরীর থেকে এক আশ্চর্য শক্তি বের হচ্ছিল। আর যেই তাঁকে স্পর্শ করছিল সেই সুস্থ হচ্ছিল।

—(লুক ৬ : ১২-১৯)।

যীশু শিষ্যদের প্রচার কাজে প্রেরণ করলেন

(মার্ক ৬ : ৭)

এরপর যীশু এই বারজন শিষ্য ও আরও বাহুরজনকে একত্রে ডাকলেন এবং প্রচারে যাবার জন্য নিযুক্ত করলেন। তিনি নিজে যে যে গ্রামে ও জায়গায় যাবেন বলে ঠিক করেছিলেন সেই সেই জায়গায় যাবার আগে শিষ্যদের দু'জন দু'জন করে পাঠিয়ে দিলেন।

তিনি শিষ্যদের বললেন, “সত্যি ফসল অর্থাৎ মানুষ ও কাজ অনেক কিন্তু মজুর বা কর্মী অল্প। সুতরাং ফসলের মনিবকে (ঈশ্বরকে) অনুরোধ কর, তিনি যেন ফসল কাটবার জন্য (মানুষকে মুক্তির কাজে প্রস্তুত করবার জন্য) আরও অনেক মজুর (ঈশ্বরের বাণী প্রচার ও তাঁর কাজের জন্য) পাঠিয়ে দেন।”

যীশু শিষ্যদের সতর্ক করে দিলেন

—(মথি ৯ : ৩৭-৩৮)

“তোমরা যাও, আমি তোমাদের বন্য হিংস্র পশু বা নেকড়ে বাঘের মধ্যে, ভেড়ার মতই পাঠাচ্ছি। তোমরা কবুতরের মতো সরল কিন্তু সাপের মতো সতর্ক থেকে। তোমরা গিয়ে সকলের কাছে এই কথা ঘোষণা কর যে, ঈশ্বরের রাজ্যের দিন এসে গেছে। তোমরা রোগীদের সুস্থ কর, মৃতদের জীবিত কর, এবং যাতনাগ্রস্তদের মধ্য থেকে অপদূতদের তাড়িয়ে দাও। তোমরা বিনামূল্যে যে ক্ষমতা পেয়েছ তা বিনামূল্যেই ব্যবহার করো।

তোমাদের সঙ্গে করে কোনো থলি, অর্থ কড়ি, ঝুলি বা জুতো কিছুই নিও না। রাস্তায় সময়ও নষ্ট করো না। যে বাড়িতে যাবে, সেখানে প্রথমেই বলো, ‘তোমাদের শান্তি হোক’। যে বাড়িতে তোমাদের সমাদর করবে সেখানেই থেকে। তারা যা দেয় তাই খেয়ো। সে গৃহ বা গ্রামে যদি কেউ অসুস্থ থাকে, তাকে সুস্থ কর, অশান্তিতে থাকলে শান্তির কথা বল, এমন কি যার যে প্রয়োজন তোমাদের ক্ষমতানুযায়ী আমার নামে তাই করো।

আর যদি কেউ তোমাদের গ্রহণ না করে, সেখানে থেকে না, তাতে তারা তোমাদের শান্তি থেকে বঞ্চিতই হবে। সেই গ্রাম বা নগর তোমাদের মজলের চিহ্ন দেখতে পাবে না। আমি তোমাদের বলছি, বিচারের দিনে সে গ্রামের চেয়ে বরং সদোম ও ঘমোরা শহরের অবস্থা অনেকখানি সহ্য করার মতো হবে। যীশু আরও বললেন, “যারা—তোমাদের কথা শোনে, তারা আমারই কথা শোনে, যারা তোমাদের অগ্রাহ্য করে তারা আমাকেই অগ্রাহ্য করে। যারা আমাকে অগ্রাহ্য করে, তারা আমাকে যিনি পাঠিয়েছেন, সেই পিতাকেই অগ্রাহ্য করে।” —(মথি ১০:১৬-৩৩)

শিষ্যদের প্রচার ঈশ্বরের গৌরব ও প্রভু যীশুর আনন্দ

শিষ্যেরা যীশুর কথা মতো গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে ঈশ্বরের কথা প্রচার করতে গেলেন, তারা সকলকে মন পরিবর্তন এবং ন্যায় ও সত্যের পথে চলতে উপদেশ দিলেন। কিছু দিন পর তাঁরা নিজেদের কাজের ফল দেখে মনের আনন্দে যীশুর কাছে ফিরে এলেন। তাঁরা যে সমস্ত কাজ করলেন ও উপদেশ দিলেন, সে সব কথা যীশুকে জানালেন। তাঁরা

বললেন, ‘প্রভু, আপনার নাম শুনে শয়তানকে ও পালিয়ে যেতে দেখেছি’। যীশু তাঁদের বললেন, ‘হ্যাঁ, তোমরা বিষাক্ত বিছা, এমনকি সাপও পায়ের তলায় মাড়িয়ে যেতে পারবে, এমনকি শয়তানও তোমাদের সঙ্গে লড়ে জয়ী হতে পারবে না। কিন্তু শয়তানও তোমাদের কাছে হার মানবে বলে আনন্দ করো না। বরং তোমরা স্বর্গে পুরস্কার পাবে বলে আনন্দ কর।

আর যীশু পবিত্র আত্মার দেওয়া আনন্দে আনন্দিত হয়ে বললেন “পিতা স্বর্গ ও পৃথিবীর প্রভু, আমি তোমার গৌরব করি; কারণ তুমি এসব বিষয় অনেক জ্ঞানী ও বুদ্ধিমানের কাছেও প্রকাশ করনি। কিন্তু যারা শিশুর মতো তাদের কাছেই প্রকাশ করেছে! হ্যাঁ পিতা, তোমার ইচ্ছা মতোই তো এটা হয়েছে।” পরে তিনি আবার শিষ্যদের দিকে ফিরে বললেন, “তোমরা যা যা দেখেছ তা যারা দেখতে পায় তারা ধন্য। আমি তোমাদের বলছি তোমরা যা যা দেখেছ অনেক প্রবক্তা ও রাজা মহারাজারাও তা দেখতে চেয়েও দেখতে পায়নি; আর তোমরা যা যা শুনেছ, তা শুনতে চেয়েও তারা তা শুনতে পায়নি।” —(লুক ১০ : ১-২৪ এবং মথি-১০ : ১-১৫)।

তা হলে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ প্রেরিত শিষ্যেরা অর্থাৎ ঈশ্বরের মনোনীত ব্যক্তির কত বড় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু মনে রেখ, আমরাও প্রত্যেকেই খ্রিস্টের মনোনীত এক একজন মনোনীত শিষ্য। যীশু আমাদের আহ্বান করেছেন এবং তাঁর বাণী প্রচার ও মানুষের মাঝে আশ্চর্য আশ্চর্য কল্যাণ কাজ করার শক্তি দিচ্ছেন। তোমরা কি তাঁর ডাক শুনতে পাও? তোমরা কি সেই আহ্বান মতো কাজ করতে প্রস্তুত আছ? হ্যাঁ, ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকলে ও প্রভুর আহ্বানে বিশ্বস্তভাবে সাড়া দিলে আমরা প্রত্যেকেই কিন্তু প্রভুর নামে অনেক বড় বড় ও ভালো ভালো কাজ করতে পারব।

চিন্তা কর

এবার তোমরা কিছুক্ষণ নীরব থাকো, আর ভেবে দেখো তো ঈশ্বর তোমাকে কী কাজের জন্য ডাকছেন বা প্রেরণ করেছেন। তারপর বড় হয়ে তোমরা যা হতে চাও তা খাতায় লেখ।

- শিক্ষক : আচ্ছা রবিন, এবার বলতো তুমি বড় হয়ে কি হতে চাও?
- রবিন : স্যার আমি বড় হয়ে একজন ভালো শিক্ষক হব।
- শিক্ষক : বেশ ভালো, তবে শিক্ষক হতে হলে অনেক শিক্ষা, জ্ঞান ও ধৈর্যের দরকার। এগুলো অর্জন করার জন্য তোমাকে এখন থেকেই খাটতে হবে।
- শিক্ষক : আচ্ছা যোসেফ, তুমি কী লিখছ?
- যোসেফ : মা বলেছেন আমাকে ফাদার হতে হবে। আমিও তাই ভাবছি, স্যার।
- শিক্ষক : বেশ, বেশ। ভালো। ফাদার হয়ে তুমি প্রকৃতভাবেই প্রভুর সেবক হয়ে বাণী প্রচার করবে; মানুষকে তুমি নীতিশিক্ষা দিবে এবং সংসার ছেড়ে দিয়ে শুধু মানুষের কল্যাণ করে যাবে। এর জন্যও এখন থেকেই প্রস্তুতি দরকার। কঠিন হলেও এর মতো মহৎ কাজ আর নাই।
- শিক্ষক : এবার মেরী বলো তো কী লিখেছ?
- মেরী : আমি তো অনেক কিছু হতে চাই, তাই কিছুই লিখিনি, স্যার। একবার মনে হয় সিষ্টার হব, আবার ভাবছি, শিক্ষিকা হলেই ভাল—এমন আরও অনেক কিছু স্যার।
- শিক্ষক : এবার পিউস বলো তো তুমি কি লিখেছ?
- পিউস : স্যার আমি কিছুই লিখিনি। কিন্তু ঠিক করেছি জীবনে উকিল হব না। কারণ, আমার বাবা বলেছেন উকিলরা নাকি অনেক মিথ্যা কথা বলেন।
- শিক্ষক : না পিউস, তোমার ও তোমার বাবার কথা পুরোপুরি ঠিক নয়। কারণ সব উকিলরাই সব সময় শুধু মিথ্যা কথাই বলেন না। কোনো মানুষ বা পেশা সম্বন্ধে এরূপ বন্ধমূল ধারণা কখনও ঠিক নয়। আর মিথ্যা কথা বলা থেকে সব মানুষকেই তো বিরত থাকা উচিত।

তবে এর জন্য দরকার অভ্যাস, শক্ত মনোবল, সৎযম ও সৎ চরিত্র। আমি আশা রাখব, তোমরা কেউ কখনও মিথ্যা কথা বলবে না। কেমন?

- সকলে : হ্যাঁ স্যার, তাই চেষ্টা করব।
- শিক্ষক : বাবা জ্যোতি, তুমি পড় তো কী লিখেছ?
- জ্যোতি : স্যার, আমি লিখেছি ডাক্তার হব। ডাক্তার হয়ে আমি দেশের রোগীর সেবা করব এবং মানুষের প্রাণ বাঁচাব।
- শিক্ষক : হ্যাঁ, এটাও অত্যন্ত ভালো আহ্বান। ডাক্তার হলে তুমি জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে অনেক মানুষের সেবা করতে পারবে। শিক্ষকদের মতো তুমি দেশের অনেক সেবা করবে। এর জন্য তোমার কঠোর পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও জ্ঞান অর্জন করা দরকার। আমার বিশ্বাস তুমি তা পারবে।
- শিক্ষক : আচ্ছা, এখনই ঘণ্টা পড়ে যাবে। এখন আর নয়। তবে তোমরা যে সবাই ঈশ্বরের এক একজন মনোনীত ব্যক্তি এবং তোমাদের জীবনে যে একটি আহ্বান রয়েছে, সে বিষয়ে সব সময় চিন্তা করবে। আমাদের জীবনে ভালো কিছু করা বা হওয়ার চিন্তা ভাবনাগুলোই হল আমাদের জীবনে ঈশ্বরের আহ্বান। ঈশ্বর আমাদের জীবনে বিশেষ কিছু করা বা হওয়ার জন্য আহ্বান করছেন। আর এর মধ্য দিয়েই আমরা খ্রিস্টমন্ডলীর এক একজন মনোনীত প্রেরিত শিষ্য।

এসো প্রার্থনা করি

হে করুণাময় পিতা ঈশ্বর, তুমি আমাকে অনুগ্রহ দান কর, যেন আমিও যে তোমার একজন মনোনীত মানুষ তা ঠিক মতো বুঝতে পারি। আশীর্বাদ কর, যেন আমি আমার জীবন দিয়ে তোমার গৌরব এবং সকল মানুষ ও দেশের কল্যাণ করতে পারি। তুমি আমার সকল চিন্তা ও সকল কাজে সহায় হও। আমেন ॥

এসো গান করি

আমরা যীশুর সেবক সকলে
কখনও না রব বিফলে
আমরা যীশুর নামে সবার তরে
সেবায় ব্রতী সকলে
কখনও না রব বিফলে
আমরা যীশুর তরে স্থান রেখেছি
মোদের হৃদয় কমলে
কখনও না রব বিফলে।
আমরা প্রগতি আর শান্তির তরে
কাজ করে যাই সকলে। (গীতাবলি)।

মুখস্থ কর

“অজ্ঞ লোকেরা, চালাক হবার বুদ্ধি লাভ কর। বিবেচনাহীন লোকেরা; বিচার বুদ্ধি লাভ কর। শোন, আমি উপযুক্ত কথা বলব, সঠিক কথা বলার জন্য আমার মুখ খুলব।” –(হিতো : ৮ : ৫-৬ পদ)।

যীশুই পথ, সত্য ও জীবন

—(যোহন ১৪ : ১-১৪ পদ)।

“হে পৃথিবীর সমস্ত লোক,
তোমরা সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে জয়ধ্বনি কর।
খুশি মনে সদাপ্রভুর সেবা কর,
আনন্দের গান গাইতে গাইতে তাঁর সামনে উপস্থিত
হও।

তোমরা জেনো, সদাপ্রভু ঈশ্বর।
তিনিই আমাদের তৈরি করেছেন, আমরা তাঁরই।”

—(গীত সঙ্ঘিতা ১০০ : ১-৩)

আমরা জানি যে ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা ও মুক্তিদাতা প্রভূ। তিনি মানুষকে মুক্তির পথ দেখাবার জন্য আপন পুত্র যীশুকে পৃথিবীতে পাঠান। তাঁর উপদেশ, শিক্ষা, কাজ ও জীবন আদর্শ দিয়ে যীশু পাপ-অন্যায় পূর্ণ ইস্রায়েল জাতিকে মুক্তি বা পুণ্যময় জীবনের পথ দেখালেন। কিন্তু যীশু জানতেন যে তাঁর শিক্ষা ও জীবন-আদর্শ মতো চলা মানুষের জন্য কঠিন। পাপ-অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ-পীড়ন, ভদ্দ প্রবক্তা, অসৎ সমাজপতি এবং নেতাদের মিথ্যা কথা, অন্যায় নির্দেশ ও শিক্ষা মানুষকে বিপথে নিয়ে যাবে। আমরা জানি তাই যীশু তাঁর মৃত্যুর পূর্বে শিষ্যদের বাছাই করেছেন। তিনি তাদের সঙ্গে সঙ্গে রেখে তাঁর শিক্ষা মানুষের মধ্যে প্রচার করার জন্য বলে গেছেন, যেন মানুষ অনন্ত জীবন লাভ করতে পারে; পৃথিবীতেও যেন মানুষ সুখ ও শান্তিতে বসবাস করতে পারে। কারণ ঈশ্বরতো আমাদের সৃষ্টি করেছেন—তাকে জানতে, প্রেম ও সেবা করতে এবং মৃত্যুর পর তাঁর সঙ্গে অনন্ত জীবন লাভ করতে। আর এই অনন্ত জীবনে প্রবেশ করতে হলে শুধু ঈশ্বরে সেবা করলেই চলবে না। যীশু বলেছেন, “তোমরা প্রতিবেশী সকল মানুষকে নিজের মতো ভালোবাসবে, মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করবে।” তাই যীশু শিষ্যদেরও অনেক ঐশ্বরিক গুণ দিয়ে গেছেন। কিন্তু সত্য ও ন্যায় পথে জীবনযাপন করা মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করা তো অনেক কঠিন কাজ। এর জন্য জীবনে অনেক বাধা বিপত্তি আসবে, ভোগ করতে হবে অনেক অন্যায় অত্যাচার, দুঃখ কষ্ট ও নির্যাতন; সহ্যও করতে হবে অনেক অপমান ও অসম্মান; ত্যাগ করতে হবে নিজের অনেক স্বার্থ। এতে যারা টিকে থাকবে ও যীশুর উপর নির্ভরশীল হয়ে তাঁর ঐশ্বরিক জীবনের সঙ্গে যুক্ত থাকবে, তারাই জয়ী হবে। তারাই পাবে অনন্ত জীবন।

আর যারা বিপথে যাবে আধ্যাত্মিক জীবনে তাদের পতন ঘটবে। পৃথিবীর জীবনেও তারা শান্তি পাবে না এবং তারা অন্যের জীবনের শান্তিও নষ্ট করবে। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর শিষ্যদের সতর্ক করে শেষ বারের মতো বলে গেছেন “আমিই পথ, সত্য ও জীবন।” যে আমার পথ ধরে চলবে, আমাকে ও আমার শিক্ষাকে সত্য বলে মানবে এবং আমার ঐশ্বরিক জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত ও সমৃদ্ধ থাকবে সেই অনন্ত জীবনে প্রবেশ করতে পারবে।

এ বিষয়ে পবিত্র বাইবেল কি বলে শোন

মৃত্যুর পূর্বে ভোজে বসে একদিন যীশু তাঁর শিষ্যদের নিয়ে আলোচনা করছিলেন। তিনি বললেন, “তোমাদের মন যেন অস্থির না হয়, ভয়ে নিরাশায়-হতাশায় ও সন্দেহে তোমরা যেন ভেঙে না পড়। ঈশ্বরের উপর তোমরা সব সময় বিশ্বাস রাখ। আমি তোমাদের জন্য জায়গা ঠিক করতে যাচ্ছি। আমার পিতার বাড়ি স্বর্গে অনেক জায়গা আছে। তা না থাকলে আমি তোমাদের বলতাম না। আমি গিয়ে তোমাদের জন্য জায়গা ঠিক করে আবার আসব, আর আমার কাছে তোমাদের নিয়ে যাব, যেন আমি যেখানে থাকি তোমরাও সেখানে থাকতে পার। আমি কোথায় যাচ্ছি তার পথ তো তোমরা জানই।”

তখন থোমা যীশুকে বললেন, “প্রভু, আপনি কোথায় যাচ্ছেন তা তো আমরা জানি না, তবে পথ কী করে জানব?” “যীশু থোমাকে বললেন,” আমিই পথ, সত্য ও জীবন। আমার মধ্য দিয়ে না গেলে কেউ পিতার কাছে যেতে পারে না। তোমরা যদি আমাকে জানতে, তবে আমার পিতাকেও জানতে। এখন তোমরা তাঁকে জেনেছ আর তাঁকে দেখতেও পেয়েছ।”

ফিলিপ যীশুকে বললেন, “প্রভু, পিতাকে আমাদের দেখান, তাতেই আমরা সন্তুষ্ট হব। যীশু তাঁকে বললেন, “ফিলিপ, এতদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি, তবুও কি তুমি আমাকে জানতে পারনি? যে আমাকে দেখেছে সে পিতাকেও দেখেছে। তুমি কি বিশ্বাস কর না যে, আমি পিতার মধ্যে আছি, আর পিতা আমার মধ্যে আছেন। যে সব কথা আমি তোমাদের বলি, তা আমি নিজে থেকে বলি না, কিন্তু যে পিতা আমার মধ্যে থাকেন, সেই পিতাই তাঁর কাজ করছেন। আমার কথায় বিশ্বাস কর যে আমি পিতার মধ্যে আছি, আর পিতা আমার মধ্যে আছেন। অন্তত আমার যে সব কাজ দেখেছ তা দেখেই আমাকে বিশ্বাস কর।”

যীশু আরও বললেন, “আমি সত্যই বলছি, যদি কেউ আমার উপর বিশ্বাস করে, তবে আমি যে সব কাজ করি সে তাও বিশ্বাস করবে। আর তোমরা বিশ্বাস করবে বলেই, আমি সব কাজ করেছি, তোমরা তার চেয়েও বড় বড় কাজ করবে। আর তোমরা আমার নামে যা কিছু চাইবে তা আমি করব। যাতে পিতার মহিমা পুত্রের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়।” তা হলে এবার তোমরা বুঝতে পেরেছ যে যীশুই পথ, যীশুই সত্য ও যীশুই জীবন। এখানে পথ হল গন্তব্য বা লক্ষ্যস্থলে পৌঁছাবার শিক্ষা ও আদর্শ। যীশুই সেই সত্য শিক্ষা ও আদর্শ। পৃথিবীতে চলার জন্যও পথ দরকার। তাই নয় কি? মানুষের জীবনের শেষ লক্ষ্য বা গন্তব্যস্থান হ’ল স্বর্গ বা ঈশ্বরের সঙ্গে লাভ করা। যীশুই সেই স্বর্গলাভের পথ। এবার বুঝেছ তো?

সত্য বলতে বুঝায় সত্য ঈশ্বর। যীশুর সত্য পথে, সত্য শিক্ষায় বিশ্বাস করে ও বিশ্বস্ত থেকে জীবনযাপন করলেই আমরা ঈশ্বরের কাছে যেতে পারব। তা না হলে আমাদের নরকে যেতে হবে। যীশু চান আমরা যেন এই সত্য শিক্ষা মেনে চলি আর মৃত্যুর পর তাঁর সঙ্গে মিলিত হতে পারি।

জীবন হল—আধ্যাত্মিক জীবন ও অনন্ত জীবন। তাঁর পথ ও শিক্ষা মেনে চললেই আমরা পৃথিবীতে তাঁর ঐশ্বরিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের শান্তি লাভ করব। আবার মৃত্যুর পরও লাভ করব তাঁর ঐশ্বরিক অনন্ত জীবন। কিন্তু এই পাপময় পৃথিবীতে সত্যের পথে চলতে গেলে অনেক দুঃখ—কষ্ট ও যন্ত্রণা, নির্যাতন এবং অপমান সহ্য করতে হবে। তাই যীশু মৃত্যুর পূর্বে তাঁর প্রিয় শিষ্যদের সতর্ক করে দিয়ে এই কথাগুলো বলে গেলেন।

কিন্তু মনে রাখতে হবে যে এই শিক্ষা শুধু তাঁর শিষ্যদের জন্যই নয়। এই শিক্ষা পৃথিবীর শান্তিকামী ও অনন্ত জীবনের প্রত্যাশী সকল মানুষের জন্য। বিশেষ করে এই শিক্ষা বিশ্বমন্ডলী বা বিশ্বাসীদের জন্য বিশ্বাস, আশা, শক্তি—সাহস ও আনন্দের উৎস। যীশুর শিক্ষা ও জীবন থেকেই আমরা তা লাভ করি। তাই আমরা সাক্রামেন্ট ও প্রভুর ভোজ গ্রহণ করে আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করে ঈশ্বরের সঙ্গে এক হই।

শিষ্যদের জন্য যীশুর প্রার্থনা

(যোহন ১৭ : ১-২৬)

তারপর যীশু পিতা ঈশ্বরের কাছে তাঁর শিষ্যদের জন্য প্রার্থনাও করলেন, যেন শিষ্যেরা তাঁর পথে স্থির থাকতে পারেন। তিনি আকাশের দিকে চোখ তুলে বললেন, “হে পিতা, সময় এসেছে। তোমার পুত্রের মহিমা প্রকাশ কর। তুমি আমাকে যে কাজ করার জন্য পাঠিয়েছিলে আমি তা পূর্ণ করেছি। আমি এই জগতে তোমার মহিমা সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করেছি। এবার তুমি আমাকে তোমার কাছে তুলে নাও।”

“হে পিতা, এই পৃথিবীতে আমার হাতে তুমি যাদের তুলে দিয়েছ, তাদের জন্যও আমি প্রার্থনা করি। তাদের কাছে

আমি তোমাকে সঠিকভাবেই পরিচয় করিয়েছি। তোমার সত্য শিক্ষা আমি তাদের কাছে জানিয়েছি, আর তারা তা বিশ্বাসও করেছে। আমি তো আর পৃথিবীতে থাকব না। কিন্তু এরা তো পৃথিবীতে থাকবে। যতদিন আমি এদের সঙ্গে ছিলাম ততদিন আমি এদের রক্ষা করেছি। কিন্তু আমি তো এখন চলে যাচ্ছি। আমি জানি সংসার এদের ঘৃণা করবে, কষ্ট দেবে, নির্যাতন করবে। কিন্তু তুমি এদের সহায় হও, এদের বিশ্বাস দৃঢ় রাখ, এদের পাপ থেকে রক্ষা কর— ইহাই তোমার নিকট আমার বিনীত প্রার্থনা। এরা যেন সত্যের পথ ধরে পবিত্র হয়ে উঠে এবং একদিন তোমার কাছে পৌঁছতে পারে। এরা যেন একদিন তোমার ও আমার সজ্জালাভ করতে পারে।

আমি শুধু এদের জন্যই প্রার্থনা করছি না, এদের কথা শুনে যারা আমার উপর বিশ্বাস করবে তাদের জন্যও আমি প্রার্থনা করছি। হে পিতা, তারা যেন সকলেই এক হয়ে উঠে। আমি যেমন তোমার মধ্যে যুক্ত আছি, এরাও যেন তোমার ও আমার মধ্যে যুক্ত থাকে। এদের দেখেই যেন অন্য সকলে বিশ্বাস করে যে আমি তোমার কাছ থেকেই এসেছি। তুমি যেভাবে আমাকে ভালোবেসেছ, সেভাবেই তারা যেন পরস্পরকে ভালোবাসে। আমরা দু'জনে যেমন এক, তারাও যেন পূর্ণভাবে এক হয়ে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বসবাস করে।”

শিষ্যদের কাছে যীশুর প্রতিশ্রুতি

যীশু আবার শিষ্যদের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘হ্যাঁ, আমি জানি দুঃখ ও ভয়ে তোমাদের মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু দুঃখ পেয়ো না, ভয়ও করো না। আমি পিতার কাছে গিয়ে অনুরোধ জানাব, তিনি যেন তোমাদের সত্যের পথে জীবনযাপন ও আমার সত্য শিক্ষা প্রচার করার জন্য তোমাদের কাছে সেই সহায়ক পবিত্র আত্মাকে পাঠিয়ে দেন। আর সেই সহায়ক চিরকালই তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন। তিনি তোমাদের শক্তি, প্রজ্ঞা, জ্ঞান, বিবেচনা ও আলো দিয়ে ভরে তুলবেন। তিনি পথ দেখিয়ে অনন্তজীবনে পরম সত্যের দিকে তোমাদের এগিয়ে নিয়ে যাবেন। তোমাদের যা করণীয় তাই তিনি শিখিয়ে দেবেন এবং আমি তোমাদের যা যা শিখিয়েছি তা মনে করিয়ে দিবেন। আর তোমরা আমার কাজ করতে ও আমার পক্ষে সাক্ষ্য দিতে ভয় পাবে না। –(যোহন ১৪ : ১৫-১৭, ২৫-২৬)।

আমি দ্রাক্ষালতা তোমরা শাখা-প্রশাখা

তারপর যীশু আবার শিষ্যদের দিকে তাকিয়ে উপমা দিয়ে একথা বললেন, “আমি দ্রাক্ষালতা তোমরা শাখা-প্রশাখা, আর পিতা ঈশ্বর এই দ্রাক্ষাক্ষেত্রের কৃষক, আমার কোনো শাখায় ফল না ধরলে, পিতা তা কেটে ফেলে দেবেন। আর যে শাখায় ফল ধরবে, পিতা তা ছেঁটে পরিষ্কার করে দেবেন, যেন আরও বেশি ফল ধরে। সুতরাং তোমরা আমার সঙ্গে যুক্ত থেকে, আমিও তোমাদের সঙ্গে যুক্ত থাকবো, যেন তোমরা প্রচুর পরিমাণে ফসলি হয়ে উঠ। কারণ কাণ্ডের সঙ্গে শাখা যুক্ত না থাকলে যেমন শাখা মরে যায়, কোন ফলও দিতে পারে না— তেমনি আমার সঙ্গে তোমরা যুক্ত না থাকলে তোমরাও পিতার দ্রাক্ষাক্ষেত্রে কোনো ফল দিতে পারবে না। মনে রেখ—আমাকে ছাড়া তোমরা নিজে থেকে এবং শয়তান ও ভণ্ডদের পরামর্শে কিছুই করতে পারবে না। আমার পথ, সত্য ও জীবন কিছুই পাবে না।” –(যোহন ১৫ : ১-১৬)। যীশু শিষ্যদের এত কথা বললেন যেন শিষ্যেরা তাঁর কথা— আমিই পথ, সত্য ও জীবন এই গভীর অর্থপূর্ণ কথাগুলো সঠিকভাবে বুঝতে পারে। তোমরা কি তা বুঝতে পেরেছ? বড় হতে হতে এ বিষয় আরও বুঝতে পারবে।

এসো প্রার্থনা করি

হে প্রভু যীশু, আমি বিশ্বাস করি, তুমিই পথ, সত্য ও জীবন। আমার বিশ্বাস আশা ও ভক্তি দৃঢ় কর আমি যেন তোমার সঙ্গে আজীবন যুক্ত থাকতে পারি। আমি যেন তোমার শিক্ষা অনুসারে জীবনযাপন করে আমার জীবন ও কাজ দিয়ে মানুষের কাছে তোমার মহিমা প্রকাশ করতে পারি। আর জীবন শেষে যেন, প্রভু, তোমার অনন্ত জীবনের অংশী হতে পারি। এই প্রার্থনা করি তোমার পুত্র, আমাদের জীবনদায়ী দ্রাক্ষালতা প্রভু যীশুর নামে। আমেন ॥

মুখস্থ কর

“হে সদাপ্রভু, যারা ভালো ও অন্তরে ঠাঁটি তাদের তুমি মঞ্জল কর, কিন্তু যারা নিজের তৈরি বাঁকা পথে হাঁচট খেতে খেতে চলে সদাপ্রভু অন্যায্যকারীদের সঙ্গে তাদের দূর করে দেবেন।”

মনে রেখ

“কাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত না থাকলে শাখা-প্রশাখা যেমন কোনো ফল দিতে পারে না, তেমনি যীশুর সঙ্গে যুক্ত না থাকলে আমরাও পথ, সত্য ও জীবন লাভ করতে পারব না। কারণ, যীশু বলেন, “আমি দ্রাক্ষালতা, তোমরা শাখা-প্রশাখা, যে আমাতে থাকে এবং যার মধ্যে আমি থাকি, সেই ব্যক্তি প্রচুর ফলে ফলবান হয় কেননা আমাকে ছাড়া তোমরা কিছুই করতে পার না।”

এসো গান করি :

যীশু জীবন পথের আলো
আমার সাথে সাথে চলো।
ভব-নদীর বিষম ঝড়ে,
হাল যে ভাজে, পাল যে ছিড়ে,
যীশু মাঝি বসো হালে,
নইলে তরী ডুবে গেল।
—(গীতাবলি)

নির্দেশিকা

বিশ্বাস নিবেদন, আশা নিবেদন, ভক্তি নিবেদন ও অনুতাপ নিবেদন ইত্যাদি প্রার্থনা নিজ নিজ মণ্ডলীর, বই থেকে শিক্ষার্থীরা মুখস্থ করবে ও একত্রে বলতে শিখবে। এ বিষয়ে অবহেলা করবে না।

যুদাস বা যিহুদার ষড়যন্ত্র (যুদা ইস্কারিয়াৎ)

(মথি ২৬ : ১-২৫ পদ)

“তার মুখ অভিষাপ, ছলনা ও শঠতায় পূর্ণ, তার জিহবার নিচে উপদ্রব ও অন্যায্য থাকে সে গ্রামের গুপ্ত স্থানে বসে থাকে নিভৃত স্থানে নির্দোষকে বধ করে।” —(গীতসংহিতা ১০ : ৭-৮ পদ)

“শান্ত হৃদয় শরীরের জীবন,
কিন্তু ঈর্ষা সকল অস্থির পঁচনস্বরূপ।”

—(হিতো ১৪ : ৩০ পদ)।

যারা বেশি লোভী ও ঈর্ষা পরায়ণ তারাই সাধারণত অতি সহজেই অন্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এ পৃথিবীর মানুষ কতগুলো কুপ্রবৃত্তি নিয়েই জন্ম গ্রহণ করে। অনেকে সেই কুপ্রবৃত্তিগুলো সংযত করতে পারে, আবার অনেকে তা সংযত করতে পারে না। তা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং মানুষকে বড় রকমের অন্যায্যের দিকে টেনে নিয়ে যায়। কুপ্রবৃত্তিগুলোর মধ্যে অহংকার, লোভ, ঈর্ষা, ক্রোধ প্রধান। যাদের টাকা-পয়সা, ধন-সম্পদ ও পদমর্যাদার প্রতি লোভ থাকে তারা ঈর্ষা পরায়ণ হয়ে অন্যের প্রতি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়।

ষড়যন্ত্রকারী নির্দোষীকে দোষী সাব্যস্ত করে নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করতে কুষ্ঠাবোধ করে না। এমন কি বন্ধু-বান্ধব, আপন আত্মীয়-স্বজন এবং খুব ঘনিষ্ঠ যাদের বিশ্বাস করা হয়, তারাই সাধারণত কোনো কিছুর লোভের বশবর্তী হয়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়।

ইতিহাসে পলাশী যুদ্ধের কথা নিশ্চয়ই তোমরা জান? নবাব আলীবর্দী খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর নাতি সিরাজদৌলা বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার নবাব হন। আলীবর্দী খাঁর শাসন আমল থেকেই ইংরেজরা এদেশে বাণিজ্য করতে আসে। কিন্তু আলীবর্দী খাঁ ইংরেজদের ষড়যন্ত্রের কথা বুঝতে পেরে তাদের এ দেশে দুর্গ তৈরি করতে অনুমতি দিলেন না। ইংরেজরা নবাব আলীবর্দী খাঁকে বেশ ভয় করত। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর নবাব সিরাজদৌল্লাকে তারা আর ভয় করত না। এ দেশের কয়েকজন লোভী ব্যক্তি, যেমন মীরজাফর, জগৎশেঠ, রাজবল্লব এরা পদমর্যাদা ও সম্পদ লাভ করার লোভে ইংরেজদের সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। কিন্তু তারাই ছিল সিরাজের বিশ্বস্ত ব্যক্তি। মীরজাফর ছিল সিরাজের খুব নিকট আত্মীয়। অবশেষে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশী নামক স্থানে ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে প্রধান সেনাপতি হিসাবে মীরজাফর যুদ্ধ না করে বিশ্বাসঘাতকতা করল। ইংরেজদের জয় হল।



“আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, সারা জগতে আমার এই মজল সমাচার যেখানেই প্রচারিত হবে, সেখানেই ওকে স্মরণ করে ওর এই কাজের কথাও বলা হবে।” (মথি ২৬ : ১৩ পদ)।

কারণ তারা জানত লোকজন এতে বিরোধিতা করবে। আর যীশু এরই মধ্যে অনেক অসুস্থ অশ্ব, খজ্ঞ, কানা, নুলাকে সুস্থ করেছিলেন। তিনি আরও অনেক ভালো ভালো কাজ করেছিলেন।

যীশু সেদিন বৈথনিয়ার কুষ্ঠরোগী শিমোনের বাড়িতে খেতে বসেছেন। তখন একজন স্ত্রীলোক যীশুর মাথায় বহুমূল্যের সুগন্ধ তেল মেখে দিল। তা দেখে যীশুর শিষ্যেরা বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন, “এত অপচয় কেন? এই তেল তো অনেক অর্থে বিক্রি করা যেত আর সেই অর্থ গরিবদের দেওয়া যেত।”

ফর্ম-১০, খ্রিস্টধর্ম শিক্ষা - ৬ষ্ঠ

পরে মীরজাফরের ছেলে মীরনের নির্দেশে সিরাজদৌল্লাকে মেরে ফেলা হয়। শেষে এদেশ প্রায় দু’শ বৎসর ইংরেজরা শাসন করে।

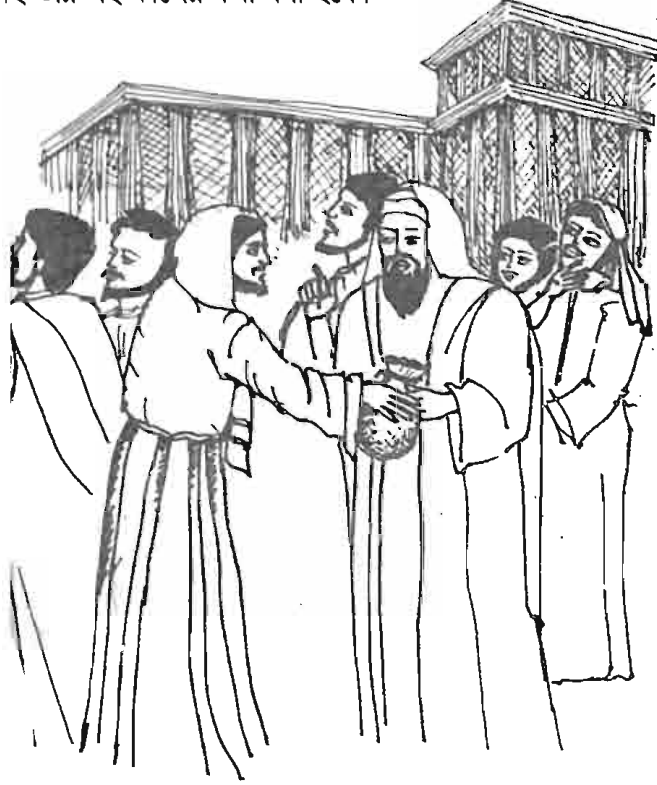
বাইবেলে যীশুর প্রতি এমনি এক ষড়যন্ত্রের কাহিনী আছে। যীশুর বার জন শিষ্যের কথা তোমরা জান। তারা যীশুর উপদেশ শুনতেন ও তাঁর আশ্চর্য কাজ দেখতেন। কিন্তু এই বার জনের একজন শিষ্য যুদাস (যিহূদা) যীশুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে যীশুকে ত্রিশটি রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে শত্রুদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল।

যীশু যখন লোকদের উপদেশ দিতেন তখন তাঁর শিষ্যেরা তাঁর সঙ্গেই থাকত। একদিন যীশু লোকদের নানা বিষয়ে উপদেশ দিয়ে তাঁর শিষ্যদের বললেন, “তোমরা জান নিস্তার পর্বের আর মাত্র দু’দিন বাকি আছে। মানব পুত্রকে তখন ক্রুশে দেবার জন্যই শত্রুদের হাতে তুলে দেয়া হবে।”

—(মথি ২৬ : ২)

সে সময় ঈর্ষান্বিত প্রধান যাজকেরাও যীশুকে ধরে ক্রুশে দেয়ার পরিকল্পনা করছিল। প্রধান যাজক এবং জাতির প্রধানেরা মহাযাজক কায়ফার দরবারে মিলিত হল। তারা একত্রে শলা-পরামর্শ করল কীভাবে যীশুকে ধরে মেরে ফেলা যায়। শেষে তারা ঠিক করল পর্বের সময়ে নয়।

যীশু তাঁর শিষ্যদের মনোভাব বুঝতে পারলেন। তিনি তাদের বললেন, “স্ত্রী লোকটির মনে এভাবে কষ্ট দিচ্ছ কেন? আমার প্রতি সে যা করেছে তা ভালোই করেছে। গরিব লোকদের তোমরা সব সময়ই কাছে পাবে, কিন্তু আমাকে সর্বদা পাবে না। আসলে আমার দেহে সুগন্ধি তেল ঢেলে দিয়ে সে আমাকে উপযুক্তভাবেই সম্মান দেখাচ্ছে। আর সে আমাকে সমাধিতে রাখার জন্যও উপযুক্ত কাজই করল। আমি সত্যি বলছি, সারা পৃথিবীতে যেখানে আমার এই সুসমাচার প্রচারিত হবে, সেখানেই তাঁর এই কাজের কথা বলা হবে।”



যুদাস ত্রিশটি রৌপ্যমুদ্রা নিয়ে যীশুকে শত্রুদের হাতে তুলে দেয়ার পরিকল্পনা করছে।

তখন বারজনের একজন যার নাম যুদাস (যিহুদা) ইস্কারিয়ৎ তার মনে ঈর্ষার জন্ম নিল। সে জানত প্রধান যাজকেরা যীশুকে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র করছে। তখন সে লোভের বশবর্তী হয়ে প্রধান যাজকদের কাছে গিয়ে বলল, “যীশুকে আপনাদের হাতে ধরিয়ে দিলে আপনারা আমাকে কি দিবেন?” তখন প্রধান যাজকেরা যুদাসের হাতে থলিতে ত্রিশটি রূপের মুদ্রা দিলেন। যুদাস বেশ খুশি হল। আর সেই সময় থেকেই সে যীশুকে তাদের কাছে ধরিয়ে দেয়ার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় ছিল।

যীশুর নিস্তারপর্ব পালন

নিস্তার পর্ব হল ইহুদিদের মুক্তির স্মরণ উৎসব। বহুদিন আগে মিশরীয়দের দাসত্ব থেকে ঈশ্বর অলৌকিকভাবে ইহুদিদের রক্ষা করেছিলেন। সেই ঘটনার স্মৃতি স্মরণ করে ইহুদিরা প্রতি বৎসর এই মহাপর্ব পালন করত। এই পর্ব তারা আট দিন পর্যন্ত পালন করত। যীশু এবং যীশুর শিষ্যরাও এই পর্ব মহা ধুমধামে পালন করতেন। তাই যীশুর শিষ্যরা এই পর্বের প্রথম দিনে যীশুর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, ‘আপনার জন্য আমরা কোথায় নিস্তার পর্বের ভোজ প্রস্তুত করব? আপনার ইচ্ছা কি? তিনি বললেন, তোমরা শহরে অমুক লোকটির কাছে গিয়ে বল, “গুরু বলে পাঠিয়েছেন, আমার সময় প্রায় এসে গেছে। আমি তোমারই বাড়িতে আমার শিষ্যদের নিয়ে নিস্তার পর্ব পালন করব।” তখন শিষ্যরা যীশুর কথামতই নিস্তার ভোজের আয়োজন করলেন।

সেদিন যখন সম্প্রা হল, যীশু তাঁর বারজন শিষ্যকে নিয়ে খেতে বসলেন। তাঁরা সকলে খাচ্ছেন এমন সময় যীশু বলে উঠলেন, “আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, এই তোমাদেরই একজন আমাকে শত্রুদের হাতে তুলে দেবে।” যীশুর এমন কথা শুনে তাঁরা সকলে দুঃখ পেলেন। তাঁরা একে একে প্রত্যেকেই যীশুকে প্রশ্ন করতে লাগলেন, “প্রভু সে কি আমি?”

উত্তরে তিনি বললেন, যে আমার সঙ্গে একই বাটিতে হাত ডুবিয়ে খেয়েছে, সেই আমাকে শত্রুর হাতে তুলে দিবে। মনুষ্য পুত্রের বিষয়ে যেমন লেখা আছে তেমনি হতে যাচ্ছে। কিন্তু ধিক সেই ব্যক্তিকে যে শত্রুর হাতে তাঁকে তুলে দিচ্ছে। তার যদি জন্ম না হতো তা হলেই তার পক্ষে ভালো হতো।” তখন যে যুদাস যীশুকে শত্রুর হাতে তুলে দিবে, সে বলে উঠল “রাবিব (প্রভু) সে কি আমি? যীশু উত্তর দিলেন, “তুমি নিজেই তো সে কথা বললে।”

চিন্তা কর

যুদাস যীশুর প্রিয় শিষ্যদের এক জন ছিলেন। তার কাছে অর্থের ভার ছিল। যীশু এবং অন্যান্য শিষ্যেরা তাকে খুব বিশ্বাস করতেন। মুদ্রার থলিটাও সব সময় তার কাছেই থাকত। কিন্তু যুদাস ছিল লোভী। ত্রিশটি মুদ্রার (রৌপ্য) লোভ সে সামলাতে পারল না। যীশুর শিষ্য হয়ে এবং অতি কাছের মানুষ হয়েও সে যীশুকে শত্রুদের হাতে ধরিয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্র করল।

আর অন্যদিকে যে স্ত্রীলোকটি যীশুর মাথায় সুগন্ধি তেল ঢেলে দিল, তাঁর কোন লোভ ছিল না। সে বিশিষ্ট অতিথির মাথায় সুগন্ধি তেল ঢেলে দিয়ে তাঁকে সম্মান জানাল। ভক্ত প্রাণ হৃদয়ের উপহার স্বরূপ স্ত্রীলোকটি এ কাজ করেছে। এ কাজের মধ্যে দিয়ে স্ত্রীলোকটি যীশুর আসন্ন মৃত্যুর কথাও ঘোষণা করেছে। সে যীশুর মৃত দেহের উপর তেল লেপনের কাজটিও আগেই সেরে ফেলেছে। তখনকার দিনে মৃত প্রিয়জনদের দেহে সুগন্ধি তেল লেপন করে দেওয়া হতো।

দেখলে তো যুদাস ত্রিশটি মুদ্রার (রৌপ্য) লোভে কেমন করে যীশুকে শত্রুদের হাতে তুলে দেয়ার পরিকল্পনা করল! সে ছিল যীশুর আপনজন ও বন্ধু। অন্যদিকে স্ত্রীলোকটি ছিল দূরের, অনাজান এবং যীশুর একজন ভক্ত প্রাণ নারী। সে যীশুর মৃত্যুর কথা স্মরণ করে বহু অর্থ খরচ করে সুগন্ধি তেল লেপন করল। চিন্তা কর, এই দুই ব্যক্তির মধ্যে তফাৎ কতটুকু?

মনে রেখ

যুদাস যখন যীশুকে জিজ্ঞেস করেছিল, “রাবিব, সে কি আমি” উত্তরে যীশু বলেছিলেন, “তুমি নিজেই তো সে কথা বললে।”

যীশু তাকে মন পরিবর্তন করার আভাস দিয়েছিলেন। কিন্তু যুদাস তা করল না। তেমনি মীরজাফর, জগৎশেঠ, রাজবল্লভের মতো বিশ্বাসী ব্যক্তিদের মন পরিবর্তন করার জন্য সিরাজদৌলাও পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু তারাও তা করল না। ষড়যন্ত্রকারীরা দেশ এবং জাতির স্বাধীনতা ইংরেজদের হাতে তুলে দিল। এসব করা কি তাদের উচিত হয়েছে? না, তা ঠিক হয়নি। ষড়যন্ত্র করে মীরজাফর বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার নবাব হতে চেয়েছিল, কিন্তু পারেনি। তেমনি বাইবেলেও লেখা আছে, শেষে যুদাস বিবেকের দংশনে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে। এত অর্থ-সম্পদ তাকে শান্তি দিতে পারল না।

সুতরাং মানুষের বিবেক প্রত্যেকের জীবনে বিশ্বস্ত প্রহরীর মতো কাজ করে। বিবেক সর্বদা সৎ চিন্তা ও সৎ কাজ করতে শিক্ষা দেয়। আর কুকাঙ্গ, কুচিন্তা, কুমন্ত্রণা না করার পরামর্শ দেয়। যদি জীবনে আমরা বিবেকের পরামর্শে চলি তবে পরিবারে, সমাজে এবং দেশের মধ্যে সকলেই সুখে ও শান্তিতে বাস করতে পারব। তাই কবি শেখ ফজলুল করিম লিখেছেন :

রিপুর তাড়নে যখনি মোদের বিবেক পায়গো-লয়,
আত্ম-গ্লানির নরক অনলে তখনি পুড়িতে হয়।
প্রীতি ও প্রেমের পুণ্য বাঁধনে সবে মিলি পরস্পরে,
স্বর্গ আসিয়া দাঁড়ায় তখন আমাদেরি কুঁড়ে ঘরে।

আমাদের জন্য শিক্ষা

ষড়যন্ত্রকারীর মনে কোন সুখ বা শান্তি থাকে না। কারো বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্র করে তা বুঝতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে তা ত্যাগ করা উচিত।

ষড়যন্ত্রকারী পরিবার, সমাজ ও দেশের শত্রু। সে পরিবার, সমাজ ও দেশের অমঙ্গল ডেকে আনে। মানুষের সুখ-শান্তির মধ্য দিয়েই পরিবারে, সমাজে, দেশে ও পৃথিবীতেই স্বর্গীয় সুখ বিরাজ করে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. প্রভু যীশুর পৃথিবীতে আসার একটি উল্লেখযোগ্য কারণ-

ক. মানুষকে শিক্ষা দিতে	খ. মানুষের মুক্তির জন্য
গ. মানুষের সজ্জী হতে	ঘ. আমাদের গুরু হতে
২. যীশুর প্রেরিত শিষ্য কত জন?

ক. ১০ জন	খ. ১১ জন
গ. ১২ জন	ঘ. ১৩ জন

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

আন্তনী তাঁর ছেলে পিটারকে শৈশবকাল হতেই সূনাগরিক ও বিখ্যাত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠার জন্য শিক্ষা দিতে লাগলেন। পিটারও সুযোগ্য পিতার সুযোগ্য সন্তান, বাবার কথা মতোই লেখাপড়া করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হল।

৩. পিটার সূনাগরিক ও প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল কারণ
 - i. পিতার সুশিক্ষার জন্য
 - ii. নিজের বুদ্ধিমত্তার জন্য
 - iii. গৃহ শিক্ষকের পরামর্শের জন্য

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|--------|-----------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. iii | ঘ. i ও ii |
৪. পিটার হল -

ক. শিক্ষিত পিতার সন্তান	খ. সচেতন ও দায়িত্বশীল পিতার সন্তান
গ. ধনী পিতার সন্তান	ঘ. দরিদ্র পিতার সন্তান

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৬ ও ৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

পিতামাতা হলেন আমাদের খুব কাছের মানুষ। পিতামাতা ব্যতীত কেহই পৃথিবীতে আসতে পারে না। পিতামাতাই সন্তানদের লালন পালন করে বড় করে তুলেন। তাই তাদের কথার বাধ্য থেকে সকল কাজকর্মে তাদের সন্তুষ্ট রাখা সন্তানের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

৬. আমরা শাখা প্রশাখা এবং যীশু হলেন -

ক. পাতালতা	খ. মূলকাণ্ড
গ. দ্রাক্ষালতা	ঘ. ফুল ও ফল
৭. পিতামাতার প্রতি সন্তানের গুরুদায়িত্বের মধ্যে অন্যতম -
 - i. তাদের সন্তুষ্ট রাখা
 - ii. তাদের জামা কাপড় দেওয়া
 - iii. তাদের খাদ্য কিনে দেওয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. iii

ঘ. i ও ii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. সুশান্ত এবং প্রশান্ত দুই বন্ধু। তারা ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ে। এক দিন সুশান্ত প্রশান্তকে বলল, “শিষ্যরা সবাই যীশুকে স্পর্শ করবার জন্য চেষ্টা করেছিল। কারণ তখন তার শরীর থেকে এক আশ্চর্য শক্তি বের হচ্ছিল। আর যেই তাঁকে স্পর্শ করছিল সেই সুস্থ হচ্ছিল। তুমি কি তা শুনেছ? প্রশান্ত বলল, “আমাদের স্যার ক্লাসে পড়িয়েছেন যে যীশু তাঁর বাণী প্রচার করার জন্য কয়েকজন শিষ্যকে প্রেরিত পদে নিয়োগ করেছিলেন। তিনি তাদের ঐশ্বরিক কাজ করবার ক্ষমতাও দিয়েছিলেন”।

ক. যীশু তার প্রেরিত পদে কয়জন শিষ্য নিয়োগ দিয়েছিলেন ?

খ. সবাই যীশুকে কেন স্পর্শ করছিল ?

গ. যীশুর শিষ্যদের আদর্শ অনুসরণ করে সুশান্ত ও প্রশান্ত সমাজের জন্য কী করতে পারে ?

ঘ. যীশুর বাণী প্রচারে শিষ্যদের ভূমিকা মূল্যায়ন কর।

২. গাব্রিয়েল একজন ধার্মিক প্রকৃতির লোক। তার একমাত্র পুত্র আনন্দ। পিতা তাঁর পুত্রকে প্রশ্ন করল, “আনন্দ তুমিও যে যীশুর একজন শিষ্য তা কি তুমি জান?” জবাবে আনন্দ বলল, “হ্যাঁ বাবা আজ আমি আমার ধর্ম পুস্তকে পড়েছি যে যীশু তার শিষ্যদের বলেছেন যে, তারা যেন কাজের উদ্দেশ্যে বের হয়ে যায়। তারা যেন সকলের কাছে বলে যে, ঈশ্বরের রাজ্যের দিন এসে গেছে। তারা যেন রোগীদের সুস্থ করে, মৃতদের জীবিত করে এবং যাতনাগ্রস্থদের মধ্য থেকে অপদূতদের তাড়িয়ে দেয়।

ক. যুদা ইস্কারিয়াৎ কে ছিলেন ?

খ. যীশুর প্রেরিত শিষ্যদের প্রধান একটি গুণ বর্ণনা কর।

গ. আনন্দ যীশুর শিষ্য হিসেবে কীভাবে কাজ করতে পারে ?

ঘ. ঈশ্বরের রাজ্যের দিন এসে গেছে বলতে কী বুঝানো হয়েছে - বিশ্লেষণ কর।

৩. রবিনের বাবা রবিনকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, “বাবা তুমি বড় হয়ে কি পেশা গ্রহণ করতে চাও? আমি চাই তুমি ব্যবসায় বাণিজ্য কর।” রবিন তার বাবাকে বলল, “বাবা আমি একজন ফাদার হতে চাই। আমি খ্রিস্টধর্ম শিক্ষা বইয়ে পড়েছি যদি ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকে ও প্রভুর আহ্বানে বিশ্বস্তভাবে কেহ সাড়া দেয় তাহলে তারা প্রত্যেকেই প্রভুর নামে অনেক বড় বড় ও ভালো ভালো কাজ করতে পারবে।”

ক. প্রচার কাজ কী ?

খ. শিষ্যদের প্রচারে যীশুর আনন্দিত হওয়ার প্রধান কারণ কী ?

গ. রবিন ফাদার হয়ে কীভাবে সমাজকে আলোকিত করবে ?

ঘ. ঈশ্বরে বিশ্বাস করলেই আমরা সফল হব - তোমার যুক্তি দাও।

নবম অধ্যায়

মানুষের মুক্তির জন্য যীশুর জীবনদান

গেথশিমানী বাগানে যীশুর প্রার্থনা ও

মর্ম বেদনা

লুক ২২ : ৩৯-৪৮ পদ

“জেগে থাক ও প্রার্থনা কর,

যেন পরীক্ষায় না পড়।” –(লুক ২২ঃ ৪০ পদ)।

যীশু তাঁর মৃত্যু কীভাবে ঘটবে তা জানতেন। কিন্তু মানুষ হিসাবে তিনি মৃত্যুর যে যন্ত্রণা তা অন্তরে অনুভব করে খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি জানতেন যুদাস (যিহুদা) তাঁকে শত্রুদের হাতে ধরিয়ে দিবেন। তিনি শেষ ভোজ্য করে শিষ্যদের নিয়ে নির্জন স্থানে নীরবে প্রার্থনা করবার জন্য গেথশিমানী নামক স্থানে গেলেন। তিনি এ পৃথিবীর মানুষকে খুব ভালোবাসতেন। আর শিষ্যদেরও খুব ভালোবাসতেন। কিন্তু সেই শিষ্যদের মধ্যে যুদাস (যিহুদা) তাঁকে শত্রুদের হাতে তুলে দিবে তা তিনি জানতেন। তা তাঁর শিষ্যদের এই বিশ্বাসঘাতকতা এবং অসহনীয় মৃত্যু যন্ত্রণা যাতে সহ্য করতে পারেন তাই ঈশ্বরের কাছে থেকে শক্তি পাবার জন্য প্রার্থনা করতে গেলেন। কারণ তিনি তো মানুষ হিসাবে এ মৃত্যু যন্ত্রণা গ্রহণ করতে প্রস্তুত।

এ পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ মৃত্যুকে ভয় করে, কারণ সকলে নিজ নিজ পিতামাতা, ভাইবোন, আত্মীয়স্বজন, সর্বোপরি এই সুন্দর পৃথিবীকে ভালোবাসে। মৃত্যুর মাধ্যমে এ ভালোবাসা থেকেই কেউ বঞ্চিত হতে চায় না। যীশু খ্রিস্টের মৃত্যুর মাধ্যমে আমরা পেয়েছি মুক্তি। তেমনি প্রত্যেক মানুষেরও মৃত্যুই হল অনন্ত জীবনের প্রবেশ দ্বার। তাই মৃত্যুকে ভয় করলে চলবে না। মৃত্যুর অসহনীয় যন্ত্রণা যাতে সহ্য করা যায়, সেজন্য আমাদেরও যীশু খ্রিস্টের মতো প্রার্থনা করতে হবে। যীশু এ মৃত্যু যন্ত্রণাকে সহ্য করবার জন্য কীভাবে ঈশ্বরের সাহায্য প্রার্থনা করছিলেন সে সম্পর্কে আমরা বুঝতে চেষ্টা করি।

জেরুজালেম ও জৈতুন পাহাড়ের মাঝখানে কিদ্রোন স্রোত। কিদ্রোন স্রোত পার হয়ে জৈতুন পাহাড়ের পশ্চিম দিকে গেথশিমানী বাগান। যীশু ও তাঁর শিষ্যরা প্রায়ই এই নির্জন স্থানটিতে প্রার্থনা করতে যেতেন। সেদিন নিস্তার পর্বের ভোজ্য শেষ করে প্রভু যীশু তাঁর শিষ্যদের নিয়ে গেথশিমানী বাগানে নীরবে পিতা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে গেলেন। সেখানে পৌঁছে তিনি শিষ্যদের এক জায়গায় রেখে বললেন, ‘তোমরা জেগে থাক আর আমার সাথে প্রার্থনা কর যেন পরীক্ষায় না পড়’ তিনি শোকে ও দুঃখে কাতর হয়ে বললেন, “দুঃখে আমার প্রাণ যেন বেরিয়ে যাচ্ছে। তিনি নতজানু হয়ে প্রার্থনা করে বলেন, “পিতা আমার, যদি সম্ভব হয় আমার থেকে এই পান পাত্র (যন্ত্রণা) দূরে সরিয়ে নাও। কিন্তু আমার ইচ্ছা নয়, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।” যীশুর এই অসহনীয় যন্ত্রণার মুহূর্তে এক স্বর্গ দূত এসে যীশুকে সাহস ও সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। যীশুর মানসিক যন্ত্রণা তখন চরমে উঠেছে। তিনি এই মর্মান্তিক যাতনা ভোগের মধ্যে আরও একাগ্রভাবে প্রার্থনা করতে লাগলেন। তখন সেই অসহ্য মৃত্যু যন্ত্রণায় তাঁর শরীরের ঘাম রক্তের বড় বড় ফোঁটা হয়ে ঝরে পড়তে লাগল। প্রার্থনা করে তিনি শিষ্যদের কাছে ফিরে এসে দেখলেন তারা সকলে ঘুমাচ্ছে। তিনি তাঁদের ডেকে বললেন, “তোমরা কি এক ঘণ্টাও আমার সঙ্গে জেগে থাকতে পারলে না? উঠ, প্রার্থনা কর যেন পরীক্ষায় না পড়।”

তিনি শিষ্যদের সাথে কথা বললেন, এমন সময় তাঁর বার শিষ্যের একজন যুদাস (যুদা) অনেক লোক নিয়ে তাদের আগে আগে এগিয়ে আসল। সে যীশুকে চুম্বন করবার জন্য তাঁর কাছে আসল। যীশু তাকে বললেন, “বন্ধু, চুম্বন দিয়ে কি মনুষ্য পুত্রকে ধরিয়ে দিতে এসেছ?”

চিন্তা কর

‘চুম্বন’ এই পৃথিবীতে ভালোবাসা, স্নেহ ও আদরের সবচেয়ে বড় চিহ্ন। আর এই চিহ্ন দিয়েই যুদাস (যিহুদা) প্রভু যীশুকে শত্রুদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল। এ কষ্ট, এ যাতনা কি সহ্য করা যায়? মনে কর, তোমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তুমি তাকে খুব ভালোবাস এবং বিশ্বাস কর। কিন্তু সে যদি কোনো দিন তোমার এ বিশ্বাসে আঘাত হানে, তখন তোমার কেমন কষ্ট হবে? তোমার মা-বাবা, বড় ভাইবোন তোমাদের কত ভালোবাসেন, স্নেহ ও যত্ন করেন। তুমি কি কখনও অকৃতজ্ঞ হয়ে তাদের কোনো ক্ষতি করতে পার?

তোমাদের শিক্ষক-শিক্ষিকারা তোমাদের জন্য কত কষ্ট করেন, তোমাদের জীবনের উন্নতির জন্য কত সুন্দর সুন্দর উপদেশ-নির্দেশ দিয়ে থাকেন। তোমরা কি তাদের অবাধ্য হয়ে যুদাসের মতো তোমাদের জীবনটা নষ্ট করবে? না, কখনও তা কর না। যুদাস (যিহুদা) চুম্বন দিয়ে যীশুকে শত্রুদের হাতে ধরিয়ে দিল। যীশু কিন্তু তাকে ‘বন্ধু’ বলেই ডাকলেন। অর্থাৎ তার অপরাধ সকল ক্ষমা করে দিলেন। তোমরা কিন্তু বন্ধু-বান্ধবের অপরাধ ক্ষমা করবে, শত্রুকেও ক্ষমা করবে। জীবনে উন্নতি ও সফলতা অর্জনের জন্য পিতা মাতা ও গুরুজনদের উপদেশ-নির্দেশ মেনে চলবে ও তাঁদের সম্মান করবে।

মনে রেখ

প্রার্থনার জীবন মানুষকে সকল প্রকার বিপদ-আপদে শক্তি ও সাহস যোগায়। সমস্ত অমঙ্গল থেকে রক্ষা করে। দুঃখকষ্ট ধৈর্য্য সহকারে সহ্যে সাহায্য করে। যেমনটি পেরেছিলেন আমাদের প্রভু যীশু খ্রিস্ট। দুঃখ-যন্ত্রণায় তাঁর ঘাম বড় বড় রক্তের ফোঁটা হয়ে ঝরে পড়েছিল। কিন্তু প্রার্থনার মাধ্যমে ঈশ্বর তাঁর মধ্যে এমন শক্তির সঞ্চার করেছিলেন যে, যুদাসকে বন্ধু বলে ডাকতে পেরেছিলেন।

তাই আমাদের সকলের প্রতিজ্ঞা করা দরকার আমরা সর্বদা পরিবারের সকলে মিলে অন্তত রাতে একবার একসঙ্গে প্রার্থনায় ঈশ্বরের সাহায্য চাইব। যীশু খ্রিস্ট শিষ্যদের ও আমাদের সকলকেই এই প্রার্থনা করার আদর্শ শিখিয়ে গেছেন।

মুখস্থ কর

—“জেগে থাক এবং প্রার্থনা কর, যেন

পরীক্ষায় না পড়।’

—“পিতাঃ, আমার ইচ্ছা নয়, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।”

আমাদের জন্য শিক্ষা

—বন্ধুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা উচিত নয়।

—বন্ধুর দুঃখের দিনে দূরে সরে থাকা উচিত নয়।

—যে বন্ধুর সকল প্রকার মঙ্গল কামনা করে এবং বিপদে-আপদে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে সে প্রকৃত বন্ধু।

—প্রকৃত বন্ধু হিসাবে পরস্পরের বিপদে-আপদে এগিয়ে এসে সুখ, দুঃখ, আনন্দ, বেদনার সহভাগিতা করাই আমাদের সকলের জন্য খ্রিস্টীয় শিক্ষা।

পিলাতের সম্মুখে প্রভু যীশুর বিচার

লুক ২২ : ৬৩-৭২ পদ

এবং লুক ২৩ঃ১-২৫ পদ

“ক্লেশে দাও, উহাকে ক্লেশে দাও।”

—(লুক ২৩ঃ২২ পদ)।

“রাজার ওষ্ঠে ঐশিক বিচার আজ্ঞা থাকে,
বিচারে তাঁর মুখ সত্য লঙ্ঘন করিবে না।”

—(হিতোপদেশ ১৬ঃ১০ পদ)।

‘বিচার’ কথাটি আমাদের কাছে সুপরিচিত। পরিবারে ভাই-বোনদের মধ্যে ঝগড়া বা মারামারি হলে বাবা-মা তার বিচার করে শাস্তি দেন, ন্যায়-অন্যায় বুঝিয়ে দেন। কোনো ব্যক্তি সমাজে কোনো দোষ করলে, যেমন অন্যায়ভাবে অন্যের জমি দখল করলে, গ্রামের বা সমাজের মুরব্বীরা বিচারের মাধ্যমে তা মীমাংসা করেন। বড় রকমের দোষের জন্য দেশে বিচার বিভাগ রয়েছে। সেই বিচার বিভাগের কাজ করেন বিচারকগণ। তাঁরা বড় রকমের দোষী ব্যক্তিকে বিচারের মাধ্যমে শাস্তি প্রদান করে থাকেন।

হ্যাঁ, দোষী ব্যক্তিকে বিচারের মাধ্যমেই শাস্তি প্রদান করা উচিত, কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় নির্দোষ ব্যক্তিকে অনেক সময় মিথ্যা সাক্ষীর কথার উপর নির্ভর করে খুব কঠিন শাস্তি প্রদান করা হয়। অনেক সময় তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দেয়া হয়। তেমনি মিথ্যা বিচারের সম্মুখীন হয়েছিলেন আমাদের প্রভু যীশু খ্রিস্ট।

তিনি লোকদের ভালো উপদেশ দিতেন বলে সমাজের জ্ঞানী-ব্যক্তি, নেতা ও প্রধান যাজকেরা তাঁর বিরুদ্ধে পরিকল্পনা করল কীভাবে তাঁকে মেরে ফেলা যায়। আর এ কাজে যোগ দিল যীশুরই শিষ্য যুদাস (যিহূদা)। তার সহায়তায় গেৎশিমানী বাগান থেকে যীশুকে ধরে নিয়ে যায়, তা তোমরা পূর্ব পাঠেই জেনেছ। এ পাঠে বিভিন্নজনের কাছে যীশুর কীভাবে বিচার হয়েছিল তা জানবে।

যাজকদের ও দেশাধ্যক্ষের সম্মুখে যীশুর বিচার

যারা যীশুকে ধরেছিল, তারা যীশুকে উপহাস ও মারধর করতে লাগল। তারা যীশুর গায়ে থুথু দিল, গালে চড় মারল। তারপর যীশুর চোখ বেঁধে উপহাসের সঙ্গে প্রশ্ন করে বলল, “এবার ভাববাণী করে বল দেখি, কে তোকে মারল?” এভাবে তারা যীশুর নিন্দা করে আরও অনেক ঠাট্টা-ইয়ার্কির কথা বলে তাকে অপমান করতে লাগল।

তারপর যখন সকাল হল তখন সমাজের প্রবীণেরা, প্রধান যাজকেরা ও দেশের নেতারা একত্রে এক অধিবেশনে বসল। তারা তাদের সামনে যীশুকে এনে জিজ্ঞাসা করল, “তুমি যদি খ্রিস্ট হও, তবে আমাদের বল।” উত্তরে যীশু বললেন, “আমি যদি তা’ বলি তা’ তোমরা বিশ্বাস করবে না। আর যদি কোন প্রশ্ন করি তারও উত্তর দিবে না। কিন্তু আজ থেকে মনুষ্যপুত্রই ঈশ্বরের ডান পাশেই বসে থাকবে।” তখন সকলে এক সঙ্গে বলে উঠল, “তবে কি তুমি ঈশ্বরের পুত্র?” “যীশু উত্তর দিলেন, ‘তোমরা নিজেরাইতো বলছো, আমিই সেই।’ “তখন তারা বলল, “আর সাক্ষ্য প্রমাণের কি প্রয়োজন? আমরা নিজেরাই তো ওর মুখ থেকে কথাটা শুনলাম।” পরে তারা সকলেই যীশুকে পিলাতের কাছে বিচারের জন্য নিয়ে গেল।

পিলাতের সম্মুখে যীশু

যাজকেরা ও লোকদের নেতারা সকলেই যীশুকে দোষারোপ করে বলতে লাগল, “এ ব্যক্তিই আমাদের জাতির মধ্যে বিরোধিতার মনোভাব ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে।

এ ব্যক্তি কৈসরকে রাজস্ব দিতে নিষেধ করছে, আর বলে যে, আমি খ্রিস্টরাজ।” তখন পিলাত যীশুকে জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি কি যিহুদিদের রাজা?” যীশু উত্তর দিলেন, “আপনি নিজেইতো সে কথা বলছেন।” তখন পিলাত প্রধান যাজকদের ও সমবেত সকলকে বললেন, “আমি তো এ ব্যক্তির শাস্তি দেবার মতো কোনো অপরাধ খুঁজে পাচ্ছি না। তখন সমবেত জনতা আরও জোর দিয়ে বলতে লাগল, “এ ব্যক্তি সারা যিহুদিয়ায় এবং গালীল হতে এ স্থান পর্যন্ত শিক্ষা দিয়ে প্রজাদের উত্তেজিত করে তুলছে।” এ কথা শুনে পিলাত লোকদের জিজ্ঞাসা করলেন, “এ লোক তাহলে গালিলীয়?” পিলাত যখন জানতে পারলেন, যীশু হেরোদের অধীনের লোক, তখন তিনি যীশুকে হেরোদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। কেননা হেরোদ এ সময় জেরুজালেমে ছিলেন।

হেরোদের সম্মুখে যীশু

যীশুকে দেখে হেরোদ খুব খুশিই হয়েছিলেন, কারণ বহুদিন ধরে তিনি যীশুর বিষয়ে শুনেছেন এবং যীশুকে দেখার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। হেরোদ যীশুকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করলেন। কিন্তু যীশু তার কোনো উত্তর দিলেন না। এদিকে প্রধান যাজকেরা ও অধ্যাপকেরা তাঁর বিরুদ্ধে উগ্রভাবে দোষারোপ করছিলেন।

হেরোদ ও তার সৈন্যেরা তাঁকে তুচ্ছ বিদূষ করলেন। হেরোদ যীশুর কোনো দোষ না পেয়ে একটি জমকালো পোশাক পরিয়ে আবার পিলাতের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। সেদিন হতে হেরোদ ও পিলাত পরস্পর বন্ধু হয়ে উঠলেন। পূর্বে কিন্তু তাদের মধ্যে শত্রুতা ছিল।

পুনরায় পিলাতের সম্মুখে যীশু

হেরোদ যীশুর কোনো দোষ না পেয়ে পুনরায় পিলাতের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। পিলাত এবার প্রধান যাজকদের, অধ্যক্ষগণ ও উপস্থিত সকল লোকদের ডেকে বললেন, “তোমরা এ ব্যক্তিকে আমার কাছে এনেছ, এ ব্যক্তি নাকি লোকদের বিপথে নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমি বিচার করলেও তোমরা এর বিরুদ্ধে যে দোষ দিচ্ছ তাতে আমি তো এ ব্যক্তির কোনো দোষই দেখছি না। হেরোদও কোনো দোষ পাননি। এ ব্যক্তি প্রাণদণ্ডের যোগ্য কিছুই করেননি। পিলাত বুঝতে পারলেন যে লোকেরা হিংসা ও ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে তাঁর প্রাণদণ্ড চাইছে।

লোকদের মনোভাব বুঝতে পেরে বললেন, “আমি তাঁকে একটু শাস্তি দিয়ে ছেড়ে দেই।” কিন্তু তারা সকলে এক সঙ্গে চিৎকার করে বলতে লাগল, “একে দূর কর বরং ডাকাত বারব্বাকে ছেড়ে দাও।” কারণ ঐ পর্বের সময়ে তাঁদের জন্য একজনকে ছেড়ে দেয়া হত। এ বারব্বাকে নগরের দাঙ্গা ও নরহত্যা করার জন্য কারাগারে রাখা হয়েছিল।

পিলাত যীশুকে মুক্ত করার জন্য লোকদের সঙ্গে আবার কথা বললেন। কিন্তু তারা চিৎকার করে বলতে লাগল, “কুশে দাও, ওকে কুশে দাও।” তৃতীয় বার তিনি বললেন, “কেন? ও কী করেছে? আমি প্রাণদণ্ডের যোগ্য কোনো দোষ তো এর মধ্যে খুঁজে পাচ্ছি না। তাই একে একটু শাস্তি দিয়ে আমি ছেড়ে দেব।” তখন জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে যীশুকে কুশে দিতে বলল। পিলাত যখন দেখলেন তার চেষ্টা বিফল এবং আরও গাউগোল হবে, তখন তিনি তাদের ইচ্ছা অনুসারে দাঙ্গা ও নরহত্যাকারী সেই ডাকাত বারব্বাকে মুক্ত করে দিলেন। আর যীশুকে লোকদের ইচ্ছা মতো কুশে দেয়ার জন্য তাদের হাতে ছেড়ে দিলেন।

চিন্তা কর

যীশুকে কুশে দেয়ার জন্য লোকদের হাতে ছেড়ে দেয়া কি ঠিক হয়েছে? পিলাত কি যীশুর প্রতি সঠিক বিচার করেছেন? কেন করেননি? যদি সুষ্ঠু বিচার করতেন তাহলে প্রধান যাজক, অধ্যক্ষ ও লোকজন তাঁকে মানত না। তাঁর ছিল ভয়।

তোমাদের এ রকম একটি গল্প বলি শোন :

জয় খুব মেধাবী ছাত্র। খুব বড় ঘরের ছেলে। শহরে তাদের বিরাট বাড়ি। বাবা খুব বড় ডাক্তার। জয়কে তার বাবা অনেক পয়সা খরচ করে ডাক্তারী শিখিয়েছেন। কিন্তু তার চাকরি হল একটি পাড়াগাঁয়ে পল্লী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। একদিন সে শহর থেকে গাঁয়ে যাচ্ছে। পথের মধ্যে দেখল এক বাস দুর্ঘটনায় একটি লোক আহত হয়েছে আর তার স্ত্রী স্বামীকে হাসপাতালে নেয়ার জন্য সকলের কাছে সাহায্য চাচ্ছে। জয় গাড়ি থেকে নেমে দেখল লোকটির খুব রক্ত ঝরছে। দুর্ঘটনাটি এমন জায়গায় হয়েছিল যে, সেখান থেকে শহরের হাসপাতাল ও গ্রামের স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি অনেক দূরে। সে ভাবল এতদূর নিয়ে যেতে যেতে সে হয়তো অতিরিক্ত রক্ত ক্ষরণের জন্য মারা যাবে। তাই সে তার কাছে ডাক্তারী যে সব যন্ত্রপাতি ছিল তা দিয়ে খুব যত্ন সহকারে রক্ত বন্ধ করতে চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুতেই তার রক্ত পড়া বন্ধ হল না এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই সে মারা গেল।

লোকটির স্ত্রী তা কিছুতেই মেনে নিতে পারল না। তার স্বামীর মৃত্যুর জন্য ডাক্তার জয়কে দায়ী করল। কিছু শিক্ষিত ও প্রভাবশালী লোকও ডাক্তারের বিরুদ্ধে গেল। আদালতে তার বিচার হল। উকিল তাকে যা যা জিজ্ঞাসা করলেন সে সব সত্যি কথা বলল। উকিল তাকে জেরা করল, কেন তাকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হল না? সে বলল, আমি নিয়ে আসতাম তার আগে আমি রক্ত পড়া বন্ধ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু বিচারকের বিচারেও তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হল। তাকে দায়িত্বহীন ও অদক্ষ ডাক্তার বলে তার সার্টিফিকেট বাতিল ঘোষণা করে রায় দেয়া হল। ডাক্তার জয় আসলেই লোকটির মৃত্যু চায়নি। সে তাকে বাঁচাতেই চেয়েছিল। কিন্তু তার প্রতি অন্যায় বিচার করা হয়েছে। মিথ্যা সাক্ষ্য প্রমাণে এই বিচার কিছুতেই ঠিক হয়নি।

পিলাত মিথ্যা সাক্ষ্য প্রমাণে এবং লোক ভয়ে ও তার পদমর্যাদা রক্ষা করার জন্য যীশুর প্রতি অন্যায় বিচার করেছে।

আমরা যদি বাস্তব জীবনে লক্ষ করি তবে দেখব আমাদের সমাজে ও দেশেও পদমর্যাদা রক্ষা করার জন্য অনেক সময় এরূপ অনেক অন্যায় বিচার করা হয়।

আমাদের দেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ইংরেজদের শাসন-শোষণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য ইংরেজদের বিরুদ্ধে কবিতা, গান, গল্প লিখেছেন। তাই তাকে অন্যায়ভাবে জেলে পাঠান হয়েছে। তবুও তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। তাই তো আমরা তাঁকে বিদ্রোহী কবি বলে সম্মান দিয়ে থাকি। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্যও সততা ও সৎ সাহসের প্রয়োজন। তা তোমরাও অর্জন করতে শিখবে।

মনে রেখ

প্রাচীন নেতা ও মহাযাজকরা হিংসার বশবর্তী হয়ে যীশুকে যে অপমান ও লাঞ্ছনা করেছে তা করা ঠিক হয়নি। পিলাত ও হেরোদের হাতে সুষ্ঠু বিচারের ক্ষমতা ছিল, কিন্তু তারা পদমর্যাদার লোভে এবং লোকদের ভয়ে যীশুর প্রতি অন্যায় বিচার করেছে। ইচ্ছা করলেই তারা যীশুকে লোকদের হাত থেকে মুক্ত করতে পারত। কিন্তু তা তারা করেনি। তারা যীশুর প্রতি অন্যায় বিচার করে ঈশ্বরের কাছে ও মানব জাতির কাছে চিরতরে দোষী হয়েছে। তোমরা কিন্তু বড় হয়ে কখনও এরূপ অন্যায় বিচার করবে না।

আমাদের জন্য শিক্ষা

- নির্দোষীকে কখনও দোষী করা উচিত নয়।
- মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে কারও অনিষ্ট করা অন্যায় কাজ ও পাপ।
- কারও বিচার করলে তার সম্বন্ধে সব কিছু জেনে সঠিক বিচার করা উচিত।
- বিবেকের বিরুদ্ধে ও লোক ভয়ে অন্যায় বিচার করা পাপ।

নির্দেশিকা

মুখস্থ কর

“রাজা ন্যায়বিচার দ্বারা দেশ সুস্থির করেন, কিন্তু উৎকোচপ্রিয় তা লণ্ডভণ্ড করে।”

(হিতোপদেশ ২৯ : ৪ পদ)।

“সত্য সাক্ষী লোকের প্রাণ রক্ষা করে, কিন্তু যে অসত্য কথা কহে, সে ছলনা করে।”

—(হিতোপদেশ ১৪:২৫ পদ)।

ক্রুশে প্রভু যীশুর মৃত্যু

লুক : ২৩ : ২৬-২৮ পদ এবং ৩২-৪৬ পদ

“পিতা এদের ক্ষমা কর, কেননা

এরা কি করেছে তা জানে না”

(লুক ২৩ : ৩৪ পদ)।

“ক্রুশ” কথাটির সঙ্গে আমরা খ্রিস্ট বিশ্বাসীরা সকলেই সুপরিচিত। ক্রুশ হল আমাদের খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের চিহ্ন। কারণ মানুষের মুক্তির জন্য যীশু ক্রুশে জীবন দিয়েছেন। আমরা খ্রিস্টের অনুসারী বা খ্রিস্টান বলে পরিচয় দেই ক্রুশ চিহ্নের মাধ্যমে। তাই আমরা গির্জার চুড়ায়, ঘরের উপরে, খ্রিস্টান সংস্থায় এবং নিজ নিজ গলায়ও ক্রুশ ধারণ করে থাকি। ক্রুশই হল আমাদের প্রতি যীশু খ্রিস্টের ভালোবাসার প্রতীক।

ক্রুশ বিন্দু যীশুখ্রিস্ট অসহ্য যাতনাতোগ করে আমাদের প্রতি তাঁর অগাধ ভালোবাসার পরিচয় দিয়েছেন পাপীদের পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য তিনি ক্রুশে মৃত্যুবরণ করতেও কুণ্ঠিত হননি। তাইতো তিনি বলেছেন, “আমি ধার্মিকদের জন্য নয়, কিন্তু পাপীদের জন্যই এ জগতে এসেছি।” তিনি পাপীদের পরিত্রাণের জন্যই ক্রুশের উপর তাঁর প্রাণ পিতা পরমেশ্বরের কাছে বলিরূপে উৎসর্গ করেছেন।

পূর্ব পাঠে আমরা যীশুর প্রতি পিলাতের অন্যায় বিচারের কথা জেনেছি। এ পাঠে ক্রুশে যীশুর অসহনীয় মৃত্যুর কথা জানব।

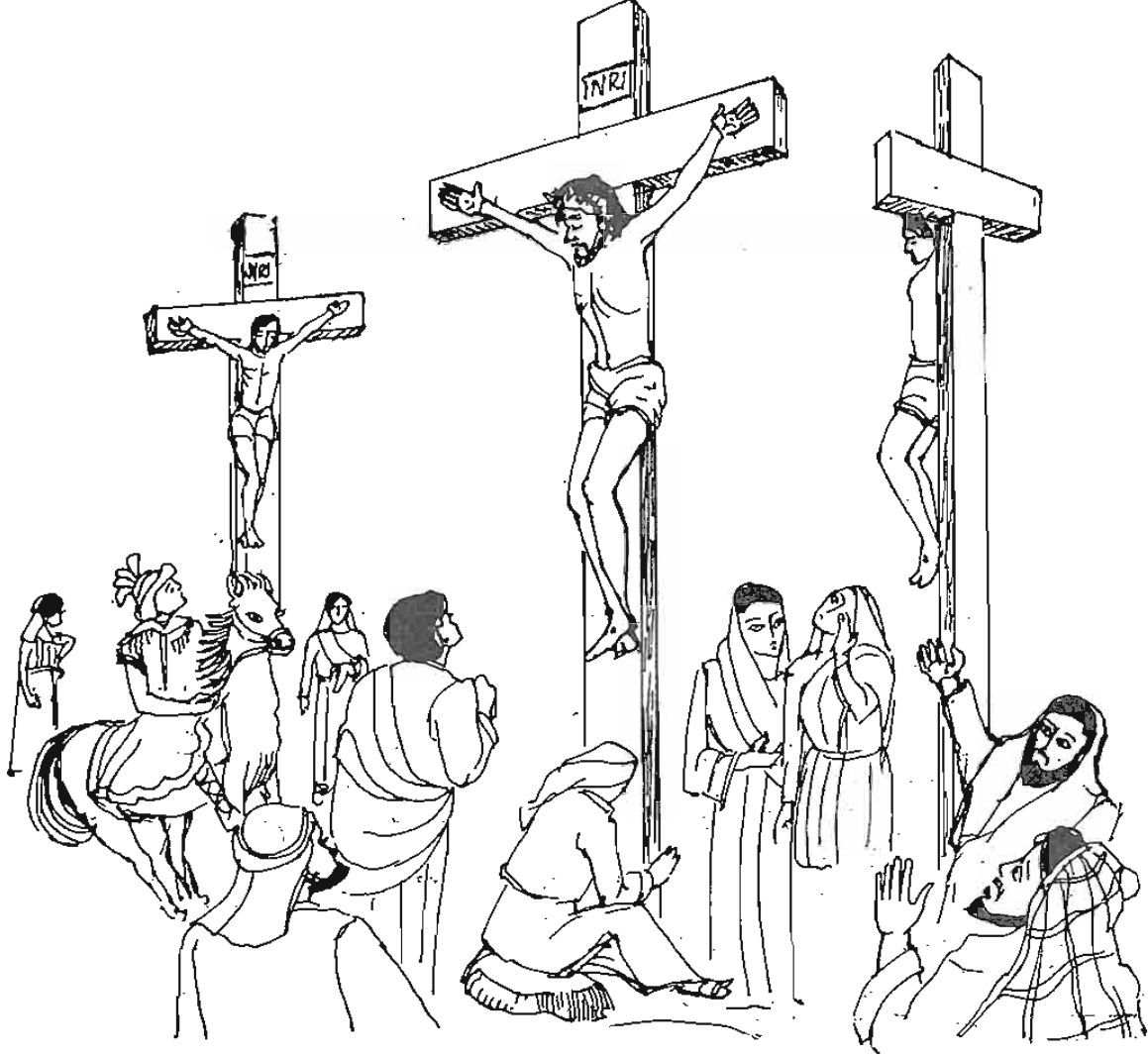
পিলাত যীশুকে লোকদের হাত থেকে নানাভাবে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পিলাত লোকদের ভয় করতেন কেননা তার পদমর্যাদার লোভ ছিল এবং সৎ সাহসেরও অভাব ছিল। তাই তিনি দস্যু বারব্বাকে মুক্তি দিয়ে লোকদের ইচ্ছামত যীশুকে ক্রুশে দেয়ার জন্য দেশাধ্যক্ষের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন। আর যীশুর শত্রুরা অন্যায়ভাবে যীশুকে ক্রুশে ঝুলিয়ে মেরে ফেলল।

যীশুর ক্রুশ বহনের কাহিনী

পিলাতের আদেশ পেয়ে লোকেরা একটি অতি ভারী ক্রুশ তৈরি করে যীশুর কাঁধে দিয়ে কালভেরী নামক পর্বতের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল, শত্রুরা যীশুর মাথায় একটি কাঁটার মুকুটও পরিয়ে দিল, কারণ যীশু যে বলেছিলেন, “ইঁয়া আমি রাজা”। যীশুর ক্রুশ বহনের পথে শিমোন নামে এক কুরীণীয় লোক গ্রামে থেকে যীশুকে দেখবার জন্য আসছিল।

শিমোন ছিল খুব যীশু ভক্ত লোক। পথে ক্রুশ ভারে যীশু অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েন। তিনি তিনবার পথে পড়েও যান। পাছে যীশু ক্রুশে ঝুলানোর আগেই মারা যান, এই ভয়ে তারা মাঝেমাঝে শিমোনকে যীশুর ক্রুশ বহন করতে বাধ্য করল। ক্রুশের পথে যীশুর অসহনীয় যাতনাতোগ দেখে অনেক লোক তাঁর পিছনে পিছনে চলছিল। তাদের মধ্যে অনেক স্ত্রীলোকও ছিল। তারা যীশুর দুঃখ দেখে উচ্চস্বরে কাঁদছিল। কিন্তু যীশু তাদের দিকে ফিরে বললেন, ‘হে জেরুজালেমের কন্যাগণ, আমার জন্য কেঁদ না, বরং তোমাদের নিজেদের জন্য ও নিজ নিজ

সন্তানদের জন্য কাঁদ'। সে সময়ও আরও দুজন দস্যুকে যীশুর সঙ্গে ক্রুশে দিয়ে মারার জন্য নেওয়া হল। কারণ তখনকার দিনে ক্রুশে প্রাণদণ্ড দিয়ে মারাই ছিল যিহুদিদের সর্বোচ্চ ও সবচেয়ে অপমানকর শাস্তি।



দুই দস্যুর মাঝে ক্রুশারোপিত যীশু

ক্রুশের উপর যীশুর মৃত্যু

সৈন্যরা ক্রুশ কাঁধে দিয়ে যীশুকে কালভেরী নামক পর্বতের উপর নিয়ে গেল। সেখানে মাথার খুলি নামক স্থানে নিয়ে গিয়ে প্রভু যীশুর হাত ও পা বড় পেরেক দিয়ে ক্রুশে বিন্ধ করল, আর যীশুকে মাঝখানে রেখে সেই দুইজন ডাকাত দস্যুর একজনকে যীশুর ডান পাশে অন্য জনকে বাম পাশে রেখে ক্রুশে গাঁথা হল। ক্রুশ থেকে যীশু প্রথম কথা বললেন, “পিতা : এদের ক্ষমা কর, কারণ এরা কি করছে তা তারা জানে না।” পরে সৈন্যরা গুলিবাঁট করে যীশুর জামা কাপড়গুলোও নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিল। লোকেরা যীশুর ক্রুশের নিচে দাঁড়িয়ে তাঁর অসহনীয় যাতনা দেখছিল। শাস্ত্রীরা তাঁকে উপহাস করে বলতে লাগল, “ঐ ব্যক্তি অন্য লোকদের রক্ষা করত, যদি সে সত্যই ঈশ্বরের পুত্র,

ঈশ্বরের মনোনীত ব্যক্তি হয় তবে নিজেকে রক্ষা করুক”। সৈন্যরা তাঁকে উপহাস করে কাছে এসে লাঠি দিয়ে খোঁচা মারল, মাথায় কাঁটার মুকুটে আঘাত করল। মৃত্যুর পূর্বে যখন যীশুর পিপাসা লাগল তখন সৈন্যরা লাঠির মাথায় সপঞ্জ ভিজিয়ে তিতা সিরকা খেতে দিল। যীশু তা খেতে না পেরে, মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সৈন্যরা বলতে লাগল, “তুমি যদি যিহুদিদের রাজা হও তবে এবার নিজেকে রক্ষা কর।” তারা উপহাস করে যীশুর মাথার উপরে ক্রুশে একটি ফলকে লিখে দিল, “এ ব্যক্তি যিহুদিদের রাজা।”

ক্রুশে দেয়া দুই জন অপরাধীদের একজন যীশুকে বিদূষ করে বলল, তুমি যদি সেই খ্রিস্ট হও, তবে নিজেকে এবং আমাদেরকে রক্ষা কর। আর অন্যজন তাঁকে ধমক দিয়ে বলল, তুমি কি ঈশ্বরের ভয় কর না? আমরা তো আমাদের খারাপ কাজের উচিত শিক্ষা পাচ্ছি। কিন্তু ইনি তো কোনো দোষ করেননি। তারপর সে যীশুকে বলল, প্রভু আপনি যখন আপন রাজ্যে যাবেন, তখন আমাকে স্মরণ করবেন। যীশু তাকে বললেন, “অদ্যই তুমি সেই পরম দেশ, আমার পিতার রাজ্য স্বর্গে আমার সঙ্গে উপস্থিত হবে।”

আর সে সময় যীশু চিৎকার করে বললেন, “পিতা, তোমার হাতে আমার জীবন সমর্পণ করলাম”। এই বলেই আমাদের প্রভু যীশু ক্রুশের উপর প্রাণ ত্যাগ করলেন।

তখন অনুমান বেলা ছয় ঘটিকা। (অর্থাৎ আমাদের সময় ১২-৩টা) আর নয় ঘটিকা পর্যন্ত পৃথিবী অন্ধকার হয়ে রইল, সূর্য আলো দিল না। মন্দিরের পর্দা উপর থেকে নিচ পর্যন্ত মাঝখান থেকে ছিড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড ভূমিকম্প পাহাড়ের পাথর ফেটে গেল। যীশুর মৃত্যু হয়েছে কিনা দেখার জন্য একজন উগ্র সৈনিক বর্শা দিয়ে যীশুর বাম বুক ভেদ করে দিল। তখন সেখান থেকে দর দর করে রক্ত ও জল পড়তে লাগল।

চিন্তা কর

ক্রুশ কথার অর্থ হল কষ্ট। ক্রুশ চিহ্ন বা ক্রুশ মূর্তি আমাদের খ্রিস্টের সেই অসহনীয় দুঃখ কষ্টের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যেমন করে আমরা শহীদদের স্মরণে শহীদ মিনার গড়ে তুলেছি। এর মধ্য দিয়ে শহীদদের প্রতি আমরা আমাদের শ্রদ্ধা দেখাই। তেমনি ক্রুশ মূর্তির প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করে আমরা যীশুর মৃত্যুর প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।

আমরা পূর্ণ শুক্লবার দিন যীশুর ক্রুশে মৃত্যু দিবস হিসাবে স্মরণ করি। ক্রুশের উপর এরূপ অপমানকর মৃত্যু কি যীশুর প্রাপ্য ছিল? কখনও না। তিনি মানুষকে তো প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন। তাই নয় কি? তাই তো তিনি মানুষকে ভালোবাসার চিহ্ন রূপে ক্রুশে চরম যন্ত্রণা ও অপমানের মৃত্যুকেও সহ্য করেছেন। তিনি তো কোনো পাপ বা অন্যায় করেননি। আমরা কত পাপ ও অন্যায় করি। তবে আমাদের পাপের জন্য কতই না অনুতাপ করা ও ক্ষমা চাওয়া উচিত।

যীশু তো ক্ষমার আদর্শ। এত যন্ত্রণার মাঝেও পিতার কাছে আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বলেছেন, “পিতা : এদের ক্ষমা কর”। অপরদিকে যাজকেরা ও অধ্যক্ষেরা নিজেদের অপরাধের কথা চিন্তাও করেননি। তাদের প্রতি যীশুর তো ক্রোধ, হিংসা বা প্রতিশোধের ভাবও ছিল না। কিন্তু একজন অপরাধী তার কৃত অন্যায়ের কথা স্মরণ করে অতি বিনয়ের সঙ্গে প্রার্থনা জানিয়েছিল, যেন যীশু তাকে তার রাজ্যে স্থান দেন। আর যীশু সেই অনুতাপী অপরাধীকে তার ইচ্ছা পূরণ করার আশা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি পৃথিবীর সকল মানুষের পাপের মুক্তির জন্য প্রাণ দিয়ে বললেন, “পিতা : তোমার হাতে আমার প্রাণ সমর্পণ করলাম।”

যীশু কি মহান আত্মত্যাগ ও ক্ষমার আদর্শ আমাদের জন্য রেখে গেলেন। যীশুর এই কথার মধ্য দিয়ে পিতা ঈশ্বরের প্রতি তাঁর পূর্ণ বাধ্যতাও প্রকাশ পেল। তিনি পিতার দেয়া সমস্ত দায়িত্ব পালন করে, পিতার হাতেই সব কিছুই অর্পণ করেছেন। প্রভু যীশু খ্রিস্ট আমাদের পাপের জন্য অতি লজ্জাজনক মৃত্যুরূপে ক্রুশের উপর প্রাণত্যাগ করেছেন।

তেমনি এক মহান ব্যক্তি ক্ষুদিরামের কাহিনী ইতিহাসে পড়ে থাকবে। তিনি ইংরেজ শাসনের হাত থেকে পাক-ভারত উপমহাদেশকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। এ জন্য তিনি ন্যায়ভাবে অনেক আন্দোলন করেছিলেন। কিন্তু ইংরেজ শাসকরা যখন তাঁর মনোভাব জানতে পারল তখন তারা তাঁকে ফাঁসি দিয়ে মারল। তিনি দেশের স্বাধীনতার জন্য ও দেশের মানুষের জন্য প্রাণ দিলেন। তিনি মানুষের মধ্যে স্বাধীনতার চেতনা জাগিয়ে তুলেছিলেন। যার ফলে পরবর্তী আরও অনেক দেশপ্রেমিকের আত্মদানের ফলে আজ আমরা স্বাধীন জাতি হিসাবে পরিচয় দিতে পারছি। তা কি তোমরা একবারও ভেবে দেখেছ? বড় হয়ে তোমরা এই ঘটনা জানবে এবং নিজের দেশ ও জাতির সেবা ও উন্নতির জন্য কাজ করে যাবে। শুধু নিজের কথা ভাববে না কখনও।

মনে রেখ

যীশু খ্রিস্ট হলেন, ক্ষমা ও ভালোবাসার আদর্শ পুরুষ। তাঁর আদর্শকে সামনে রেখে আমাদের চলতে হবে। এই পৃথিবী অনেক কঠিন জায়গা। জীবনে চলার পথে অনেক অন্যায্য অবিচারের সম্মুখীন হতে হবে। অন্যায়কারী ও অপরাধীদের জন্য পিতা পরমেশ্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন মানুষ ও দেশের সেবার মাধ্যমে তাঁর কাজ করার জন্য। তিনি আমাদের প্রত্যেককেই নির্দিষ্ট কাজ দিয়েছেন। সে কাজ সুষ্ঠুভাবে করতে চেষ্টা করতে হবে। তোমাদের প্রথম কাজ পিতামাতা, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও গুরুজনদের বাধ্য থেকে ভালোভাবে লেখাপড়া করা ও সুন্দর জীবনযাপন করা। এই লেখাপড়ায় ফাঁকি দিলে চলবে না। ভালোভাবে লেখাপড়া করে সুশিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। তোমরা যদি প্রত্যেকেই সুশিক্ষিত ও সুন্দর চরিত্রের মানুষ হও তবেই তো দেশ ও জাতির উন্নতি হবে। তবেই আমাদের দেশও একটি উন্নত দেশ হিসাবে গড়ে উঠবে।

আমাদের জন্য শিক্ষা

- খ্রিস্ট ক্ষমার আদর্শ। আমাদের তাঁর জীবন অনুসরণ করতে হবে।
- পরস্পরকে ভালোবাসতে হবে, কেউ ক্ষমা চাইলে তাঁকে ক্ষমা দিতে হবে। প্রতিশোধের চিন্তা ছাড়তে হবে।
- আমাদের নিজ নিজ কর্তব্য কাজ ঠিকমত করতে হবে। যাতে যীশুর মতো মৃত্যুর সময় নিজেদের তাঁর হাতে সমর্পণ করতে পারি।
- নিজ অপরাধ বুঝতে পারলে সজ্ঞে সজ্ঞে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। আর সব সময় অন্যায্য ও অপরাধের কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে।

মুখস্থ কর

“পিতা : এদের ক্ষমা কর, কেননা এরা কি করেছে তা তারা জানে না।”

—(লুক ২৩ : ২৪ পদ)।

“পিতা : তোমার হাতে আমার আত্মা সমর্পণ করি।”

(লুক ২৩ : ৪৬ পদ)।

এসো প্রার্থনা করি

হে পিতা পরমেশ্বর, তুমি আমাদের সকল কাজে সহায় থাকো। আমরা যেন নিজ নিজ কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারি। তুমি আমাদের জীবনে দুঃখকষ্ট ও অপমান সহ্য করতে শিখাও যেন মৃত্যুর পরে আমরা তোমার সজ্ঞে অনন্ত জীবন লাভ করতে পারি। তোমার কাছে আমরা এই সাহায্য ভিক্ষা করি, ক্রুশে মৃত আমাদের প্রভু যীশুর নামে। আমেন।

এসো গান করি :

যীশুর চতুর্দশ প্রহার.....(গীতাবলি)

মৃত্যুর উপর যীশুর জয় লাভ ও স্বর্গারোহণ

লুক : ২৪ : ১-১২ পদ ও ৫০-৫৩ পদ

যোহন ২০ : ১-২৩ পদ

প্রেরিত ১ঃ১-১১ পদ

“এই মন্দির তোমরা ধ্বংস করে দাও, কিন্তু তিন

দিনের মধ্যে

আমি তা আবার গড়ে তুলবো।”

(মার্ক ১৪ : ৫৮)

মৃত্যুর উপর যীশুর জয়লাভ বা যীশুর পুনরুত্থান একটি অতি আশ্চর্য ঘটনা। পৃথিবীতে এরূপ ঘটনা আর কখনও ঘটে নাই, আর কখনও এরূপ ঘটনা ঘটবেও না। ইহা শুধু খ্রিস্ট যীশুর জীবনেই ঘটেছিল।

আমরা দেখেছি পৃথিবীতে কত বড় বড় মুনি-ঋষি, মহাত্মা ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি এসেছেন। তাঁদের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু শরীর নিয়ে আর কেউ মৃত্যু থেকে বেঁচে উঠেননি। কারণ তারা কেউ ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন না। কিন্তু যীশু ছিলেন মানুষ ও ঈশ্বর। এই পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর ঈশ্বরত্বেরই প্রমাণ দিয়েছেন।

মৃত্যুর পূর্বেই যীশু শিষ্যদের কাছে তাঁর পুনরুত্থানের কথা বলেছিলেন। “কিছুকাল পরে তোমরা আমাকে আর দেখতে পাবে না, আবার কিছুকাল পরেই তোমরা আমাকে দেখতে পাবে” –(যোহন ১৬ : ১৬ পদ)।

“লোকে তাঁকে ঠাট্টা ও অপমান করবে এবং তাঁর গায়ে থুথু দেবে। ভীষণভাবে চাবুক মারবার পরে তাঁকে মেরে ফেলবে। আর তৃতীয় দিনে তিনি জীবিত হয়ে উঠবেন।” (লুক ১৮ঃ৩২-৩৩ পদ)।

এই পুনরুত্থান যীশুর মৃত্যুর উপর জয় লাভ, মানুষ এবং শত্রুদের উপর জয়লাভ, সকল পাপ বা অন্ধকারের উপর জয়লাভ। এ পুনরুত্থান দ্বারা যীশু প্রমাণ করলেন, তিনি সত্যবাদী ও সত্যঈশ্বর। তিনি নিজের ইচ্ছাই মৃত্যুবরণ করেছিলেন এবং আবার পুনরুত্থান করেছেন। যীশুর এই পুনরুত্থান খ্রিস্টমণ্ডলী বা সকল খ্রিস্ট বিশ্বাসীদের বিশ্বাসের মূল ভিত্তি। কারণ যীশু তাঁর এই পুনরুত্থান দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, তিনি ঈশ্বর, তাঁর সমস্ত কথা সত্য, তিনি সর্বশক্তিমান।

পবিত্র বাইবেলে এরূপ লেখা আছে :

ক্রমে অসহনীয় যজ্ঞণা ভোগের পর যীশু মৃত্যুবরণ করলেন। এই দিন ছিল শুব্ববার বেলা তিনটা। যীশুর মৃত্যুর দিনে শুব্ববারকে আমরা পুণ্য শুব্ববার বলে থাকি। যখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে আসল তখন আরিমাথিয়া গ্রামের যোসেফ নামে এক ব্যক্তি সাহস করে পিলাতের কাছে যীশুর দেহটি চাইলেন। তিনি মহাসভার একজন সদস্য ছিলেন। কিন্তু যীশুতে তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। যীশু এত তাড়াতাড়ি মারা গেছেন জেনে পিলাত আশ্চর্য হলেন। পিলাত সেনাপতিকে ডেকে যীশুর মৃত্যুর বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার পর যোসেফকে মৃতদেহ নিয়ে যাবার অনুমতি দিলেন।

নিকোদীম নামে যীশুর আরও একজন ভক্ত ছিলেন। তিনিও আরিমাথিয়ার যোসেফের মতো ইহুদি মহাসভার সদস্য ছিলেন। নিকোদীমও যোসেফের সঙ্গে যোগ দিলেন। তিনি প্রায় এক মণ দশ সের সুগন্ধি কিনেছিলেন যীশুর মৃত দেহে মাখিয়ে সম্মানের সঙ্গে কবর দেয়ার জন্য। কারণ এরা যীশুকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন। তাঁরা যীশুর দেহটি ক্রুশ থেকে নামিয়ে ইহুদিদের রীতি অনুযায়ী সেই সুগন্ধি দ্রব্য মাখান এবং সুন্দর স্ফৌম বস্ত্রে দেহটি জড়ালেন। তারপর আরিমাথিয়ার পূর্বেই তৈরি করা একটি সমাধিতে যীশুর দেহটি খুব যত্নের সঙ্গে কবর দিলেন। সমাধির মুখটি একটি খুব বড় ও ভারী পাথর দিয়ে চাপা দিলেন।

এর মধ্যে ফরসিরা ও প্রধান যাজকগণ পিলাতের কাছে গিয়ে বলল, “মহাশয় এ প্রতারক যীশু তো বলেছিল যে মৃত্যুর পর সে পুনরুত্থান করবে। সুতরাং আদেশ করুন যেন কবরে তিন দিন পর্যন্ত প্রহরীরা পাহারা দেয়, নতুবা ওর শিষ্যরা এসে ওর দেহ চুরি করে নিয়ে যাবে, আর বলবে যীশু পুনরুত্থান করেছে”। পিলাত তাদের যীশুর কবর পাহারা দেয়ার জন্য সৈন্য মোতায়েন করতে অনুমতি দিলেন। তিনি বললেন, “তোমাদের ইচ্ছামতোই পাহারার ব্যবস্থা কর।” তারা

গিয়ে সমাধির মুখে শীলমোহর ঐটে দিয়ে কয়েকজন নামকরা সৈনিক মোতায়ন করল। কিন্তু যীশু যা বলেছেন তা তো সত্য হবেই, আর তিনি তো সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। তাঁকে পাহারা দিয়ে কবরে রাখার শক্তি কার আছে?

সপ্তাহের প্রথম দিনে রোববার প্রত্যুষে যীশু বন্ধ সমাধি থেকে বের হয়ে আসলেন। তখন অকস্মাৎ ভূমিকম্প হল। একজন স্বর্গদূত কবরের মুখ থেকে সেই ভীষণ ভারী পাথরখানা সরিয়ে দিয়ে তার উপর বসে রইলেন। তাঁর পোশাক ছিল সাদা ধবধবে, আর চেহারা ছিল বিদ্যুতের মতো উজ্জ্বল।

এ সব আশ্চর্য ঘটনা দেখে প্রহরীরা ভয়ে হতভম্ব হয়ে গেল। তারা দৌড়ে শহরে গিয়ে ইহুদি নেতাদের যা যা ঘটেছে সবই বলল। নেতারা অনেক অর্থ-কড়ি ঘুষ দিয়ে তাদের পরামর্শ দিল, “তোমরা এ বিষয়ে চুপ থাকবে, আর যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে তখন বলবে, আমরা যখন গভীর রাতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তখন যীশুর শিষ্যেরা এসে তাঁর দেহ চুরি করে নিয়ে গেছে। আর একথা যদি শাসনকর্তা জানতে পারে তবে কিছু তোমাদের রক্ষা নেই”। প্রহরীরা নেতাদের পরামর্শ মতোই মিথ্যা কথা বলতে লাগল। সঠিক ঘটনা যা ঘটেছে তা আর বলল না। কিন্তু মনে মনে যীশুকেই সর্বশক্তিমান বলে স্বীকার করল। আর এই পুনরুত্থান করেই যীশু যে সত্য ঈশ্বর, তিনি যে সর্বশক্তিমান, তাঁর শিক্ষাই যে সত্য তার প্রমাণ করে দিলেন।

যীশু মেরী মগদালীনকে দেখা দিলেন

রোববার দিন অতি প্রত্যুষে মেরী মগদালীন ও আরও দুইজন ভক্তিমতি নারী কিছু সুগন্ধি দ্রব্য নিয়ে যীশুর কবরের কাছে এলেন। তাঁরা দেখলেন যীশুর কবরের মুখে পাথরখানা সরান। তার উপর এক দিব্য দেবদূত বসা। মহিলাদের মনে ভয়ের সঞ্চার হল। তাঁরা কাঁপতে লাগলেন। দেবদূত তাঁদের বললেন, “ভয় পেয়ে না, আমি জানি তোমরা ক্লশবিশ্ব যীশুকে খুঁজছ। তিনি এখানে নেই। তিনি পুনরুত্থান করেছেন। ঐ দেখ, তাঁর কবর খালি, তাঁর গায়ের জড়ান কাপড়, মুখের বাঁধা রুমাল-সবই পড়ে আছে। যাও যীশুর শিষ্যদের ও পিতরকে খবর দাও। যীশু কিন্তু তোমাদের আগেই গালীল প্রদেশে যাচ্ছেন।”

তাঁরা দৌড়ে গিয়ে শিমোন, পিতর ও অন্যান্য শিষ্যদের যীশুর পুনরুত্থানের খবর দিলেন। তাঁরাও দৌড়ে গিয়ে যীশুর কবরের মধ্যে যীশুকে আর দেখতে পেলেন না। স্ত্রী লোকদের কথা মতো তারা কবরের ভিতর যীশুর মৃত দেহের জড়ান কাপড়গুলো ও মুখের বাঁধা বড় রুমালটি একপাশে পড়ে থাকতে দেখলেন। তাঁরা চলে গেলে মেরী মগদালীন পুনরায় যীশুর কবরের কাছে এসে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগলেন। তখন কবরে সাদা কাপড় পরা দুইজন স্বর্গদূত বসা ছিলেন একজন মাথার দিকে আর একজন পায়ের দিকে। তাঁরা তাকে বললেন, “নারী, তুমি কাঁদছ কেন?” মেরী মগদালীন বলেন “লোকেরা আমার প্রভুকে কোথায় নিয়ে গেছে জানি না।” এ কথা বলতে বলতে মেরী মগদালীন পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখলেন কে একজন দাঁড়িয়ে আছেন। মেরী তাঁকে চিনলেন না। তিনি তাঁকে বাগানের মালি মনে করে বললেন, “আপনি আমার যীশুকে কোথায় নিয়ে রেখেছেন?” যীশু বললেন, “মেরী!” যীশুর গলার স্বরে যীশুকে চিনতে পেরে মেরী উচ্চস্বরে বলে উঠলেন, “রাব্বানী” অর্থাৎ গুরুদেব। যীশু তাকে বললেন, তুমি আমার শিষ্যদের গিয়ে বল, আমি আমার পিতা ও তোমাদের পিতা, আমার ঈশ্বর ও তোমাদের ঈশ্বরের কাছে শীঘ্রই যাচ্ছি। আনন্দে ও বিস্ময়ে আত্মহারা হয়ে মেরী দৌড় দিয়ে শিষ্যদের জানালেন যে তিনি পুনরুত্থিত যীশুকে দেখেছেন। তিনিই তাঁদের এই খবর দিতে বলেছেন। পুনরুত্থানের পর যীশু চল্লিশ দিন পৃথিবীতে রইলেন, আর বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জনের সঙ্গে দেখা দিলেন। এক দিন যীশু এম্মাউস গ্রামের পথে দুইজন শিষ্যের সঙ্গে দেখা দিয়েছিলেন। আরও এক দিন শিষ্যেরা যখন ইহুদি নেতাদের ভয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে বসেছিলেন তখন যীশু তাদের মধ্যে উপস্থিত হয়ে বলেছেন, “তোমাদের শান্তি হউক।” আর থোমাকে তাঁর ক্ষতস্থান দেখিয়ে বললেন, “থোমা তোমার হাত বাড়িয়ে আমার ক্ষতস্থানে দাও, তবু বিশ্বাস কর, অবিশ্বাসী হইও না।” একথা তোমরা নিশ্চয়ই শুনছ? সুতরাং পবিত্র বাইবেলের কথা অনুযায়ী তোমরাও যীশুর পুনরুত্থান সম্বন্ধে অবিশ্বাসী হইও না। কারণ, যীশুর কথা ও বাইবেলের শিক্ষা কখনও মিথ্যা হতে পারে না।

যীশুর স্বর্গারোহণ

পৃথিবীতে যীশুর জীবনের শেষ আশ্চর্য ঘটনা যীশুর স্বর্গারোহণ। পুনরুত্থানের পর তিনি চল্লিশ দিন পৃথিবীতে রইলেন এবং চল্লিশ দিন পর শিষ্যদের সম্মুখে মেঘবাহনে স্বর্গে পিতা ঈশ্বরের কাছে উঠে গেলেন। ইহাই যীশুর স্বর্গারোহণ।

এক দিন যীশুর এগারজন শিষ্য যীশুর সঙ্গে জেরুজালেমে “জৈতুন” নামক পাহাড়ে গেলেন। যীশুকে শিষ্যেরা আর একবার লুটিয়ে পড়ে প্রণাম করলেন। যীশু শিষ্যদের বললেন, “তোমরা পৃথিবীর সকল স্থানে গিয়ে আমার বাণী প্রচার কর, যারা বিশ্বাস করে দীক্ষামান গ্রহণ করবে তারা অনন্ত জীবন পাবে। আমি যে আদেশ ও শিক্ষা তোমাদের দিয়েছি তা সমস্ত জাতির মানুষকে জানাও, যেন সমস্ত মানুষই মুক্তি পেতে পারে। জগতের মানুষ তোমাদের অনেক নির্যাতন করবে। কিন্তু ভয় পেও না, জগতের শেষদিন পর্যন্ত আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। আর যে পবিত্র আত্মাকে তোমাদের মধ্যে পাঠান হবে তিনি তোমাদের বুদ্ধি, বিবেচনা এবং প্রয়োজনীয় শক্তি সাহস ও জ্ঞান যোগাবেন।” তারপর যীশু শেষ বারের মতো শিষ্যদের আশীর্বাদ করলেন। আর স্বশরীরে মেঘবাহনে আকাশে উঠে যেতে লাগলেন। ধীরে ধীরে একখন্ড সাদা মেঘ এসে যীশুকে ঢেকে ফেলল। যীশু স্বর্গে চলে গেলেন। শিষ্যেরা যীশুকে আর দেখতে পেলেন না।

পুত্র ঈশ্বর আমাদের প্রভু যীশু এখন স্বর্গের পিতা ও পবিত্র আত্মা ঈশ্বরের সঙ্গে আছেন। তিনি পিতা ঈশ্বরের দক্ষিণ পাশে উপবিষ্ট আছেন অর্থাৎ মহাসম্মানের সঙ্গে যীশু এখন পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে স্বর্গে অবস্থান করছেন। আবার জগতের শেষ দিন সকল মানুষের বিচার করার জন্য তিনি পৃথিবীতে আসবেন।

এসো প্রার্থনা করি

“হে পিতা পরমেশ্বর, তুমি আমাদের আশীর্বাদ কর, যেন আমরা তোমার শিক্ষায় ও আদর্শের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে পারি তুমি আমাদের বিশ্বাস দৃঢ় কর। আমরা যেন কখনও বিপথে না যাই আর তোমার শিক্ষা অনুসারে মানুষকে ন্যায় ও সত্যের পথে চলতে সাহায্য করতে পারি। তুমি আমাদের তোমার আত্মা দ্বারা পরিচালিত কর, যেন ন্যায় ও সত্যের পথে জীবনযাপন করে মৃত্যুর পর তোমার রাজ্যে তোমার সঙ্গে স্থান পাই। সমস্ত প্রশংসা ও ধন্যবাদ তোমারি হউক”।
আমেন ॥

মুখস্থ কর

“যারা তোমার নির্দেশ ভালোবাসে তারা খুব শান্তি পায়
কোনো কিছুতেই তারা হেঁচট খায় না।
হে সদাপ্রভু, তুমি আমাকে উদ্ধার করবে
আমি সেই আশায় আছি,
আর তোমার আদেশ পালন করছি।”
—(গীতসংহিতা ১১৯ঃ১৬৫–১৬৬ পদ)।

একত্রে বল

প্রভুর প্রার্থনা ও প্রেরিতগণের শ্রদ্ধা মন্ত্র (ক্যাথলিক ছেলে মেয়েদের জন্য)

গান কর

আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে—

বিরাজ সত্য সুন্দর।

মহিমা তব উদ্ভাসিত মহাগগন মাঝে,

বিশ্ব জগত মণি ভূষণ বেষ্টিত চরণে।

গ্রহ-তারকা চন্দ্র-তপন ব্যাকুল দ্রুত বেগে

করিছে পান, করিছে স্নান, অক্ষয় কিরণে ॥

আনন্দ লোকে মঙ্গলালোকে—

বিরাজ সত্য সুন্দর।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

—[পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণের গান গাওয়া যেতে পারে]

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. যীশু জানতেন তাঁকে ধরিয়ে দিবে –
 ক. যোহন
 গ. শিমন
 খ. পিতর
 ঘ. যুদাস
২. মৃত্যুকে ভয় পেলে চলবে না কারণ –
 i. মৃত্যুই হল আশীর্বাদ
 ii. মৃত্যুই আনন্দ
 iii. মৃত্যুর মধ্য দিয়েই অনন্ত জীবনে প্রবেশ করা যায়

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|--------|-------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. iii | ঘ. ii ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

মাঠে ফুটবল খেলতে গিয়ে রানা পায়ে মরচে ধরা লোহার আঘাতে অসুস্থ হয়ে মারা যায়। এতে রানার মা খুবই মর্মান্বিত ও ব্যথিত হলেন। রানার ছোট ভাই তার মাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, “মা তুমি কেঁদো না, দেখ যীশুতো ক্রুশীয় যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুবরণ করেছেন, এতে যীশুর মা মারিয়ার কত অসহনীয় যন্ত্রণা হয়েছিল।”

৩. যীশুর অসহনীয় যন্ত্রণার মুহূর্তে তাকে সান্ত্বনা ও সাহস দিতে আসেন-
 ক. একজন পুরোহিত
 গ. এক স্বর্গদূত
 খ. একজন শিষ্য
 ঘ. একজন ভক্ত
৪. রানার মা পুত্র বিয়োগের সান্ত্বনা পেলেন-
 i. যীশুর মৃত্যু যন্ত্রণার কথা ভেবে
 ii. ছোট ছেলের পরামর্শে
 iii. মানুষের মৃত্যু স্বাভাবিক মনে করে

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|--------|-----------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. iii | ঘ. i ও ii |

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. ফিলিপ এবং জোহান ক্লাসের অবসরে গল্প করছিল। ফিলিপ বলল, “কী নিষ্ঠুর বিশ্বাস ঘাতকতা করল যুদাস। যীশু আবার তাকে বন্ধু বলেও সম্মোদন করেছিলেন।” জোহান বলল, “তুমি নিশ্চয়ই যীশুকে ধরিয়ে দেওয়ার ঘটনার কথা বলছ? ঘটনাটি সত্যিই বিস্ময়কর যা আমাদের কাম্য নয়।”

- ক. যুদাস কে ছিলেন ?
- খ. যুদাস যীশুকে ধরিয়ে দিয়েছিল কেন ?

- গ. ফিলিপ এবং জোহানকে বিশ্বাস ঘাতকদের হাত থেকে রক্ষার ক্ষেত্রে যুদাসের ঘটনাটি কী ভাবে সাহায্য করতে পারে ?
- ঘ. “কী নিষ্ঠুর বিশ্বাস ঘাতকতা করল- যুদাস যীশু আবার তাকে বন্ধু বলেও সম্বোধন করেছিলেন”-উক্তিটির মধ্য দিয়ে কী বুঝানো হয়েছে ?
২. বুবেল ও ডলার দুই বন্ধু যীশুর মৃত্যুর কথা আলোচনা করছিল। বুবেল বলল, “যীশুর কাঁধে ক্রুশ দিয়ে কালভেরী পাহাড়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয় কী নির্মম। শত যন্ত্রণার মাঝেও ক্রুশ থেকে যীশু বললেন, “পিতা, এদের ক্ষমা কর, কারণ এরা কী করেছে তা তারা জানে না।” ডলার বলল, “যীশু ছিলেন অত্যন্ত ক্ষমাশীল।”
- ক. ক্রুশ শব্দের অর্থ কী ?
- খ. যীশুকে ক্রুশে দেওয়া হল কেন ?
- গ. যীশুর মৃত্যুর ঘটনা থেকে ডলার ও বুবেল কী উপলব্ধি করল? বর্ণনা কর।
- ঘ. “পিতা : এদের ক্ষমা কর, কারণ এরা জানে না এরা কী করেছে”-উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

